চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 274 Sunday, 3 September, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২৭৪ সংখ্যা ✻ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বালি-জগাছার একটি মামলা খারিজ করলেন বিচারপতি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মামলা খারিজ করল আদালত। ...বিস্তারিত পাতা ৩

শুক্রবার সন্ধ্যায় পাথর ছুড়ে ভেঙে দেওয়া হল হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেসের বিলাসবহুল ভিস্তাডোম কোচের কাচ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কম-বেশি সকলেই বাঁধাকপি খেতে পছন্দ করেন। নিরামিশ বা আমিষ, যে কোনও ভাবেই রান্না করা যায় এই সবজিটি।। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ভারতের রান চার উইকেটে ১২৭। হার্দিক অপরাজিত ৩০, ঈশান কিষাণ অপরাজিত ৪৩। এই ওভারে ওঠে ৬ রান। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ভোপালে ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠক!

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ এবার ভোপালে বৈঠকে বসতে চলছে ইন্ডিয়া জোট! বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের পর মধ্যপ্রদেশে চতুর্থ দফা বৈঠকে বসার সম্ভাবনা রয়েছে এই ২৮টি বিরোধী দলের জোটের। পাটনা ও বেঙ্গালুরুর পর ২৮টি বিরোধী দলের বৈঠক ছিল মুম্বইয়ে। বাণিজ্যনগরীর পর মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে পদ্মশিবিরের বিরুদ্ধে চতুর্থ দফা বৈঠকে বসতে পারে ইন্ডিয়া জোট। চলতি বছরের নভেম্বর মাসেই বিজেপিশাসিত মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভোপালে বিরোধী জোটের মেগা বৈঠক হলে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট থেকে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় দফার দু’দিন ব্যাপী বৈঠক। ১৩ সদস্যের কোঅর্ডিনেশন কমিটির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে বৈঠকের পরে। শোনা গিয়েছে, বিরোধীদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণেই এখনও লোগো প্রকাশিত করা হয়নি। মনে করা হচ্ছে, শিগগিরি লোগো ও জোটের মুখপাত্রের নাম ঘোষণা করা হবে। মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠক হয়ে গেলেও জোটের অন্দরে মতানৈক্য স্পষ্ট।

ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ সেপেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ ভারতের প্রথম সূর্য মিশন আদিত্য এল-১-এর সফল উক্ষেপণের পর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ইসরো) বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। অমিত শাহ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা তাদের শক্তি ও প্রতিভার প্রমাণ দিচ্ছেন বারংবার। ভারতের প্রথম সান মিশন আদিত্য-এল ওয়ান-এর সফল উক্ষেপণে আমরা গর্বিত এবং খুশি। এই অনন্য কৃতিত্বের জন্য টিম ইসরোকে অভিনন্দন। শাহ আরও বলেন, অমৃত কালের সময় স্বনির্ভর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন পূরণের দিকে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো শনিবার সকাল ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ আদিত্য-এল ওয়ান সফলভাবে উক্ষেপণ করেছে। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পর এবার সূর্য মিশন শুরু করেছে ইসরো।

পিছিয়ে গেল রাজনাথ সিংয়ের শ্রীলঙ্কা সফর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পিছিয়ে গেল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের দু’’দিনের শ্রীলঙ্কা সফর। শুক্রবার রাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের শ্রীলঙ্কা সফর আপাতত পিছিয়ে গিয়েছে। এর আগে শুক্রবারই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছিল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার দু’’দিনের রাষ্ট্রীয়. সফরে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দ্বীপ রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতেই এই সফরে যাওয়ার কথা ছিল রাজনাথের। যদিও আপাতত তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধূপগুড়ি আলাদা মহকুমা হবে, প্রতিশ্রুতি অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘদিন ধরেই দাবি ছিল, ধূপগুড়ি আলাদা মহকুমা করা হোক। শনিবার সেই দাবি মেনে নেওয়া হল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায়ও সেই দাবি তুলেছিল উপস্থিত জনতা। তাদের সেই দাবিপূরণের আশ্বাস দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন আমি কথা রাখার ছেলে, কথা আমি রাখবো। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের আগে ধূপগুড়ি আলাদা মহকুমা হবে। একইসঙ্গে ধূপগুড়ির হাসপাতাল, বিরুপাক খাল সংস্কার-সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এদিনের সভায় পৌঁছনোর আগেই রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমজনতার অভাব-অভিযোগ শোনেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দোমোহনি বাজার-সহ বেশ কিছু রাস্তা খারাপ অবস্থায় রয়েছে। তা নিয়ে অভিযোগ করে তারা। অভিযোগ শুনে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাসও দেন অভিষেক। এরপর সভামঞ্চে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি দীপেন প্রামানিক। তারপর সভামঞ্চ থেকে বিজেপিকে একহাত নেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, উনিশ, একুশের ভোটে ধূপগুড়ির মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। তবু উন্নয়ন থামেনি। রাজ্য সরকার মানুষের উন্নয়নের কথা ভেবেছে। অথচ যারা ভোট পেয়েছে তারা এলাকার মানুষের কথা ভাবেনি। এর আগে ধূপগুড়ি হাটের উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছিলেন অভিষেক। সেই কথা তিনি রেখেছেন। হাটের উন্নয়ন হয়েছে ইতিমধ্যে। এবার ধূপগুড়ি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তিনি আরও জানিয়েছেন, বিরুপাক খাল সংস্কার যে কাজ শুরু হয়েছে। ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে। এর ফলে লক্ষাধিক কৃষক উপকৃত হবে। এরপরই সভায় ধূপগুড়িকে আলাদা মহকুমা করার দাবি তোলা হয়। দাবি শুনে অভিষেক বলেন, আমি কথা দিয়ে কথা রাখি। আমি কথা রাখার ছেলে। আমি দাবি শুনে বলতে পারতাম, মহকুমা হবে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব। কিন্তু আমি নিজের কাঁধে দায়িত্ব নিচ্ছি। এখন থেকে সবুজ আবির খেলতে শুরু করুন। ৩১ ডিসেম্বরের আগে ধূপগুড়ি আলাদা মহকুমা হবে। কথা দিয়ে গেলাম। উল্লেখ্য. বানারহাট ব্লকের দাবিপূরন করেছে তৃণমূল।

জল জমা কন্ট্রোল রুমে বসে তদারকি করলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২ সেপ্টেম্বর ঃ জল জমা পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখতে কলকাতা পৌর সংস্থার কন্ট্রোল রুমে বসে তদরাতি করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন পৌর কমিশনার বিনোদ কুমার, ডি জি নিকাশি বিভাগ শান্তনু কুমার ঘোষ সহ কন্ট্রোল রুমের আধিকারিক ও কর্মীরা। এদিন তিনি নিজে কোন জায়গায. কত জল জমেছে কন্ট্রোল রুমের জাইন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখেন। তিনি সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে কলকাতার বেশি কয়েক টি গুরুত্বপূর্ন রাস্তায় জল জমা পরিস্থিতি তদারাতি করে দেখেন। তার পর তিনি জানান যেহুতু মেয়র পরিষদ নিকাশি তারক সিংহ অসুস্থ তাই তিনি নিজেই শহরের জল জমা পরিস্থিতি দেখতে এলেন। এদিন ভবানীপুরে ভাঙ্গা বাড়ি নিয়ে বলেন যে আমরা অনেক দিন আগেই এই বিপদজনক বাড়ি কে ফাঁকা করার জন্য নোটিশ দিয়েছিলাম। দুই একজন মানুষ বাড়ি ফাঁকা করলেও অনেকেই বাড়ি ফাঁকা করেননি। তাই আমরা বলেছি যে বিপদজনক অংশ ভেঙে ফেলতে যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয়। অন্যদিকে এদিন মেয়র পরিষদ তারক সিংহের সঙ্গে তার কোনো সমস্যা নেই বলে সাফ জানালেন তিনি। মেয়র বলেন তারক দা আমার দাদার মত। আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। তার জ্বর এসেছে। তাই ভাবাবেগ হয়ে তিনি এইসব কথা বলেছেন। তবে তার সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মিতে গেছে বলে দাবি করেন তিনি। মেয়র এদিন বলেন যে আসলে কিছু নিচু তলার কর্মীরা রয়েছেন যারা ভুল তথ্য পরিবেশিত করছেন। অনেক জায়গায় জল জমে আছে। কিন্তু তারা সেই তথ্য দিচ্ছে না। এবার অনেক জায়গায় গলিপিটে পলিথিন, চিপসের প্যাকেট ফেলে দিচ্ছেন কিছু মানুষ। যার ফলে সেই গালিপিট এর মুখ আটকে যাচ্ছে। আর সেই সব জায়গায় জল জমার পরিস্থিতি হচ্ছে। মানুষ দের ও বুঝতে হবে যেখানে সেখানে এই সব না ফেলে সঠিক জায়গায় ফেললে এই পরিস্থিতি হবে না। তাই তিনি জোর দিয়ে জানান যে তারক সিংহ আমার মেয়র পরিষদ।

ভারতের প্রথম সূর্য অভিযান

ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের প্রথম সৌর মিশন আদিত্য -এল ১-এর সফল উক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-এর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য তাঁকে আপ্লুত করেছিল। ইসরো-র দফতরে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন তিনি। এবার সূর্য-যানের সাফল্যে ফের একবার প্রশংসা মোদীর। ভারতের যে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ক্রমশ উত্তরণ হচ্ছে, সে কথাই উল্লেখ করেছেন তিনি। চাঁদের পর সূর্যের দিকে গবেষণা যান আদিত্য এল ১ কে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছিল। শনিবার সূর্যকে গবেষণার উদ্দেশ্যে উক্ষেপণ করা হল আদিত্য এল ১ কে। আদিত্য এল-১ উপগ্রহের সফল উক্ষেপণের পর ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সামগ্রিক মানবতার উন্নতির লক্ষ্যে মহাকাশকে আরও ভালভাবে জানার অদম্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা জারি থাকবে। এর আগে আজ অন্ধ্রপ্রদেশের সতীশ ধবন স্পেস রিসার্চ সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে

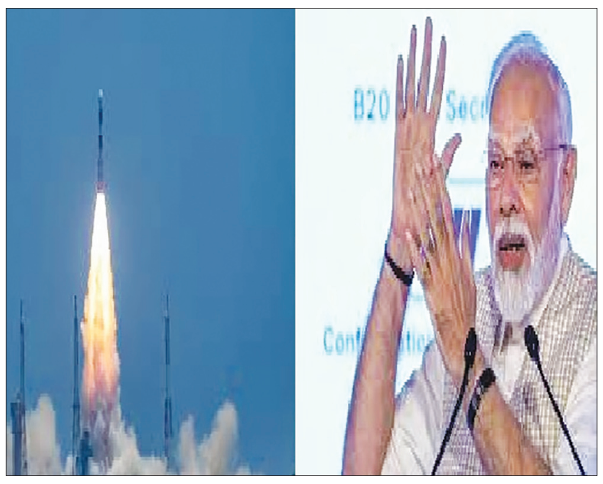

শনিবার বেলা ১১.৫০ মিনিট নাগাদ সূর্যযান আদিত্য এল-১-এর সফল উক্ষেপণ করল ইসরো। পিএসএলভি-সি ৫৭-র পিঠে চেপে সূর্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আদিত্য এল-১ স্যাটেলাইট। এটি ভারতের প্রথম সূর্য অভিযান। সূর্যের অভিমুখে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করবে আদিত্য-এল ১। সূর্য সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য এর মাধ্যমে ইসরোর হাতে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট সফলভাবে চাঁদের অবতরণ করে ভারতের চঃদ্রযান ৩। একের পর এক সফল অভিযান যে বিশ্বের দরবারে ভারতের নাম উজ্জ্বল করছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। চন্দ্রযানের সাফল্যের পর ইসরো দফতরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সাফল্যে তিনি কতটা আনন্দিত, সে কথা বলতে গিয়ে ভেসেছিলেন আবেগে। আদিত্য এল ওয়ানের সাফল্যে ইসরো প্রধান এস সোমনাথ বলেছেন, এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো।’

লোকসভা ভোটে এগিয়ে আনতেই সংসদের বিশেষ অধিবেশন, ফের দাবি নীতীশের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রথমে অকস্মা লোকসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা। যার এজেন্ডা নিয়ে মুখে কুলুপ এটে থাকা। তারপর এক দেশ এক নির্বাচন নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন। কেন্দ্রের পরপর এই পদক্ষেপগুলির নেপথ্যে একটাই উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সেটা হল লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা। শুক্রবারক্রজক জোটের বৈঠকে ছিলেন নীতীশ। বিহারে শনিবার ফিরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন,আপনাদের এই বিশেষ অধিবেশনের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। আমি কিছু দিন ধরেই বলে আসছি, লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হবে। সেপ্টেম্বরে সংসদের বিশেষ অধিবেশন এই উদ্দেশ্যেই। গত ২৮ আগস্ট টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হারের ভয়ে লোকসভা ভোট এগিয়ে আনতে পারে বিজেপি। পরে একই তত্ত্ব উঠে আসে নীতীশ কুমারের মুখে। এদিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ফের দাবি করলেন, ভোট এগিয়ে আনবে বিজেপি। যদিও গেরুয়া শিবির সূত্র বলছে, এখনই এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। এখন প্রশ্ন হল, একসঙ্গে সব রাজ্য ও লোকসভা নির্বাচন করানো কি আদৌ সম্ভব? বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, এখনই সেটা ভীষণ মুশকিল। কারণ দেশের আলাদা আলাদা রাজ্যে আলাদা আলাদা সময় নির্বাচন হয়। লোকসভার সঙ্গে সব রাজ্যের নির্বাচন করাতে হলে কোনও কোনও রাজ্যের নির্বাচন এগিয়ে দিতে হবে। কোনও কোনও রাজ্যের নির্বাচন পিছিয়ে দিতে হবে।

কোন এক্তিয়ারে অনুব্রতর মামলা দিল্লিতে?

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২ সেপ্টেম্বর ঃ অনুব্রত মণ্ডলের শুনানির দ্বিতীয়দিনে সিবিআই আদালতে আবারও ধাক্কা খেল ইডি। দু’সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার। ৬ তারিখ বুধবার পর্যন্ত ঝুলে রইল গরুপাচার মামলার দিল্লিতে স্থানান্তরের শুনানি। ১৯ জুলাইয়ের পর ২ আগস্ট। এবারও গরুপাচার মামলাকে দিল্লিতে স্থানান্তর করার যে আরজি জানিয়েছে ইডি, এক্ষেত্রে তাদের এক্তিযার নিয়ে বিচারকের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না ইডির আইনজীবী অভিজিত ভদ্র। আসানসোলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীর প্রশ্নের মুখে পড়লেন ইডির আইনজীবী। এদিন বিচারক বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরেন তাঁর সামনে। আর্থিক দুর্নীতির একাধিক ধারা উল্লেখ করে ইডির আইনজীবী বিচারককে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিচারক। বিচারক বারবার বলেন, আইন অবশ্যই আছে। না হলে সারা দেশে এত তদন্ত কী করে হচ্ছে? সাজা কীভাবে ঘোষণা হচ্ছে? সেই আইনের তথ্যই দেখতে চাইছি। কোনও গেজেট, কোনও নোটিফিকেশন থাকলে দেখান। কিন্তু ইডির আইনজীবী এদিনও বিচারকের কাছে সদুত্তর দিতে পারেননি।

রাজ্যে আবাসনে লগ্নি টানতে সোমবার হবে ‘স্টেটকন-২০২৩’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে লগ্নি টানতে সপারিষদ স্পেন ও দুবাই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলছে বেঙ্গল বিজনেস সামিট’-এর প্রস্তুতিপর্ব। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের আবাসন আগ্রহীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে সোমবার হবে ’স্টেটকন-২০২৩’ নবান্ন-র দাবি, এ রাজ্যে নগরায়নের হার ভারতের জাতীয় গড়ের থেকে বেশি। আগামী কয়েক বছরে রাজ্যে নগরায়নের হার এখনকার ৩৬ শতাংশের থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশে পৌঁছে যাবে। এর ফলে, এখনকার তুলনায় রাজ্যের শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত ৮০ লক্ষ মানুষের বাস বেড়ে যাবে। তাই রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে রাজ্যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনা বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরে রাজ্যে লগ্নি আকর্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী সোমবার কলকাতায় নির্মাতাদের সংস্থা ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গল’ ’স্টেটকন-২০২৩’ আয়োজন করছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট সুশীল মোহতা। তিনি বলেন, ’আমরা স্টেটকন-এ ইনভেস্ট বেঙ্গল নামে একটা আলোচনার আয়োজন করছি। সেখানে মুখ্যসচিব-সহ রাজ্যের অন্যান্য দফতরের সচিবরা থাকবেন। ওই আলোচনায় রাজ্য ও রাজ্যের বাইরের ক্রেডাই সদস্যদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে।’ক্রেডাই-এর এক আধিকারিক জানান, রাজ্যের জিডিপিতে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব ১০-১২। রিয়েল এস্টেটের হাত ধরে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ইস্পাত, সিমেন্টের মতো প্রায় ১,১০০ শিল্পকে সহায়তা দেয় রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্র। সেই কারণে আর্থিক উন্নয়নে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পদ থেকে ইস্তফা দেননি স্নেহমঞ্জু বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ যাদবপুরের ছাত্রমৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতে ইস্তফাপত্র নিয়ে ধোঁয়াশা শুরু হয়। খুনের হুমকি চিঠি পাওয়ার পরই রেজিস্ট্রার ইস্তফাপত্র জমা দেন বলেই বলে খবর মিলেছে। যদিও ইস্তফা জল্পনায় জল ঢেলেছেন খোদ রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। ইস্তফা দেননি বলেই দাবি তাঁর। শুক্রবার ভিসি বৈঠক ছিল যাদবপুরে। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে অনেকেই নানা অভিযোগ করেন। আবার তার উপর প্রাণনাশের হুমকি চিঠিও পেয়েছেন। এই চাপানউতোরের পরই অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের দাবি, তাঁর কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। তবে তিনি ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেননি বলেও জানান।

অবশ্য ইস্তফার জল্পনায় জল ঢাললেন খোদ রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। তাঁর দাবি, ইস্তফাপত্র জমা দিইনি। এ বিষয়ে গুজব রটেছে। যাদবপুরের এই পরিস্থিতিতে ইস্তফা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারি না। গত ৯ আগস্ট প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তা নিয়ে টানাপোড়েনের অন্ত নেই। তার মাঝে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের মতবিরোধ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চলছে জোর চর্চা।

বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, গেহলটকে শোকজ নোটিস আদালতের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকে শো কজ নোটিস পাঠাল রাজস্থান হাই কোর্ট। বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। যদিও বিতর্কের মুখে প।ে সাফাইও দেন তিনি। তার মধ্যেই রাজস্থান হাই কোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার ভিত্তিতেই শনিবার শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে গেহলটকে। গত বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিপজ্জনকভাবে বিচারব্যবস্থার সর্বত্র দুর্নীতি ছড়িয়ে প।ছে। আমি তো এমনও শুনেছি, আইনজীবীরাই নাকি মামলার রায় লিখে দেন। বিচারক ও বিচারপতিরা সেই রায়টাই আদালতে পড়ে শোনান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখে এহেন মন্তব্য শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাজস্থানের আইনজীবী মহল। কাজে ধর্মঘটের ডাক দেন তাঁরা। গেহলটের বিরুদ্ধে

জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। লাগাতার বিক্ষোভের মুখে পড়ে নিজের মন্তব্যের সাফাই দেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি যা বলেছি সেটা আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়। দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, প্রধান বিচারপতিরা বিচারব্যবস্থা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই প্রশ্ন তোলার নানা কারণও রয়েছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিচারব্যবস্থায় প্রতি আস্থা রাখি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই দেওয়ার আগেই রাজস্থান হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। আদালত অবমাননার অভিযোগও আনা হয় গেহলটের বিরুদ্ধে। শনিবার এই মামলার শুনানির পরেই মুখ্যমন্ত্রীকে শোকজের নোটিস পাঠায় আদালত। তিন সপ্তাহের মধ্যে গেহলটের জবাব তলব করা হয়েছে। আগামী ৩ অক্টোবর এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে দুই বিচাপতির বেঞ্চ।

পড়াশোনার চাপে আত্মঘাতী দিল্লি আইআইটির ছাত্র

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মাত্র দু’মাসের ব্যবধান। পড়াশোনার চাপে ফের আত্মঘাতী হলেন দিল্লি আইআইটির এক পড়ুয়া। শুক্রবার বিকেলে হস্টেলের ঘর থেকে বি.টেকের ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই পড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত ছাত্রের ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পড়াশোনার চাপেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই পড়ুয়া। কারণ বেশ কয়েকটি বিষয়ে পাশ করতে পারেননি তিনি। মৃত পড়ুয়ার নাম অনিল কুমার। ২১ বছর বয়সি ওই ছাত্র ২০১৯ সালে আইআইটি দিল্লিতে ভরতি হন। অঙ্ক ও কম্পিউটিং নিয়ে বি.টেক পড়ছিলেন তিনি। ২০২৩ সালের জুন মাসে তাঁর পড়াশোনা শেষ হয়। কিন্তু বেশ কয়েকটি বিষয়ে পাশ করতে পারেননি অনিল। আইআইটি কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছয়মাসের সময়সীমা বেঁধে দেয় এই বিষয়গুলিতে পাশ করার জন্য। কিন্তু সেই সময়সীমা ফুরনোর আগেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন অনিল।

দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার বিকেল ৬টা নাগাদ কিষাণগ। থানায় ফোন করেন হস্টেল

কর্তৃপক্ষ। অনিলের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ফলে বাধ্য হয়েই দরজা ভাঙে পুলিশ। তখনই ঘরের ভিতর থেকে অনিলের ঝুলন্ত দেহ মেলে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আপাতত মৃতদেহের ময়নাতদন্ত-সহ অন্যান্য তদন্ত প্রক্রিয়া চালাচ্ছে পুলিশ। সুইসাইড নোট না পেলেও পুলিশের অনুমান, পড়াশোনার চাপেই আত্মহত্যা করেছেন অনিল কুমার। প্রসঙ্গত, মাত্র দু’মাস আগেই একইভাবে আত্মঘাতী হয়েছিলেন দিল্লি আইআইটির আরও এক প্যুয়া। আয়ুষ আশনা নামে উত্তরপ্রদেশের এক ছাত্র চলতি বছরেই দিল্লি আইআইটি থেকে বি-টেক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। গত ৮ জুলাই গভীর রাতে হস্টেলের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। সকালে খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। তাঁর ঘর থেকেও কোনও সুইসাইড নোটের হদিশ পায়নি পুলিশ। তবে তারা তদন্ত করে দেখছে বিষয়টা বলে জানা গিয়েছে।

জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে ৭ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে আসছেন বাইডেন

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারত সফরে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ৭-১০ সেপ্টেম্বর ভারত সফরে থাকবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডো বাইডেন। শনিবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জি-২০-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বের একাধিক সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। সেই তালিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব কমানো,

দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতো বহুমাত্রিক ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বাড়ানো-সহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জি-২০-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের কথাও তুলে ধরতে পারেন। ২০২২-র পয়লা ডিসেম্বর থেকে ২০২৩-এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এক বছরের জন্য জি-২০-তে সভাপতিত্বের দায়িত্বে রয়েছে ভারত। তারপর থেকে দেশজুড়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে। এবছর জুন মাসে মোদীর আমেরিকা সফরের সময়, বাইডেন বলেছিলেন, তিনি সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। ভারত ও আমেরিকার এক যৌথ বিবৃতিতে বাইডেনের তরফে জি-২০-তে নয়াদিল্লির নেতৃত্বের প্রশাংসাও করা হয়। অবশেষে সেপ্টেম্বরে ভারতে আসছেন জো বাইডেন।

ডেঙ্গু ফের কেড়ে নিল প্রাণ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ফের কলকাতায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হল। ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ আলিপুর সাহাপুর এলাকার বাসিন্দা সুস্মিতা দত্ত। পরিবার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জ্বর আসায় ৩৩ বছরের গৃহবধূকে নিউ আলিপুরের বি পি পোদ্দার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানান্তরিত করা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। শুক্রবার ল্যান্সডাউনের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ভেন্টি লেশনে দেওয়ার পর রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই রোগিণীর। ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে।

বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে সতর্কতা শুভেন্দু অধিকারীর

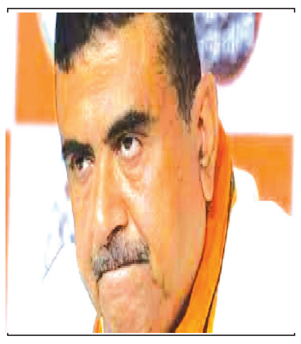

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বঙ্গে বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান না করতে পারলে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দফতরের সামনে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের দেউলিয়া সরকার পয়সার অভাবে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লা সরবরাহ করতে পারছে না। তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা কমাতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলে ঘাটতির পরিমাণ ১২০০ মেগাওয়াট।এই ভাদ্র মাসের অসহনীয় ভ্যাপসা গরমে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ঘর্মাক্ত হাঁসফাঁস অবস্থা। এই মুহূর্তেও রাজ্যের এক বড় অংশ বিদ্যুৎ নেই।দেউলিয়া মুখ্যমন্ত্রীর দেউলিয়া সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের জানিয়ে রাখলাম, যদি আগামী দুই দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না করতে পারেন তবে আগামী সোমবার থেকে বিরোধী দলনেতাকে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দফতরের সামনে ধর্নায় দেখতে পাবেন।এই সঙ্গে রাজ্যের পাঁচটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের বিশদ হিসেব যুক্ত করেছেন তিনি।

এক দেশ, এক ভোট''-এর প্রশংসা করলেন যোগী আদিত্যনাথ, বললেন এটি প্রশংসনীয় প্রয়াস

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ''এক দেশ, এক ভোট'' নীতির প্রশংসা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেছেন, এটি খুবই প্রশংসনীয় প্রয়াস। কমিটি গড়ার পরেই শুরু হয়ে গিয়েছে 'এক ' দেশ এক ভোট' (ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন) নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদী সরকারের গড়া কমিটির প্রধান তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে শুক্রবার সাক্ষা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। যা দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ সংশয় প্রকাশ করেছেন পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোট হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে। সেই সঙ্গে আলোচনায় চলে আসছে লোকসভা ভোট এগিয়ে আনার প্রসঙ্গও।এই ''এক দেশ, এক ভোট'' নীতির প্রশংসা করে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এটি একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। উত্তর প্রদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ''এক দেশ, এক ভোট'' বর্তমান সময়ের প্রয়োজন। নির্বাচনের সময় উন্নয়ন কাজ অথবা নতুন নীতি বাধাগ্রস্ত হয়। আমাদের লোকসভা, বিধানসভা এবং অন্যান্য সমস্ত নির্বাচন একসঙ্গে পরিচালনা করা দরকার। আমি এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই।

সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল ভারত, আদিত্য এল-১ উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ

বেঙ্গালুরু, ২ সেপ্টেম্বর ঃ যাবতীয় প্রতীক্ষার অবসান, এসে গেল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এই প্রথম সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল ভারত। অন্ধ্রপ্রদেশের সতীশ ধবন স্পেস রিসার্চ সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে শনিবার বেলা ১১.৫০ মিনিট নাগাদ সূর্যযান আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। পিএসএলভি-সি ৫৭-র পিঠে চেপে সূর্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আদিত্য এল-১ স্যাটেলাইট।এটি ভারতের প্রথম সূর্য অভিযান। সূর্যের অভিমুখে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করবে আদিত্য-এল ১। সূর্য সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য এর মাধ্যমে ইসরোর হাতে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। পৃথিবী থেকে সাড়ে ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পাঠানো হবে আদিত্য এল ১-কে। এই অংশকে বলা হয় ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট। এখানে সূর্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বল একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। ফলে এই অঞ্চলে পৌঁছে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থির থাকতে পারে। মহাকাশের পরিবেশ, আবহাওয়া, তার উপর সূর্যের কী প্রভাব পড়ে, সে সব জানার চেষ্টা করবে আদিত্য-এল ১।সূর্যের চারপাশ ও সৌর ঝড় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে এই অবজারভেটারি। পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে হ্যালো অরবিটে স্থাপন করা হবে এই উপগ্রহটিকে। সেখানে পৌঁছতে সময় লাগবে চার মাসের মতো। এল-১ পয়েন্টের কাছে হ্যালো অরবিটের সুবিধা হল, গ্রহণের মত মহাজাগতিক ঘটনার কোনও বাধা ছাড়াই এই উপগ্রহটি সৌর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। শ্রীহরিকোটার দর্শক গ্যালারি থেকে সাধারণ মানুষ এই উৎক্ষেপণের সাক্ষী হন।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৫ সেপ্টেম্বর ৭৫জন নির্বাচিত শিক্ষককে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার,২০২৩ প্রদান করবেন

নয়াদিল্লি, ২ সেপেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শিক্ষক দিবসের দিন, নির্বাচিত ৭৫ জন শিক্ষককে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার,২০২৩ সম্মানে ভূষিত করবেন। বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি শিক্ষকদের এই সম্মান প্রদান করবেন।শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ৫ সেপ্টেম্বর দেশে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়। জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারের লক্ষ্য হল, দেশের শিক্ষকদের অবদানকে সম্মান করা এবং সেইসব শিক্ষকদের সম্মান জানানো যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ও নিষ্ঠার মাধ্যমে শুধুমাত্র শিক্ষার মানোন্নয়ন করেননি বরং তাদের শিক্ষার্থীদের জীবনকেও সমৃদ্ধ করেছেন।প্রতিটি পুরস্কারে মেধার একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে। তারসঙ্গে ৫০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার এবং একটি রুপোর পদকও দেওয়া হবে। পুরস্কার বিজয়ীরাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন।দেশের সেরা শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রতিবছর শিক্ষক দিবসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ একটি জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।এবছর ৫০ জন স্কুল শিক্ষক, উচ্চশিক্ষার ১৩ জন শিক্ষক এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়ের ১২ জন শিক্ষককে সম্মান দেওয়া হবে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বরঃআন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম উর্ধ্বমুখী। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৯ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

আদিত্য এল-১-র সফল উৎক্ষেপণে ইসরোকে অভিনন্দন জিতেন্দ্র সিং-এর

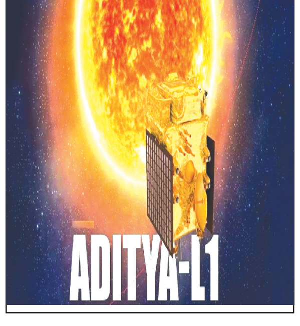

নয়াদিল্লি, ২ সেপেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং আদিত্য এল-১ মিশনের সফল উৎক্ষেপণের জন্য দেশ ও ইসরোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, আজ আদিত্য এল-১-এর উৎক্ষেপণ শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্ব দেখেছে। এটা সত্যিই ভারতের জন্য একটি গৌরবময় মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জিতেন্দ্র সিং বলেন, তিনি মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিয়েছেন, এবং দেশের মানুষকে বুঝিয়েছেন যে আকাশের কোন সীমা নেই।কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, আদিত্য মিশনকে সফল করতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বছরের পর বছর পরিশ্রম করার পর এই মুহূর্ত আসে, এই মুহূর্তটি জাতির কাছে অঙ্গীকার পূরণের মুহূর্ত।আদিত্য এল-১-এর সফল উৎক্ষেপণ আমাদের কর্মসংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ জাতির দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ, যেটা আমরা আমাদের কর্ম-সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রতাপগড়ের ঘটনায় ধৃত ৩ অভিযুক্ত

প্রতাপগড়, ২ সেপ্টেম্বর ঃরাজস্থানের প্রতাপগড়ে এক আদিবাসী মহিলাকে নগ্ন করে, বিবস্ত্র করার অভিযোগে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের ধাওয়া করলে তারা পালাতে গিয়ে আহত হয়। অভিযুক্তরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট জানিয়েছেন, রাজস্থানে অপরাধের কোনও স্থান নেই।মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট শনিবার সকালে টুইট করে জানিয়েছেন, প্রতাপগড় জেলায়, পারিবারিক বিবাদের জেরে এক মহিলাকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির দ্বারা নগ্ন করার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। পুলিশ মহাপরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এডিজি ক্রাইমকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার। সভ্য সমাজে এ ধরনের অপরাধীদের কোনও স্থান নেই। এই অপরাধীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কারাগারে পাঠানো হবে।

অনুমোদন পেল থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাভিসিনের নতুন মন্ত্রিসভা

ব্যাংকক, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) কয়েক মাসের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটাতে থাইল্যান্ডের রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভায় যে ৩৪ মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেটির অনুমোদন করেছেন । শনিবার রয়্যাল গেজেটের বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিন দেশ পরিচালনার জন্য একটি যোগ্য মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তাই রাজা নতুন মন্ত্রিসভার অনুমোদন দিয়েছেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষক যুত্তাপর্ণ ইসারাচাই বলেছেন, রাজকীয় অনুমোদন এই ইঙ্গিত দেয় যে, দেশটি নতুন সরকার পাওয়ার এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।কয়েকমাসের রাজনৈতিক অচলাবস্থার পর সম্প্রতি থাই পার্লামেঃট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্রেথা থাভিসিনকে নির্বাচিত করে। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা প্রতিষ্ঠিত ফিউ থাই পার্টি থেকে নির্বাচিত হন।গত ১৪ মের নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন পায় ফিউ থাই পার্টি। প্রগতিশীল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি (এমএমপি) সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েও সামরিক জান্তার নিয়োগ দেওয়া সিনেটরদের বাধার মুখে পা। তাই ফিউ থাই পার্টি ও এমএমপি জোট করে যে সরকার গঠন করতে চেয়েছিল তা ব্যর্থ হয়।৩৭৪ জনেরও বেশি আইনপ্রণেতা পার্লামেঃট স্রেথা থাভিসিনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রী হতে তার ৩৭৪টি ভোটই প্রয়োজন ছিল। পার্লামেঃট উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন এই বিজনেস টাইকুন।ফেউ থাই পার্টি থেকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছিলেন থাভিসিন। এর মাধ্যমে থাইল্যান্ডের ৩০তম প্রধানমন্ত্রী হলেন তিনি।

ত্রিপুরা উপনির্বাচনে জোট, অপপ্রচার, জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা বিরোধীদের, অভিযোগ প্রদেশ বিজেপির

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ধনপুর এবং বক্সনগর, দুটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণার পর বিভিন্ন বিরোধী দল জোটবদ্ধ হয়েছে বলে প্রচার ও প্রসার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। মানুষ সেটা ভালো চোখে দেখছে না, দাবি করেছেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।শনিবার দলের প্রদেশ দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজীব ভট্টাচার্য জানান, দীর্ঘ ২৫ বছর এবং তার আগ ১০ বছর কমিউনিস্টরা ত্রিপুরায় শাসন করেছে। তার পর এখনও নির্বাচনে কমিউনিস্টদের লড়াই করতে হলে বৈশাখীর প্রয়োজন হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও বৈশাখীর প্রয়োজন হয় না। কংগ্রেসকে নিয়ে বৈঠক করেছে সিপিএম কয়েক দফায়। আসন্ন উপনির্বাচনে কংগ্রেসের কোনও নেতাকে ধনপুর এবং বক্সনগরে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সোনামুড়া মহকুমায় কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্বই নেই। যা-ও কিছু ছিল, কিছুদিন আগে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়াঁ বিজেপিতে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের সর্বশেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছেন। বিল্লাল মিয়াঁর সাথে প্রচুর কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।রাজীব ভট্টাচার্য আরও জানান, সিপিএমের সাথে আঁতাত কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা মেনে নিতে পারেননি। ৩৫ বছরের কমিউনিস্ট শাসনে বহু কংগ্রেস কর্মী ও নেতা প্রাণ হারিয়েছেন। সেটা বক্সনগর ও ধনপুরের মানুষ ভুলে যাননি। তাই গোটা সোনামুড়া মহকুমায় কংগ্রেস অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। ত্রিপুরায় একমাত্র বিকল্প হচ্ছে বিজেপি। তাই দিকে দিকে ভোটাররা ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হচ্ছেন।রাজীববাবু আরও বলেন, মহারাজ প্রদ্যো কিশোরের যে দল তিপ্রা মথা, তাঁরাও বলেছেন, তাঁদের দল কোনও জোটে নেই। বক্সনগর ও ধনপুরে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারেন। তাতে দলের কোনও নির্দেশ নেই যে কোনও একটি নির্দিষ্ট দলের প্রার্থীকেই ভোট দিতে হবে। তিপ্রা মথা দলও জানে, ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারই জনজাতিভুক্ত মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারে। ভারতীয় জনতা পার্টিই একমাত্র পারে ত্রিপুরার উন্নয়ন করতে।বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এদিন রাজ্যে বাস্তিবায়িত হচ্ছে এমন প্রকল্পগুলির উল্লেখ করে বলেন, জন আরোগ্য যোজনায় ৫৯ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। তাছাড়া, মুসলিম যুবক-যুবতীদের চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারণ, ওয়াকফ সম্পত্তি দখলমুক্ত সহ সংখ্যালঘু অংশের জনগণের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। শুধু সংখ্যালঘুই নয়, জনজাতি, তফশিলি জাতি, সকল অংশের মানুষের জন্যই বর্তমান রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করে চলেছে। রাজ্যে সাড়ে তিন লক্ষ পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছয়টি জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। ১০টি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভরতুকি মূল্যে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে বিজেপি সরকার এবারে ২৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তুত করেছে।এ সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে বিজেপি প্রার্থীদের ওই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির প্রদেশ সভাপতির সাথে উপস্থিত ছিলেন দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভাটাচার্য।উল্লেখ্য, ২০ নম্বর বক্সনগর কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন সিপাহিজলা জেলার সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর। এছাড়া বিডিও বক্সনগর, সোনামুড়া মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর এবং সোনামুড়া রেভিনিউ সার্কলের ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে থাকবেন। ২০-বক্সনগর কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪৩ হাজার ৮৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২২ হাজার ১৬৬ জন এবং মহিলা ভোটার ২০ হাজার ৯২১ জন রয়েছেন। এছাড়া সার্ভিস ভোটার ৭৫ জন, ৮০-উর্ধ্ব ভোটার ৫১০ জন এবং দিব্যাঙ্গ ভোটার রয়েছেন ১৯৮ জন।২৩ নম্বর ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বে থাকবেন সিপাহিজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা। এছাড়া ওই কেন্দ্রে কাঁঠালিয়া ব্লকের বিডিও, সোনামুড়া মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর নম্বর ৩ এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ৫০ হাজার ১৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ২৫ হাজার ৯৪৪ জন এবং মহিলা ভোটার ২৪ হাজার ২০৩ জন রয়েছেন। তাছাড়া ওই কেন্দ্রে সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৮৫ জন, ৮০-উর্ধ্ব ভোটার রয়েছেন ৭০৭ জন এবং দিব্যাঙ্গ ভোটার ২৬৫ জন রয়েছেন।এদিকে, ২০-বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৫১টি এবং ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৫৯টি।

৪ সেপ্টেম্বর 'গান্ধী ভাটিকা'-র উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি, উন্মোচিত হবে গান্ধীজির মূর্তিও

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃআগামী ৪ সেপ্টেম্বর, সোমবার দিল্লির রাজঘাটের কাছে 'গান্ধী ভাটিকা'-র উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১২ ফুটের একটি মূর্তিও উন্মোচিত করবেন রাষ্ট্রপতি। রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধের কাছে গান্ধী দর্শন চত্বরে অবস্থিত রয়েছে গান্ধীজির মূর্তিটি এবং 'গান্ধী ভাটিকা'।গান্ধীজির মূর্তিটি ৪৫ একর গান্ধী দর্শন কমপ্লেক্সের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত, দর্শনার্থীদের জন্য 'ভাটিকায়' একটি সেলফি-পয়েন্ট ও তৈরি করা হয়েছে এবং তাতে মহাত্মা গান্ধীর একাধিক মূর্তিও থাকবে। গান্ধী স্মৃতি ও দর্শন সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন বিজয় গোয়েল জানিয়েছেন, ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব উদযাপন অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই গুলি উদ্বোধন করবেন।

সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য থারমান শানমুগারত্নমকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ সেপেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য থারমান শানমুগারত্নমকে শুভেচ্ছা প্রদর্শন করেছেন।প্রধানমন্ত্রী এক্স (ট্যুইটার)-র মাধ্যমে বলেছেন, সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য থারমান শানমুগারত্নমকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারত-সিঙ্গাপুর কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে উন্মুখ হয়ে রয়েছি। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরে জন্ম গ্রহণকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ থারমান শানমুগারত্নম শুক্রবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। শানমুগারত্নমের বয়স ৬৬ বছর। তিনি ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাখী বন্ধন মানে ভাই বোনের ভালোবাসার অঙ্গীকার

নিজস্বসংবাদদাতা,২সেপ্টেম্বরঃদ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমস্চ) এর উদ্যোগে গত ৩০শে আগষ্ট, ২০২৩ উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ভদ্রক জেলার অধীন 'জয়রামপুর', 'আমবৌলী', 'মিতুউনি' গ্রামে ৪৩তম বর্ষ জাতীয় স্তরে পূর্ণিমা লগ্নে রাখী উৎসব উদ্যাপিত হয়। রাখী বন্ধন মানে রঙ বেরঙের সুতোর সমাহার, রাখী বন্ধন মানে ভাই বোনের ভালোবাসার অঙ্গীকার। রাখী বন্ধন হল হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মিলনের সেঁতু, যেখানে মানুষের সাথে মানুষের থাকে না কোন হেতু। সমাজে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত গ্রামবাসীদের হৃদয়ের মিলনে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় জয়রামপুর গ্রামে৪৬৩জন, আমবৌলী গ্রামে ৫৮৬ জন ও মিতুউনি গ্রামে ৮৬২জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে।উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ জেলার অধীন ব্রহ্মপুর, মোহানীগঞ্জ, সালবোনী গ্রামে রাখী বন্ধন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথি, পৃথিবী জুড়ে বাজে মধুর গীতি, ভ্রাতার হাতে পরাবে সুতা ভগিনী, উৎসব মুখরিত আজ বিশ্ব ধরণী। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে কর্মশালায় ব্রহ্মপুরে ৯৪৭ জন, মোহানীগঞ্জে ৫৮৩ জন ও সালবোনী গ্রামে ৬৮৫ জন গ্রামবাসী অংশ নেয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের শুকনো খাবার, বিস্কুট, মিষ্টি বিতরণ করা হয়।৩১শে আগষ্ট, ২০২৩ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অধীন শিলদা, বাবুইডাঙ্গা এবং রাঙামাটি কিরণময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে রাখী পূর্ণিমা উদ্যাপিত করা হয়। আজ সেই শুভ মিলন দিন ভাই বোনের বন্ধন অন্তহীন। বন্ধুর বন্ধুত্বের গভীর বন্ধন ঘুচে যাক্ দরিদ্রের ক্রঃদন। উচ্চ নীচ ভুলি সকল ভোদাভেদ রাখীর ছোঁয়ায় রইবে না খেদ। মজবুত হোক রাখীর বাঁধন, বন্ধু যে সবার একান্ত আপন, পবিত্র হোক এ শুভ মিলন। ভরে যাক সবার সুখ জীবন। রঙ বেরঙের রঙিন ডোরে। রাঙিয়ে উঠুক নতুন ভোরে। এসো তবে আজি প্রতিজ্ঞা করি হিংসা ভুলি প্রেম বাঁধনে বাধি। এক সাথে এক পথে লড়ব, চলব। এক সুরে ঐক্যের জয়গান গাইবো। এই অঙ্গিকারের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। কর্মশালায় শিলদা গ্রামে ৫৮৪ জন, বাবুইডাঙ্গা গ্রামে ৭৯৬ জন এবং রাঙামাটি কিরণময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১,৪৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করে।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীন পাল্লা, কোলসুর এবং বারাসাত মহাত্মাগান্ধী স্মৃতি অবৈতনিক প্রাইমারী বিদ্যালয়ে রাখী বন্ধন উৎসব কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় পাল্লা অঞ্চলে ৬৮৫ জন, কোলসুরে ৪৬৭ জন এবং বারাসাত মহাত্মাগান্ধী স্মৃতি অবৈতনিক প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ২২৮ জন পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকারা অংশ নেয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মিষ্টি, লাড্ডু, বিস্কুট। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, কুমারী মলি বাগচী, বারাসাত মহাত্মাগান্ধী স্মৃতি অবৈতনিকপ্রাইমারী বিদ্যালয়েরপ্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী দিপিকাবালা বিশ্বাস, লিপিকা দেবনাথ, বাণীব্রত কয়াল, শ্রী রূপেশ কুমার গুপ্তা, শ্রী মিকি পান্ডে, শ্রী কমলেশ কুমার সরাফ, শ্রী নরে ঃদ্র সোনী, শ্রী কমল সোনী, শ্রী বেঙ্কট রাটিরিয়া, শ্রী দিলীপ কুমার চৌধুরী, শ্রী রামকৃষ্ণ ব্যানার্জী, শ্রী দীপক মোদী, শ্রী কৈলাশ চাঁদ আগরওয়াল, শ্রী বিদ্যাসাগর আগরওয়াল, শ্রী নঃদন মজুমদার, শ্রী মণিমোহন দে, শ্রীমৎ স্বামী অবনীশানন্দ মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

ত্রিপুরাঃসেকেরকোটে ব্যবসায়ীর মৃতদেহ, আত্মহত্যা না-পরিকল্পিত হত্যা, প্রশ্ন জনমনে

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ সেকেরকোটে জনৈক ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছায়িয়েছে। ঘটনাটি আত্মহত্যা না-পরিকল্পিত হত্যা, এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। সেকেরকোট দীনদয়াল চৌমুহনি এলাকার বাসিন্দা শংকর দেবনাথ শুক্রবার বিকেলে ফুলতলি বাজারে তাঁর নিজের দোকানে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলে। কিন্তু আজ শনিবার সকালে ফুলতলি গ্রাম পঞ্চায়েত্ অফিসের পেছনে শংকর দেবনাথের মৃতদেহ দেখেন ফুলতলি বাজারের আশপাশের লোকজন।স্থানীয়রা মৃতদেহটি দেখে খবর দেন আমতলি থানায় এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান আমতলি থানার পুলিশ ও তাঁর পরিবারের লোকজন। তবে মৃতদেহের পাশে একটি কীটনাশক ওষুধের শিশি পাওয়া গেছে। মৃত শংকর দেবনাথের পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁদের পারিবারিক কোনও সমস্যা ছিল না।কিন্তু কীভাবে ঘটনাটি সংঘটিত হলো তা তাঁর পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয়রা কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না। পুলিশের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয়েছে ফরেনসিক টিমকে। মৃতদেহের ময়না তদন্তের পর আসল রহস্য উদঘাটন হবে বলে মনে করছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা।

হিমাচল প্রদেশে আবগারি দফতরের ৩৩ আধিকারিককে বদলির নির্দেশ

শিমলা, ২ সেপেম্বর ঃ হিমাচল প্রদেশ সরকার আবগারি দফতরের অফিসারদের বিভিন্ন স্থানে বদলি করেছে। আবগারি দফতরের সহকারী কমিশনারদের বদলি করা হয়েছে। যেসব আধিকারিক দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে কর্মরত ছিলেন, তাদের অন্যত্র বদলির নির্দেশ দিয়েছে হিমাচল প্রদেশ সরকার।সমবায় আবগারি কমিশনার নভজ্যোত শর্মাকে ধর্মশালা থেকে উনায়, সঞ্জীব কুমারকে ধর্মশালা থেকে জ্বালালি, বিনোদ কুমারকে উনা থেকে ভরঞ্জে, ঋষভ কুমারকে পাওন্তা সাহেব থেকে সোলানে, সন্দীপ আত্রিকে সাটাউন থেকে ধর্মশালায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।অন্যদিকে, সন্তোষ কুমারকে মল রোড সিমলা থেকে নালাগড় টু, কমল ঠাকুরকে বিলাসপুর থেকে সাটাউন, যোধ সিংকে উনা থেকে ধর্মশালা ওয়ান, অরবিন্দ কুমারকে বঙ্গনা থেকে নাদৌনে, আরশি শর্মাকে বাদ্দি ওয়ান থেকে বিলাসসুপারে বদলি করা হযেছে। এইরকমভাবে সহকারী কমিশনার কপিল নাথকে জ্বালালি থেকে বঙ্গনা, পঙ্কজ সুদকে আম্বোটা থেকে সুন্দরনগর টু, সুরেন্দ্র কুমারকে সুন্দরনগর থেকে আম্বোটা, গগনেশ কুমারকে হামিরপুর থেকে বিবিএন, রজনীশ ডোগরাকে আম্ব থেকে সোলানে, বাবুরাম নেগিকে আম্বোটা থেকে সোলানে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩সেপ্টেম্বর ঃরবিবার, ১৬ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৬ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৬ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৬৭শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২০ মিনিট এবং রাত৮-টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে-আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন।
বৃষভ রাশিঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।
মিথুন রাশিঃআজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে
কর্কট রাশিঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে।
সিংহ রাশিঃকিছু অনিবার্য পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্বস্তি দিতে পারে। কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার ভারসাম্য বজায়
কন্যা রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। বিবাহের যোগ হবেই আজ
তুলা রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে
বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্হ্য সু ঃদর থাকবে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা
ধনু রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দিত করবে।
মকর রাশিঃআপনার পিতা মাতার প্রতি অমর্যাদা আপনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতে পারে।
কুম্ভ রাশিঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম স্পর্শেই ধসে গেছে। আপনি যদি বাড়ি থেকে দূরে থেকে কাজ করে
মীন রাশিঃকোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে। কারণ আপনি আপনার জীবন গাছের মত করে তৈরী করেছেন, যে নিজে রোদে দাঁড়িয়ে থেকে ঝলসানো রোদ সহ্য করে এবং

বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য চাকরিমুখী ফ্রি কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য চাকরিমুখী ফ্রি কোচিং

ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হলো। আগামীর অভিষেক-৩ বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের উদ্যোগে বিনামূল্যে JEE NEET কোচিং এর তৃতীয় পর্যায়ের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল আজ। এদিন দুপুরে বালির রানী কুঠি হলে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করেছেন। তাতে বহু ছাত্রছাত্রী উপকৃত হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে সফল করতে আমরা ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় টিম ডোমজুড়ের তরফ থেকে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাকুরিমুখী এই ফ্রি কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছি। ২০২১ সাল থেকে আমরা এই চাকুরিমুখী ফ্রি কোচিং ক্যাম্প চালু করেছি। এখান থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারিতে সুযোগ পেয়েছেন। অনেক ছাত্রছাত্রী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। আজ থেকে আমাদের আগামীর অভিষেক-৩ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।

জোড়া ঘূর্ণাবর্ত বঙ্গোপসাগরে! নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্বিষহ ভ্যাপসা গরম থেকে আজ বিকেলের পর সাময়িক রেহাই মেলার সম্ভাবনা। কাল থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি। বৃষ্টি পাবে কলকাতাও। দিন ও রাতের তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি। কিন্তু সব থেকে বেশি ভোগাচ্ছে রাতের তাপমাত্রা। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। ১ সেপ্টেম্বরের রাতের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। যা সাম্প্রতিক কালে বেশ বিরল। তবে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ফের তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। নতুন করে দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে আজ রবিবার। মঙ্গলবারের মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। ৪ বা ৫ সেপ্টেম্বর এই নিম্নচাপ সক্রিয় হলে ওড়িশা উপকূলে ভারী বৃষ্টি ঘটাবে। তার প্রভাব পড়বে এ রাজ্যের উপকূলের একাধিক জেলায়। শনিবার থেকে মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস সর্বত্র। রবি ও সোমবার বেশি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে। কলকাতাতেও দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ওদিকে উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলার পাশাপাশি ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়েও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি হবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বালি-জগাছার মামলা খারিজ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বালি-জগাছার একটি মামলা খারিজ করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মামলা খারিজ করল আদালত। অশান্তির কিছু ছবি ধরা পড়লেও এর ভিত্তিতে পুননির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানাল আদালত। তবে পুলিশ তার তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে বলে নির্দেশ আদালতের। বালির ওই গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ এজলাসে বসে দেখলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। গত ১১ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনার দিন ব্যালট লুঠ ও সিপিআইএম কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। সিপিআইএম এর পক্ষে ভোট দেওয়া ব্যালট ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে সিপিআইএম। বালি দুর্গাপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যামন্দির গণনা কেন্দ্রে সকাল ১১ টা থেকে ১১.৩০ টার মধ্যে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন সিপিএমের বালি - জগাছা উত্তর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবীপ্রসাদ ভৌমিক। এদিন বিচারপতি জানতে চান মামলাকারি এসেছেন? না বলে উত্তরে জানালেন মামলাকারির আইনজীবী। এরপর বিচারপতি বলেন, কেন? আমি তো আসতে বলেছিলাম, না আসলে সনাক্ত করবে কে? কারোর তো আসা উচিত ছিল মন্তব্য বিচারপতির। ১১.১৫ মিনিটের একটা ফুটেজ দেখতে পাচ্ছি, কিছু একটা হচ্ছে, মনে হচ্ছে তর্কাতর্কি চলছে। কিন্তু এটা দেখে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব না, অন্য কোনও ক্যামেরা থাকলে হয়তো কিছু বোঝা যেত জানালেন বিচারপতি।

এবারও অপরিবর্তিত থাকছে পুরসভার পার্কিং ফি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি না পাওয়ায় পার্কিং ফি বাড়ানোয় সায় দিল না নবান্ন। তাই কলকাতার শহরের পার্কিং ফি অপরিবর্তিতই রাখছে কলকাতা পুরসভা। মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে পার্কিং ফি বাড়িয়ে কয়েক মাস আগে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গত আগস্ট মাসে পার্কিং লটের দায়িত্ব বণ্টনের জন্য টেন্ডার ডেকেছিল পুরসভা। সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ বার নতুন সংস্থা বা এজেন্সির হাতে দায়িত্ব ভাগ করে দেবে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার একটি সূত্র জানিয়েছিল, তারা পুরনো হারেই পার্কিং ফি নেবে। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন স্বয়ং মেয়র। ফিরহাদ বলেন, ‘‘পার্কিং ফি নিয়ে নবান্ন থেকে কোনও নির্দেশ আসেনি। সেই কারণে আমরা পুরনো পার্কিং ফি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্প্রতি পুরনো পার্কিং ফি-র রেট অব্যাহত রেখেই টেন্ডার করা হয়েছে।’’ চলতি বছর এপ্রিল মাসে পার্কিং ফি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু ঘোষণার পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি না নিয়ে মেয়র ফিরহাদ পুরসভা এলাকায় পার্কিং ফি বৃদ্ধি করেছেন বলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে জানান তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। মেয়রকে ওই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হবে বলে ঘোষণাও করে দেন কুণাল। সঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূলের তরফে টুইট করে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য কলকাতা পুরসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেওয়া হয়। পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পার্কিং ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে পুরসভা।

টেট চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান ঘিরে উত্তেজনা নবান্ন এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ টেট চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান ঘিরে উত্তেজনা নবান্ন এলাকায়। ২০০৯ সালে চাকরির জন্য এরা টেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এরা প্রত্যেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার। প্রায় ১৪ বছর হয়ে যাওয়ার পরও তাঁদের নিয়োগ হয়নি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে এরা শনিবার নবান্ন অভিযান করেন। শিবপুর কাজিপাড়া থেকে নবান্নের দিকে কিছুটা যেতেই চাকরিপ্রার্থীদের আটকায় পুলিশ। এই অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের। পুলিশ যখন মিছিল আটকে দেয় তখন চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে একজন আত্মহত্যার হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। আন্দোলনকারীর চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, এতগুলো বছর কেটে গেলেও তাঁদের কোনও নিয়োগ করা হয়নি। সেই কারণেই এই আন্দোলন।

দুয়ারে সরকার, ৩৮ লক্ষ ৬ হাজার ৮৭৬ জন নাগরিক আবেদন জমা দিয়েছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যজুড়ে গতকাল থেকে শুরু হওয়া সপ্তম দফার দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আজ দ্বিতীয় দিনে ৫ হাজার ৩০৬ টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এর ফলে এই দফায় প্রথম দুই দিনে মোট ১৪ হাজার ২৩৬ টি শিবিরের আয়োজন করা হল। বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পেতে আজ শিবির গুলিতে ৩৮ লক্ষ ৬ হাজার ৮৭৬ জন নাগরিক আবেদন জমা দিয়েছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে স্থানীয় সমস্যার সমাধানে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিরও আয়োজন করা হযেছে। উল্লেখ্য বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার গত ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর এই কর্মসূচি শুরু করেছিল।

শস্য বীমা যোজনা, কৃষকদের নাম নথিভুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ কম হওয়ায় রাজ্য সরকার বাংলা শস্য বীমা যোজনায় কৃষকদের নাম নথিভুক্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। ৩১ -এ আগস্ট এর পরিবর্তে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যোজনায় রাজ্যের কৃষকরা নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন বলে কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইদিকে দক্ষিণবঙ্গে এখনো পর্যন্ত ২৮ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি থাকলেও গতকাল পর্যন্ত রাজ্যে ৩৯ লক্ষ ৯৬ হাজার হেক্টর জমিতে ধানের চারা রোপন করা হযেছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। যেটা লক্ষ্যমাত্রার ৯৩ শতাংশ।

মৃত্যুদণ্ড চালু রাখার স্বপক্ষে মন্তব্য তথাগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বিতর্কিত মৃত্যুদণ্ডের স্বপক্ষে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, রাজস্থানের আলোড়ন- এক নারীকে উলঙ্গ করে হাঁটানো হয়েছে তাঁর স্বামী গ্রেফতার। ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অশোক গেহলট। পুলিশ জানিয়েছে, প্রতাপগড় জেলার একটি গ্রামে ২১ বছর বয়সী আদিবাসী মহিলাকে তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নগ্ন করে প্যারেড করিয়েছে বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ‘বিরলতম বিরল’ মামলার জন্য মৃত্যুদণ্ড সংরক্ষণ করা উচিত। আমি মনে করি যে মৃত্যুদণ্ড একটি সত্যিকারের প্রতিবন্ধক এবং বিশেষ করে জঘন্য ঘটনাগুলির জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, যেমন মহিলাদের উপর অ্যাসিড হামলা যা আততায়ীর আজীবন মৃত্যুদণ্ডের মত নিন্দনীয়। পশ্চিমবঙ্গে মেয়েটি তার প্রেমিককে ফিরিয়ে দেওয়ায় যুবকটি ৪২ বার ছুরিকাঘাত করে। ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে বাঙালি হিন্দুদের মূল্যবোধ বা নৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন। বামপন্থা (ওরফে মার্কসবাদ, কমিউনিজম ইত্যাদি) যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার একটি অংশ।

ভেঙে পড়ল সোনার কেল্লা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার ভবানীপুরে ভেঙে পড়ল বিপজ্জনক বাড়ি। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকেই আগেই এই বাড়িটিকে বিপজ্জনক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ হঠাৎই ভেঙে পড়ে বাড়িটি। সূত্রের খবর, একজনই এই বাড়িটিতে ছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ির ভিতরে একজন থাকলেও তাঁর কোনও আঘাত লাগেনি বলে জানা গিয়েছে। খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান কলকাতা পুরসভার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসু। পৌঁছায় পুলিশও। কলকাতার ভবানীপুরের পদ্মপুকুরে অবস্থিত এই বাড়িটি অবস্থিত। এই বাড়িটিতেই সত্যজি রায়ের সোনার কেল্লার সিনেমার কিছু অংশের শ্যুটিং হয়েছিল। বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিত রায় মুকুলের দ্বিতীয় বাড়ি হিসাবে এখানেই শ্যুটিং করেছিলেন।

মর্মান্তিক, বাজ পড়ে বাড়িতেই মৃত্যু হল ছাত্রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বাজ পড়ে কলকাতায় মৃত্যু বিবিএ ছাত্রর। মৃতের নাম, কৌশিক কর। বয়স ২৪ বছর। রিজেন্ট পার্কের পশ্চিম আনন্দাপল্লির বাসিন্দা ছিল কৌশিক। জানা গেছে, তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে ছাদে যায় কৌশিক। আর তখনই বাজ পড়ে। বজ্রাঘাতে ঝলসে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার সকাল থেকে শহর কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি। বিপর্যস্ত শহর। তার মধ্যেই শহরে বাজ পড়ে মৃত্যু হল ওই যুবকের। মৃতের নাম কৌশিক কর। বয়স ২৪ বছর। কলকাতার এক কলেজে বিবিএ-র ছাত্র ছিলেন তিনি। তাঁর পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে জিমে গিয়েছিলেন কৌশিক। জিম থেকে ফিরে গরমে অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। সে কারণে ছাদে গিয়েছিলেন বৃষ্টিতে ভিজতে। তখনই বাজ পড়ে বিপত্তি। প্রসঙ্গত, বাজ পড়ে মৃত্যুর ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ২০১৮ সালের ১০ জুন রবীন্দ্র সরোবরের কাছে, বিবেকানন্দ পার্কে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় ২১ বছর বয়সী ক্রিকেটার দেবব্রত পালের। ২০১৮ সালের ২৮ জুলাই ময়দান থানা এলাকায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয়, অজয় মল্লিক নামে বছর ২৭-এর এক যুবকের। ঘটনায় একইসঙ্গে আহত হন মনীষা মল্লিক নামে বছর ২০-র এক তরুণী। ২০১৯ সালের ১৬ আগস্ট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের

কাছে বাজ পড়ে মৃত্যু হয়, বছর ৩৫-এর সুবীর পালের। তিনি দমদমের বাসিন্দা। এছাড়া আহত হয়েছিলেন আরও ১৬ জন। ওই একই দিনে ২০১৯ সালের ১৬ আগস্ট বাজ পড়ে মৃত্যু হয় রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা বছর ৫২-র অপর্ণা মণ্ডলের। সেই সময়ে বাড়ির উঠানে বসে ছিলেন অপর্ণা। তখন বাজ পড়ে। উঠানেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। ২০২৩ সালের ৯ জুন ধাপায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় পালানি মন্ডল (২৪) এবং কাজলা নস্কর (৫৪) নামে দুই মহিলার। একইসঙ্গে গুরুতর জখম হন সন্ন্যাসী মন্ডল নামে বছর ৬০-এর এক ব্যক্তি। প্রসঙ্গত, শনিবার বেলা গড়াতেই আকাশ কালো করে ব্যাপক বৃষ্টি নামে কলকাতায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি। বৃষ্টি পাবে কলকাতাও। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। নতুন করে দ্বিতীয় ঘূর্ণাবর্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে চলেছে কাল রবিবার। মঙ্গলবারের মধ্যে এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। ৪ বা ৫ সেপ্টেম্বর এই নিম্নচাপ সক্রিয় হলে ওড়িশা উপকূলে ভারী বৃষ্টি ঘটাবে। তার প্রভাবে শনিবার থেকে মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস সর্বত্র। রবি ও সোমবার বেশি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। কলকাতাতেও দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস।

উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে মৃত্যু হল ছাত্রের, অসুস্থ দুই ছাত্রী

বনস্পতি দে, হুগলি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলি জেলায়। রিষড়া বিধান চন্দ্র কলেজের পড়ুয়া মৃত ছাত্রের নাম রাহুল ঠাকুর। ওই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন রাহুল। শনিবার উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজে সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন রাহুল। হঠাৎ করে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে ছাত্রটি অসুস্থ বোধ করেন। উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষের গাড়ি করে তাঁকে প্রথমে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেখান থেকে ছাত্রকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরাও একই কথা বলেন। এরপরই ছাত্রের কলেজে খবর পাঠানো হয়। উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজে ও মৃত ছাত্রের সহপাঠীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, আর পাঁচজনের মতো পরীক্ষার হলে ঢুকেছিলেন রাহুল। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর লেখাও শুরু করেন। পরীক্ষা চলাকালীন হঠাই সে অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। তাঁকে পরীক্ষার কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর রক্তচাপ মাপা হয়, ওআরএসের জল খাওয়ানো হয়। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরীক্ষার কেন্দ্রে বসে ওই ছাত্র জানান, যে তাঁর হৃদপিণ্ডের সমস্যা রয়েছে। আগে একবার তাঁর বাইপাস সার্জারিও হয়েছে। তখনই তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেখানে নিয়েও যাওয়ার পর চিকিৎসক তাঁর ইসিজি করেন। তারপর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। শনিবার উত্তরপাড়া কলেজে পরীক্ষা দিতে আসা আরও দুই ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদেরকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ সুদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, ‘রিষড়া বিধান কলেজের ছাত্র আমাদের কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পরীক্ষা চলাকালীন ছাত্রটি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ ছাত্রটিকে পরীক্ষার কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক ভাবে প্রেসার মাপা ও ওআরএস দেওয়া হয়। তখন ছাত্রটি জানান ওঁর হার্টের সমস্যা রয়েছে। বাইপাস হয়েছিল একবার। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সিদ্ধান্ত নিই। স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ইসিজি করালে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষনা করেন।’ অন্যদিকে বিধান চন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল রমেশ কুমার বলেন, ‘উত্তরপাড়া কলেজের এক অধ্যাপক আমাকে ফোন করে জানান আমাদের কলেজের এক ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তারপর জানতে পারলাম ছাত্রটির মৃত্যু হয়েছে। ছাত্রটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স নিয়ে পড়ত। সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা ছিল শনিবার। মৃত্যুটি খুব দুর্ভাগ্যজনক। কী ভাবে অসুস্থ হয়েছে তা উত্তরপাড়া কলেজ বলতে পারবে। ছাত্রটির পরিবারের পাশে আমরা আছি।’

উলুবেড়িয়ার আশাভবন সেন্টারে নতুন শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করলেন সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য উলুবেড়িয়ার আশাভবন সেন্টারে নতুন শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করলেন সাংসদ সাজদা আহমেদ। শনিবার উলুবেড়িয়ার আশা ভবন সেন্টারে সাংসদ সাজদা আহমেদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য নব নির্মিত শ্রেণী কক্ষটির দারোদঘাটন করেন

সাংসদ সাজদা আহমেদ। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপেন সেন্টার ফর গার্লস প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে যেসব পিছিয়ে পড়া ড্রপ আউট শিশু আছে তাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং ১৪ বছরের ঊর্ধ্বে যাদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা যাবে না তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করার একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এদিন সাজদা আহমেদ কারিগরী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজনকে শংসাপত্র তুলে দেন এবং একটি বৃক্ষরোপণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আশা ভবন সেন্টারের ডিরেক্টর জনমেরী বারুই, অরুনিমা জাসু প্রমুখ। সাংসদ জানান, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য কাজ করতে তিনিও দায়বদ্ধ। আশা ভবন সেন্টারের শিশুদের মুখের হাসি দেখে বোঝাই যায় যে তারা এখানে কতটা ভাল আছে। এর আগে সাংসদ তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে আগামী দিনেও যে কোনও প্রয়োজনে তিনি আশা ভবন সেন্টারের পাশে থাকবেন।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে যুবকের পরিবারকে পুলিশের সমন, মহিলার বাড়ি ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বন্ধুর মায়ের সঙ্গে রয়েছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। অভিযোগ উঠেছিল এমনই। বিতর্কের মধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় এক যুবকের। এর জেরেই এবার মহিলার বাড়িতে ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত ১১ মার্চ অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় হুগলির পোলবার মনিপুর গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত মালিকের। যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় পুকুর পাড়ে। তারপরেই প্রকাশ্যে আসে ওই যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাঁরই এক বন্ধুর মায়ের। যার জেরে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগে থাকত। ওই মহিলার ভাসুরের অভিযোগ, তাঁদের ধানজমির বীজ তলা নষ্ট করে দিয়েছিল ওই যুবকের পরিবার। ঘটনার পর তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন, হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হন। শনিবার পোলবা থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার ওই পরিবারের বাড়িতে থানায় দেখা করার সমন নিয়ে যান। তাতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে যুবকের পরিবার ও প্রতিবেশীরা। মুহূর্তেই তাঁরা চড়াও হন ওই মহিলার বাড়িতে। চলে ভাঙচুর। লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি চার চাকা গাড়ি, একটি বাইক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পোলবা থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দেয়। এখনও সেখানে চলছে পুলিশি টহল। তদন্তও শুরু হয়ে গিয়েছে।

দুষ্কৃতীদের তোলাবাজির প্রতিবাদ ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দুষ্কৃতীদের লাগাতার তোলাবাজি, হুমকি এবং নানা ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার রাস্তায় নামলেন এলাকার ব্যবসায়ীরা। হুমকি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শনিবার দোকানপাট সব কিছু বন্ধ রেখে আরামবাগ -কলকাতা রাজ্য সড়কে জমায়েত করেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা অবরোধের হুমকি দেন। পুলিশের অনুরোধে অবশ্য তাঁরা অবরোধে নামেননি। ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে হরিণখোলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ হাজারি এলাকায় আসেন। যারা অপরাধমূলক এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন প্রধান। এরপরই ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ তুলে নিয়ে দোকানপাট খোলেন। যদিও তাঁরা হুমকি দেন, প্রধানের আশ্বাস মতো তোলাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে অদূর ভবিষ্যতে বড় আন্দোলনের পথে নামবেন।

বন্দীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য পাঁচলায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ জেল হেফাজতে থাকা এক বন্দীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো হাওড়ার পাঁচলা থানার জয়নগর সর্দারপাড়ায়। ঘটনায় শনিবার সকালে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনতা পাঁচলার জয়নগর সর্দার পাড়ায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় ঘন্টাখানেক পথ অবরোধ চলার পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সরদার পাড়ার বাসিন্দা সোমনাথ সরদারের (২৫) নামে পাঁচলা থানায় একটি পুরানো মামলা ছিল। মঙ্গলবার রাতে সেই মামলায় পুলিশ সোমনাথকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর বুধবার তাকে হাওড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে জেল হেফাজতে থাকাকালীন শুক্রবার দুপুরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন সোমনাথ। তাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সোমনাথের মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পাঁচলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় ঘন্টাখানেক বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়।

ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লক, ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রেলওয়ে ব্যবস্থার নিরাপদ ও দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করতে ট্র্যাক, সিগন্যাল এবং ওভারহেড ইলেকট্রিফিকেশন এর পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপাদানটির নিয়মিত এবং পদ্ধতিগত রক্ষণাবেক্ষণ বিঘ্ন এবং বিলম্ব রোধ করতে সাহায্য করে, ট্রেনগুলিকে সময়সূচী অনুযায়ী চালানো নিশ্চিত করে, ট্রেন পরিচালনার সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতায় অবদান রাখে। রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে, হাওড়া- বর্ধমান চর্ড, হাওড়া-ব্যান্ডেল- নৈহাটি, বর্ধমান-হাওড়া এবং খনা-গুমানি বিভাগে ৩.৭.২০২৩ (রবিবার) তারিখে হাওড়া বিভাগে সমন্বিত মেগা ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৫০ শয্যা বিশিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন উলুবেড়িয়ায়

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন হলো উলুবেড়িয়ায়। শুক্রবার উলুবেড়িয়ায় বাজারপাড়ায় ও টি রোডের ওপর সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বৃন্দের পরিচালনায় পরিচালিত হবে এবং সাধারণ তথা নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য সামান্য খরচে ভালো পরিসেবা প্রদান করা হবে বলে জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

ডঃ সেখ মহ. সাবির ও ড. খান উবায়দুল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচলার বিধায়ক গুলশান মল্লিক, বর্ষীয়ান পীরসাহেব সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আর কাদেরী, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলী, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক, পৌরমাতা শুক্লা ঘোষ, তানভি নিযাম মোল্লা, কর্মাধ্যক্ষ সেখ মুরাদ আলী, সাগর কয়াল প্রমুখ।

চুঁচুড়ায় মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের সেমিনার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে শনিবার হুগলি জেলার চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে মিশন নির্মল

বাংলা প্রকল্পের উপর এক কর্মশালা তথা সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলাশাসক, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বৈদ্যবাটি ও হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্মল মিশন বাংলার ডাইরেক্টর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই কর্মশালায় ভূগর্ভস্থ জলকে সঠিকভাবে ব্যবহার আবর্জনা থেকে প্লাস্টিক আলাদা করা পচনশীল দ্রব্য থেকে জৈব সার তৈরি করা মশা যাতে জন্মাতে না পারে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপর এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় হুগলি জেলার ২০৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ বিডিও সহ সরকারি কর্মীবৃন্দ এবং আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালায় রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য শৌচ মুক্ত জেলা হিসাবে গড়ে তোলা। সরকারি সেবকদের সাথে সাধারণ মানুষকে কিভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যুক্ত করে শৌচমুক্ত জেলা হিসাবেই শুধু নয় মানুষ যাতে আগামী দিনে জল সংকটের মধ্যে না পড়ে, এবং ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো সংক্রমণজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে সেই সচেতনতা গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যেই এই কর্মশালার আযোজন। তিনি জানান এই কর্মশালা রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় করা হবে যাতে শৌচ মুক্ত পরিবেশে বসবাস করা ছাড়াও মশা বাহিত রোগ জীবাণুর সংক্রমণ থেকে মানুষ মুক্ত থাকে।

হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে বস্ত্র মেলার আয়োজন, আপত্তি তুললেন বিজেপি নেতা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার বিজয়ানন্দ পার্কে আসন্ন শারদীয়া উপলক্ষ্যে এক মাসব্যাপী যে বস্ত্র মেলার আয়োজন করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাল বিজেপি। শনিবার বিজেপির হাওড়া সদরের সম্পাদক অজয় মান্না দাবি করেন বিজয়ানন্দ পার্কের মতো ঘন জনবসতি এলাকায় এক মাসব্যাপী বস্ত্র মেলা চললে তাতে অসুবিধায় পড়ছেন স্থানীয় মানুষ। এক মাস ধরে মেলা চললে মাঠে আসা প্রাতঃভ্রমণকারীরা সমস্যায় পড়বেন। ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করতে পারবে না। মাইক বাজলে বয়স্ক প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যা হবে। অবিলম্বে প্রশাসনকে এই নিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেন তিনি। অজয় মান্না বলেন, হাওড়া পুরনিগম এলাকার ২৪ নং ওয়ার্ডের বিজয়ানন্দ পার্কে খবর নিয়ে দেখা গেল ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে একটা বস্ত্র মেলা হবে। এই সরকারের খেলা, মেলা ছাড়া আর কিছুই কাজ নেই। মেলায় আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে মেলা করা উচিত মানুষের অসুবিধা যাতে না হয় তা দেখে। এই একালাকাটি ঘন জনবসতিপূর্ণ। এখানে মেলার ফলে আগামী এক মাস ধরে এই মাঠে এলাকার মানুষের প্রাতঃভ্রমণ, বাচ্ছাদের খেলাধূলা সব বন্ধ হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি ১ মাস ধরে লাগাতার মাইক বাজানোর ফলে স্থানীয় স্কুল ছাত্রছাত্রীদের এবং বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষের অসুবিধা হবে। রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ মানুষের অসুবিধা যাতে না হয় তা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করেছে বলে বিজেপির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু বৃত্তিমূলক উন্নয়ন বোর্ডে শিখ, ক্রিস্টান সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করেছে বলে বিজেপি অভিযোগ করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আজ এবিষয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে সংখ্যালঘু বৃত্তিমূলক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে। শিল্পক্ষেত্রের প্রয়োজন মূল্যায়ন করে সেই অনুযায়ী সংখ্যালঘু যুবকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুপারিশ করবে এই বোর্ড। তবে আশ্চর্যজনকভাবে সরকার শুধুমাত্র উর্দুভাষী সংখ্যালঘু মুসলিমদের এই বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেছে। শিখ, ক্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন এবং পারসি সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য প্রার্থীদের উপেক্ষা করা হয়েছে। শ্রী অধিকারী রাজ্যপালের কাছে অবিলম্বে এইবিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং এই বোর্ডে সব সম্প্রদায়ের সদস্যের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৭৪ সংখ্যা, রবিবার, ১৬ ভাদ্র, ১৪৩০

ইণ্ডিয়া জোটের কমিটিতে থাকলেন না রাহুল

সম্পাদকীয়

ইণ্ডিয়া জোটে কংগ্রেস থাকলো বটে। কিন্তু রাহুল ১৪ সদস্যের কমিটিতে থাকলেন না। তাঁকে থাকার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সদস্যদের কমিটির মধ্যে থাকাটা একেবারে অপচ্ছন্দ করতে শুরু করেন প্রথম থেকেই। তিনি বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁকে যেন ১৪ সদস্যের কমিটিতে রাখা না হয়। তাঁর আবার ভারত জোড়ো অভিযান রয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। তাতে তিনি ব্যস্ত থাকবেন। তবে ইণ্ডিয়া জোটের ব্যাপারে তিনি সম্মতি দান করবেন বলে জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের মতো রাজ্যে আসন বন্টন নিয়ে মত বিরোধ হতে পারে। তবের রাজ্যের বিধানসভায় তারা জোট করছে না। কেবল মাত্র লোকসভা নির্বাচনের দিকে চেয়ে জোট করছে। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন আসন বন্টন নিয়ে কথা বলতে। সেই সময়ে জেডিইউ এর রাজীব রঞ্জন সিংহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস যেন অন্য রজ্যে গিয়ে তাদের প্রার্থী না দেন। তাতে উষ্মা প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনগণনা নিয়ে মমতার সঙ্গে নীতীশের মথপার্থক্য ধরা পড়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়া জোটের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে এখন ব্যাটন চলে গিয়েছে আরবিন্দ কেজরিওয়াল, নীতীশ কুমার এবং কংগ্রেসের হাতে। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস রাহুল গান্ধির পাশে বসে থেকেও কোনও রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনও প্রার্থী দিতে পারবে না এই সিদ্ধান্ত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে নেত্রী বিরাগ হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস এখন আঞ্চলিক দল। কংগ্রেস সর্বভারতীয় দল। যার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে রাজি নয়। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী চেয়েছিলেন তিনি তিনি ইণ্ডিয়া জোটের ব্যাটনটা ধরবেন। কিন্তু তা হল না। ইণ্ডিয়া জোটের ব্যাটন চলে গেল কংগ্রেস, আম আদমি এবং নীতীশ কুমারের হাতে। যার ফলে শূন্য হাতে ফিরতে হল তৃণমূলকে। ১৪ সদস্যের কমিটিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। কিন্তু এই ১৪ সদস্য দল যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তারপরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অতিরিক্ত লাভ করার যে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন নেত্রী সেটা তিনি করতে পারলেন না। রাজ্য স্তরে সমঝোতা করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হবে। রাজ্য সিপিএম এবং কংগ্রেস দল এখন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে পারছে না। এদিকে রাহুল গান্ধি ১৪ দলের সদস্য কমিটিতে না থাকলেও তিনি মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে প্রচার করার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং বাম দলের সঙ্গে তৃণমূলের সমঝোতা নাও হতে পারে। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে চলবে না রাজ্য কংগ্রেস। কেবল এবং বাংলায় বাম দল একক শক্তি নিয়ে লড়াই করবে। সেখানে সমঝোতা হওয়া একেবারে অসম্ভব। যে রকম পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা সেখান থেকে মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা খুবই কঠিন।

ইউক্রেন নিয়ে রুশ মর্কিন সম্পর্ক

রাশিয়ার তেল গ্যাস কিনছে না ইউরোপের কোনও দেশ। এখন বাজি জেতার তাসটা আমেরিকা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। নিলামে ইউক্রেনকে চড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। ইউক্রেনবাসী মরে গেলে তাদের কোনও ক্ষতি নেই। ইউক্রেনের শহরগুলি ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু ইউক্রেনের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গবেষণাগারগুলির ক্ষতি যাতে না হয় তার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা এবং রাশিয়া। বলা হচ্ছে ইউক্রেনের গবেষণাগারে জৈব অস্ত্র রয়েছে। সেখান থেকে করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা তার তথ্য কেউ জোগাড় করতে পারছে না। চিনের উহান প্রদেশের ওপরে দোষ চাপানো হয়েছে বটে। কিন্তু এখন তা ক্রমশ প্রকাশ্য। উহান এবং ইউক্রেনের গবেষনাগার থেকে করোনা ভাইরাস বিস্ফোরণ হয়েছিল কিনা তার কোনও খবর এখন প্রকাশিত হয়নি। এদিকে আমেরিকা ইউক্রেনের জৈব অস্ত্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করতো বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে জৈব বিস্ফোরক এবং ভাইরাস জীবাণু বিস্ফোরক রয়েছে তা আমেরিকা এবং রাশিয়ার জানা রয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এ ব্যাপারে খোলাখুলি কোনও আলোচনা করেননি বা তিনি ভিডিও বক্তব্য রাখেন নি। ইউক্রেন যুদ্ধটা হঠাৎ করে দানা কেন বাঁধল তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করতে শুরু করে দিয়েছেন যুদ্ধ বিশারদেরা। তারা মনে করছেন এই যুদ্ধ তৈরি হওয়ার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে। যাকে ধামা চাপা দিতে চাইছে রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়ই। তারা ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেন যদি আগামি দিনে মুখ খুলতে শুরু করে তাহলে কিন্তু সব গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। সেই কারণে সব প্রমাণ একেবারে লোপাট করে দাও। ইউক্রেনে প্রেসিডেন্টকে উস্কানি দিয়ে পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছিল তার কোনও উত্তর মেলাতে পারছে না। কেন নেটো বাহিনী চুপ করে বসে থাকলো পোলাণ্ড রুমানিয়া হাঙ্গেরী সীমান্তে তার কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। তবে কি রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে একটি বোঝাপড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল আগে থেকেই? তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। কিভের পতন হলে আমেরিকা কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটাই খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে যুদ্ধ বিশারদেরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে আবার রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ব্যবসাগত ভাগাভাগি হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া এখন থেকে ইউক্রেনের শাসন ব্যবস্থার ওপরে খবরদারি করতে থাকবে। আর আমেরিকা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি করতে থাকবে। সেই কারণে আমেরিকার শিল্পপতিরা তাদের প্রশাসনকে ইউক্রেনের ব্যাপারে কোনও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে একেবারে মানা করছে। রাশিয়া কিভ দখল করে জেলেনস্কি সরকারের পতন ঘটাক। তারপর দেখা যাবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

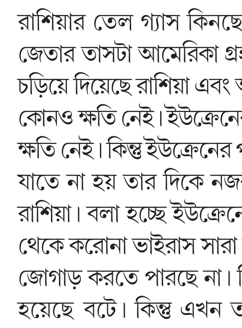

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না......

কালী সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ জানতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে।

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে চাই বর্তমানের মেলবন্ধন

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রাচীন কালের বৈদিক ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন চাই। বৈদিক যুগে ভারতের রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মেলবন্ধন থাকলে সেখানে কিন্তু ধর্ম প্রধান হয়ে ওঠেনি। 'রামায়ণ' 'মহাভারতে' আমরা দেখতে পেলাম জনগণের রায়ের ওপরে রাজনীতিটা নির্ভর করছে। অযোধ্যার শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় মেরুকরণ শুরু করলেন ব্যাপকভাবে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তিনি ধর্মকে সমানে রেখে সাজাহান থেকে শুরু করে তাঁর ভাইদের কোতল করলেন। সিংহাসন কোনও অধিকারীদের বাঁচিয়ে রাখ লেন না। কিন্তু বৈদিক যুগে ধর্ম শুধু মাত্র তার নিজস্ব গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল। সেটা কিন্তু শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে যায়নি। আজকে শাসন ব্যবস্থায় ধর্ম যেভাবে গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে রাজধর্ম লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। ভারতের সংবিধানের সর্থ হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ। সেটাকে বজায় রাখার দিকে সবার নজর দেওয়া উচিত। যদিও ভারতের চারদিকে ঘিরে থাকা দেশগুলি ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করছে এবং তা মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল। সেই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নীতি ত্যাগ করে এখন ধর্মীয় নীতিকে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে সেখানে ধর্মীয় সংঘাত দেখা দিচ্ছে। ভারতে এতকাল ধরে কোনও ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেয়নি। যদি মাঝে মধ্যে জাতি দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত হয়ে সেই জাতি দাঙ্গাকে রোহিত করেছে। মধ্য প্রাচ্যের ধর্মীয় প্রভাব ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মৌলবাদী সংগঠন। যাদের কাজ হচ্ছে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করা। ধর্ম দিয়ে মানব সভ্যতাকে শাসন করা। যার ফলে বহু দেশের মানুষ বিজ্ঞান উন্নত হলেও তারা তাকে গ্রহণ করতে পারছে না। অন্ধকারে মধ্যে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব ধর্ম বিশ্বাসী দেশগুলি চন্দ্রাভিযানকে তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে আচরণ বলে মনে করে থাকে। ধর্ম সত্য। বিজ্ঞান মিথ্যা- এই বাক্যকে তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করে। বিজ্ঞানকে পরাস্ত করতে ধর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। সেই কারণে আজকের যুগে ধর্মের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মেলবন্ধন চাই। যুক্তি বিজ্ঞানকে সমানে রেখে ধর্মীয় মেল বন্ধন খুবই প্রয়োজন।

ধর্ম একটি স্থান স্থির হয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান সব সময়ে সত্যকে প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞান ধর্মকে গ্রাহ্য করে না। সত্যকে গ্রাহ্য করে থাকে যা সত্য তাই বিজ্ঞান হওয়া উচিত। বিজ্ঞান সত্য সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। আর ধর্ম তার অতীত অনুশাসন দিয়ে মানুষকে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। যদিও আজকে তাতে বহু পরিবর্তন এসেছে। ধর্মের আধার থেকে তরুণ সমাজ ক্রমশ বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। ভারতের চারপাশে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ধর্মকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার প্রভাব ভারতের ওপরে পড়তে শুরু করেছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ তৈরি করতে শুরু করেছে ভারতের তরুণ সমাজ। ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে চিড় ধরতে শুরু করেছে। শিক্ষা যত বেশি করে এগিয়ে আসতে থাকবে ততই ধর্মের অন্ধকার দিকগুলো ক্রমশ দূর হতে থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ কোনও সময়ে তাঁর লিখিত গ্রন্থে ধর্মকে বিশ্বাস করে চলার কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, ভারতকে জানতে গেলে ভারত পর্যটন করতে হবে। ভারতীয় সভ্যতার অতীতের সন্ধান করতে হবে। ধর্ম মানুষকে বিকশিত করতে সাহয্য করবে। তাকে অন্ধকারে ফেলে রাখার চেষ্টা করবে না। গেরুয়া পোশাক পরা মানেই হল ত্যাগকে গ্রহণ করা। মানুষের মনের মধ্যে যে পাঁচটি রিপু রয়েছে তাকে লুপ্ত করা। গেরুয়া পোশাক পরে থাকা ব্যক্তি কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিনিধি নন বলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করতেন। গেরুয়া রং হচ্ছে ত্যাগের প্রতীক। জীবনে যিনি মোহকে ত্যাগ করতে পেরেছেন তিনিই গেরুয়া পোশাক পরার অধিকারী। বর্তমান ভারতে এখন চলতে শুরু করে দিয়েছে ধর্মীয় মেরুকরণ। বিজেপি দল কেন্দ্রীয় সরকারের মসনদে বসেই অযোধ্যায় রাম মন্দির স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। বহু দিন ধরে চলতে থাকা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মামলা এবং সেখানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে ধরনের একটি উত্তেজনা মানসিকতা ভারতবাসীরা এতকাল ধরে বহন করে এসেছিল তার পরিসমাপ্ত হল বলা যেতে পারে। অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণকে মান্যতা দিতে শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের প্রায় অধিকাংশ নাগরিকেরা। বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে রাম মন্দির নির্মাণ করাটাকে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছিল। আসলে মন্দির নির্মাণ করাটাই ছিল বিজেপির মূল লক্ষ্য। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার রাম মন্দির নির্মাণ করতে সাহস দেখায়নি বটে। তবে মোদি সরকার সেই

সাহস দেখিয়ে রাম মন্দির অযোধ্যা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামদের স্বীকৃতি সেখানে দেওয়া হয়েছে। একটি ধর্মীয় ব্যালেন্স তৈরি করেছে মোদি সরকার। তার ফলে ইসলাম থেকে কোনও রকমভাবে বিরোধিতার সুর শুনতে পাওয়া গেল না। এখানে বিরাট জয় হয়ে গেল মোদি সরকারের। কিন্তু বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে বারবার আঘাত দেওয়া শুরু হয়েছিল। মানুষকে ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে নাকি ধর্মকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে দুটো দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাংলায়। একদল ধর্মকে বিশ্বাস করে সমাজ পরিচালনা করতে চায়। আবার আর একটি দল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যুক্তি দিয়ে ধর্মকে বিচার করতে চায়। লড়াই শুরু হয়ে যায় রক্ষণশীল বনাম উদারপন্থীদের মধ্যে। আস্তিক এবং নাস্তিকের মধ্যে মানসিক দ্বন্ধ দেখা দিতে থাকে। একটি দল ধর্মীয় শাস্ত্রকে অনুসরণ করে সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে চায়। আর একটি দল ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে গ্রহণ করতে চায়। তার ফলে বাংলার নবজাগরণের সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রক্ষণশীল ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আধুনিক যুক্তিবাদীদের মধ্যে তীব্র লড়াই। রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন পুরাণ, বেদ বেদান্তগুলিকে যুক্তি বিজ্ঞানের আতস কাছে ফেলে তাদেরকে যাচাই করতে। আর সেটা করতে গিয়ে রামমোহনকে বহু সময়ে হেনস্থার শিকার হয়েছেন। হেনস্থা হয়েছিলেন ডিরোজিও। সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হয়েছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি একেবারে ধর্মের শিকড় ধরে নাড়াচাড়া করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ডিরোজিওকে রক্ষণশীলেরা পরাস্ত করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি হিন্দু ছিলেন না বলে। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না সেটা বলা একেবারে অসম্ভব। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু ধর্মের এমন কয়েকটি প্রথা চালু রয়েছে যা মানবজাতির জীবনের উন্নয়নের অন্তঃস্রায়। সেই কারণে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' বাহিনী প্রস্তুত করে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করতে নামেন। ডিরোজিও খ্রীস্টান ধর্মের লোক হলেও তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে বেশি মাতামাতি এটা রক্ষণশীল হিন্দু মেনে নিতে পারেনি। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি আধুনিক জীবনবোধের একেবারে অন্তরায় বলে বিশ্বাস করতেন রাজা রামমোহন রায়ের পাশাপাশি ডিরোজিও।

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন আবার তিনি বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আস্তিকও ছিলেন। তিনি উপবীত ত্যাগ করেননি। তিনি চণ্ডীপাঠ করতেন না। কিন্তু তিনি পিতা মাতাতে দেবদেবী রূপে পুজা করতেন। দেদেবী পুজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। রামকৃষ্ণদেব বিদাসাগরকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসতে পারেননি। আর দক্ষিণেশ্বরে যাও.ার কোনও ইচ্ছা বিদ্যাসাগরপোষন করেননি। বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রাহ্মণ সমাজ। কারণ বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্মের নাড়ি নক্ষত্র জানতেন। হিন্দু শাস্ত্রের কোনওখানে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজের একটি সুবিধাবাদী শ্রেণিরা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছে সেই রাস্তাটাকে একেবারে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হন। ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বের করে দিতে সাহস দেখিয়েছিল তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবারের কর্তারা। কিন্তু সেই অস্ত্র বিদ্যাসাগরের ওপরে প্রয়োগ করতে পারেন নি। তার একটি মাত্র কারণ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পণ্ডিত শুধু নন, হিন্দু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ বটে। তার ফলে কট্টর হিন্দুপন্থীরা বিদ্যাসাগরকে সংস্কার আন্দোলন থেকে বিরত করার চেষ্টা করে। বিদ্যাসাগর একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে উঠে আসা সংস্কৃত পণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ। রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বহুবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি আক্ষেপ করতেন বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বরে না আসার জন্য। বিদ্যাসাগর প্রকৃত কর্মকে ধর্মের চেয়ে বেশি নম্বর দিতে চান। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবন কর্মকে। সারা জীবন ধরেই কর্মের সাধনা করে এসেছেন। বাংলার নবজাগরণ সুফল এখন আর বাংলায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আবার সেই মন্দির, মসজিদ ও গির্জার ভরসা স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি আগামী দিনে বিশেষ করে বিজ্ঞানের যুগে গোটা ভারতবাসীরা একেবারে উল্টো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দেবে? মেরুকরণের রাজনীতি এখন রাজার নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ লিখেছেন, "আমি কেন আস্তিক বা আমি কেন নাস্তিক, এই চিরন্তন বহু আলোচিত, বহু সংজ্ঞায়িত, বহু বিতর্কিত এবং পরিশেষে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো সত্ত্বেও এই আপ্তবাক্যগুলি নিয়ে আলোচনা এবং প্রতি-আলোচনার ঝড় থামেনি আজও। নাস্তিক হতে গেলে তার পিছনে কিছু যুক্তি থাকে। আর আস্তিক হওয়ার পিছনেও যুক্তি থাকে। ধর্মকে যুক্তির আলোকে না দেখাই হচ্ছে অন্ধ বিশ্বাস। সেখান থেকে মানুষ এখন রেহাই পায়নি। ধর্মদূষিত হতে শুরু করে তখনই যখন ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস প্রাধান্য লাভ করে। সতীদাহ প্রথার প্রতি যে অন্ধ বিশ্বাস বহু যুগ ধরে ভারতের মানুষেরা করে এসেছে তা কিন্তু চিরস্থায়ী হয়নি। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে তাকে পরাস্ত করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি দেখিয়ে ছিলেন সতীদাহ প্রথা কিন্তু ধর্ম বিরোধী সিদ্ধান্ত বা নীতি। তারপরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতের অন্যতম সংগ্রামী শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রোধ তো করে গেলেন। কিন্তু এখন ঘরের মধ্যে যেসব বিধরা থাকলে শুরু করে দিল তাদের ভবিষ্যত গড়ে দেবে কে? সতীহাদ প্রথা বন্ধ হওয়ার ফলে বিধবাদের চিতাতে আর জ্বলতে হল না। কিন্তু তারা নিজ ঘরে একটি কোনে স্থান লাভ করলো। একাদশী থেকে শুরু করে অমাবস্যা সব কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতে হতো যা ধর্মের অনুশাসনে রয়েছে। তার ওপরে বিধবা যদি অল্প বয়সের সুন্দরী মহিলা হয় তাহলে আর কথাই নেই। তখন এই সব সুন্দরী বিধবা সমাজপতিদের বা ক্ষমতাবানদের খাদ্যে পরিণত হল। বিদ্যাসাগর এই দিকটা বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় যেখানে তাঁর কাজের সমাপ্ত করেছিলেন সেখান থেকেই বিদ্যাসাগর তাঁর কাজ শুরু করেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণ করে মহিলাদের মুক্তি দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। আর নিজ ঘরে অত্যাচারিত বিধবাদের মুক্তি দেওয়ার পথটা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি নারী শিক্ষার প্রসারের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। বহু বিবাহ প্রথা রোধ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু বহু বিধবা বিবাহ রোধ করার ব্যাপারে তাঁর আন্দোলন খানিকটা থমকে গিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের কারণে। ইংরেজ সরকার ভয়ে কোনও ধর্ম নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করতে শুরু করে। আমরা দেখতে পাবো যে রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর বিজ্ঞান চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানই পারে ধর্মীয় কুসংস্কারগুলোকে সমাজ থেকে বহিস্কার করতে। বিজ্ঞান নিয়ে যত চর্চা বৃদ্ধি পাবে ততই প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে এসে আঘাত পড়বে।

'এক দেশ এক ভোট' খতিয়ে দেখতে কমিটি

'এক দেশ এক ভোট' খতিয়ে দেখতে কমিটি তৈরি করলো কেন্দ্রীয় সরকার। এই কমিটিতে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এর আগে কেনও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে চেয়ারম্যান করে কোনও কমিটি গঠন করা হয়নি। বিজেপি বিরোধীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইণ্ডিয়া জোটের দিক থেকে নজর সরিয়ে দিতে বিজেপি দল এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এদিকে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। তারপরে রয়েছে লোকসভার নির্বাচন। এক একটি নির্বাচন পরিচালনা করতে গেলে কোটি টাকা ব্যয় হতে শুরু করে। সেই কারণে পাঁচটি রাজ্য এবং লোকসভার নির্বাচন এক সঙ্গে করা গেলে ব্যয় কম হবে। দেশের আর্থিক ক্ষতি কমতে থাকবে। এক দেশ এক ভোট করার কথা বহুকাল ধরে আলোচনা হতে শুরু করে দিয়েছিল সংসদে। রাষ্ট্রপতি কোবিন্দের থাকার সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এক দেশ এক ভোট করার পথ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্থিক অপচয় করতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কারণে এক দেশ এক ভোট করার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। তবুও বিজেপি দলের সভাপতি জেপি নড্ডা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত কথাও বলেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এ ব্যাপারে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। দেশের শীর্ষ আদালত এ ব্যাপারে কি বলতে চায় তা সবার জানা উচিত। বিজেপি দল বলতে শুরু করে দিয়েছে যদি এক দেশ এক ভাট হয় তাহলে আপত্তি কিসের। বারবার তো ভোট হচ্ছে না। ফলে কেন্দ্রীয় কোষাগারের আর্থিক অপচয় বন্ধ হবে। লোকসভা, রাজ্য সভা এবং বিধানসভার নির্বাচন যদি এক সঙ্গে করা যেতে পারে তাহলে দেশের আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে। বারবার ভোট করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে কোটি টাকার ওপরে খরচ হয়ে যেতে শুরু করেছে। সেই টাকা বাঁচিয়ে রেখে দেশের উন্নয়ন করা যেতে পারে। ১৯৬৭ সালে লোকসভা এবং রাজ্যসভার নির্বচন এক সঙ্গে হয়েছে। ১৯৮৩ সালে লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন এক সঙ্গে করার প্রস্তাব আসতে শুরু করে। ১৯৯৯ সালে আইন কমিশন একই সিদ্ধান্তের পক্ষে সায় দিয়েছিল। ২০১৪ সলে বিজেপি দল লোকসভার ইস্তাহারে 'এক দেশ এক ভোট' পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক দেশ এক ভোট এর ওপরে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। দেশের শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি কুরেশিও এক দেশ এক ভোটের পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে তাঁরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন যে ১৯৯৮ সালের মতো যদি ১৩ দিনের সরকার হয় তখন কী হবে? তাহলে কী আবার লোকসভা এবং রাজ্যসভার নির্বাচন হবে। ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলে তার কী হবে? এদিকে দিয়ে রাজনৈয়িক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করেছেন এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হলে রাষ্ট্রপতি তদারকি সরকার গড়তে পারেন। সেই তদারকি সরকার আগামি দিনে ভোট না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে এক দেশ এক ভোট হলে পিছনের দরজা দিয়ে বিজেপি দল কৌশল করে সরকার দখল করতে শুরু করবে। যেনতেন প্রকারে সরকার রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে ফেলে দিয়ে বিজেপি সরকার দখল করতে পারে। এক সঙ্গে দুটো ভোট চালু হলে একটি ভোটের ওপরে অন্যের ভোটের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এদিকে এক সঙ্গে লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভা ভোট করতে গেলে যতগুলি ইভিএম মেসিন দরকার তা কমিশনের কাছে নেই। এই আইন পাশ করাতে গেলে দেশের সংবিধানে বর্ণিত আইনকে পরিবর্তন করতে হবে। সবিধানের বর্তমান ধারায় দিয়ে এক সঙ্গে লোকসভা এবং রাজ্যসভা নির্বাচন করার কথা বলা নেই। আইন করে লোকসভা রাজ্যসভা এবং বিধানসভার নির্বাচন করার ব্যাপারে আইন পাশ করাতে হবে। এ ক্ষেত্র বিরোধী রাজ্যগুলি থেকে প্রবল আপত্তি দেখা দিতে পারে। রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবে না। এক দেশ এক ভোট করতে গেলে হাতে সময় রেখে করতে হবে। এত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব কারণ যেখানে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন বলতে গেলে একেবারে দোর গোড়ায়।

এখন আর ঠাণ্ডা যুদ্ধ নয়

এখন আর ঠাণ্ডা যুদ্ধ নয় বললেন চিনের চেয়ারম্যান শি জিনপিং। তিনি বলেছেন জলবায়ু এবং ভাইরাস নিয়ে লড়াই করতে হবে। আগামি দিনে বিশ্বের কাছে আর বেশি কঠিন সময় আসতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বে আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থা নাও থাকতে পারে। সেই কারণে এখন সব রাষ্ট্রকে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। সেই কারণে এখন আর ঠাণ্ডা যুদ্ধ নয়। আমেরিকার সঙ্গে চিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সময় থেকে চিন সুর বদলাতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের আগ্রাসী নীতির কোনও পরিবর্তন না করলে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলতে থাকবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিকবিদেরা। চিন বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা যুদ্ধ চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে ক্ষেপনাস্ত্র অস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে পেন্টাগনের। চিন ইতিমধ্যে সুপারহাইপারসনিক ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করে তাকে সারা বিশ্বে চক্কর দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর দিকে হানা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল এবং তাতে সফল হয়। ফলে চিনের ক্ষেপনাস্ত্র শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করা এবং তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও চিন কিন্তু খুবই গোপনে সেই সব মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে। চিন এখন পাকিস্তানকে দিয়েছে বহু আধুনিক অস্ত্র যেসব অস্ত্র দিয়ে তালিবানরা কাবুল দখল করতে পেরেছে। চিন এবং পাকিস্তানের সহযোগিতা না থাকলে কাবুলের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটত না। পাকিস্তান এবং চিন বুদ্ধি করেই তালিবানদের অস্ত্র সেনা দিয়ে সাহায্য করেছে। আমেরিকার সঙ্গে দোহাতে যে চুক্তি তালিবানরা করেছে সেখানেও পাকিস্তানের হাত রয়েছে। আমেরিকার সরকার

এবং তালিবানদের বাধ্য করা হয়েছে আলোচনায় বসতে। আমেরিকা সরকার তালিবানদের শত্রু বলে মনে করে না। আবার তালিবানরাও আমেরিকাকে এখন শত্রু দেশ বলে মনে করে না। একেবারে ভিয়েতনাম পলিসি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। ভিয়েতনাম আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে এবং নতুন ভিয়েতনাম গড়তে আমেরিকা যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। চিনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে প্রায় তিন ঘন্টার বেশি সময় ধরে ভিডিও বৈঠক করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছিল যে মনোমালিন্য নয়, বিভেদ ভুলে ব্যবসার বাণিজ্যে প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে আমেরিকা এবং চিনকে। তাইওয়ান বা হংকংয়ে চিনা আগ্রাসনের প্রসঙ্গে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যালাপ হলেও বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে আরও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এবারে একই সুর শুনতে পাওয়া গেল আমেরিকায় চিনের রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে। চিনের দূত বলেছেন, চিন এবং আমেরিকা এখন ঠাণ্ডা যুদ্ধের মনোভাবকে সরিয়ে ফেলে দিতে চায়। এখন একে অপরকে সহযোগিতা করতে চায়। চিনের সরকারি সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া এই খবর প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি আমেরিকার একটি গবেষণা সংস্থার অনলাইন সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন চিনের ওই দূত। তিনি সেখানে বলেছেন, তিরিশ বছর হয়ে গেল ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এই দুই দেশের উচিত ভাবাদর্শকে সমানে রেখে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বকে সরিয়ে রেখে মৈত্রী গড়ে তোলা। সময়ে ধারাকে বজায় রেখে এখন মানুষের কথা ভাবার সময় এসে গিয়েছে। শান্তির পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে দুই রাষ্ট্রকে। একই সঙ্গে শিন জানিয়েছেন যে এখন উচিত হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা। দুটো দেশ নিজেদের অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। কিন্তু এখন উচিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা। এর জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। অস্ত্র দিয়ে সেই কাজ করা যাবে না। মৈত্রী দিয়ে সেই কাজ করতে হবে।

কলকাতার ইতিহাস ঃ পিজি হাসপাতাল

কলকাতার পিজি (প্রেসিডেন্সি জেনারেল) হাসপাতাল তার নাম হচ্ছে ইন্সটিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ অ্যাণ্ড শেঠ সুখলালা কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল। ভারতের প্রাচীনতম হাসপাতাল। ১৭৭০ সালে এই হাসপাতালের দরজা খোলে। হাসপাতালের মূল ভবনটি তৈরি হয়েছিল ১৯০১-১৯০২ সালে। উডবার্ন ব্লক, প্রশাসনিক ভবন এবং ফিজিওথেরাপি ভবন নির্মাণ হয় ১৯০২ থেকে ১৯০৮ সাল। পিজি হাসপাতালের আড়ালে রয়েছে প্রথম প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল য়া ১৭০৭ সালে তৈরি হয়েছিল সেন্ট জেমস গীর্জার কাছে ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসে। আজকে পিজি হাসপাতাল দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অধিকাংশ জমিটা কিনে নেওয়া হয়েছিল সুইডিশ ধর্ম প্রচারক জন জাকারায়াস কিয়েরন্যাণ্ডারের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ১৭৬৯ সালে। শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালের নামকরণ হয় ১৯৫৪ সালে। এই হাসপাতাল থেকেই কালাজ্বর এবং ম্যালেরিয়ার ওপরে গবেষণা করে নোবেল পেয়েছিলেন স্যার রোনাল্ড রস। এসএসকেএম হাসপাতালের

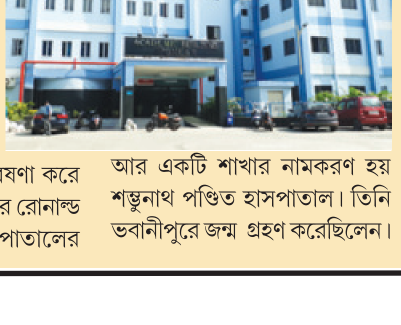

আর একটি শাখার নামকরণ হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল। তিনি ভবানীপুরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি। ১৮৬০ সাল পর্যন্ত তিনি বিচারপতি ছিলেন। ১৮৪০ সালে একটি সরকারি ঔষাধালয় ছিল ভবানীপুরে। ১৮৯৬ সালে সেই সরকারি ওষুধালয়টি উঠে আসে আরও একটি বড় ভবনে। তার নাম হয় সাউথ সাবার্নবান হাসপাতাল। ১৮৯৮ সালে সেটি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল নামে পরিচিত লাভ করে। আজকে কলকাতার অন্যতম সেরা হাসপাতাল হচ্ছে এসএসকেএম হাসপাতাল। আগে এই হাসপতালে শুধু মাত্র সাহেবরা ভর্তি হতে পারতো। কোনও ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। চিকিৎসা জগতে বহু সাড়া জাগানো অপারেশন করেছে এই হাসপাতাল। বিশেষ করে তখন ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধিকাংশ গবেষক চিকিৎকসেরা এখানে চিকিৎসায় অংশ গ্রহণ করতো।

নিজেই ফিতা ও কাঁচি এনে কলেজের লাইব্রেরি ভবন উদ্বোধন করলেন সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ নিজের সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়া অর্থে কলেজের লাইব্রেরী ভবনের উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। তার জন্য সাংসদ নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন ফিতা ও কাঁচি। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের উঁসিড় গ্রামে অবস্থিত সাঁওতালডি কলেজে। শনিবার দুপুরে পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এলাকার তথা পাড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নদীয়ারচাঁদ বাউরি সহ দলের অন্যান্য বিশিষ্টদের সাথে নিয়ে পৌঁছে যান সাঁওতালডি কলেজে। কলেজে পৌঁছে তিনি দেখেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কোনও ব্যবস্থা করেননি কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরপর সাংসদ বিধায়ক সহ অন্যান্যদের নিয়ে কলেজের প্রিন্সিপালের রুমের সামনে যান সাংসদ। প্রিন্সিপাল রুমের ভিতরে থাকলেও তার রুমের দরজা বন্ধ ছিল। এরপর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রিন্সিপালের রুমের দরজা খোলা হয়। তখন সাংসদ প্রিন্সিপালের সামনে গিয়ে জানতে চান যে, কলেজের জন্য ক্যান্টিন ভবনের আজ তো উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে তাই তিনি এসেছেন। প্রিন্সিপাল সাংসদকে উত্তর দেন, আজ কোনও উদ্বোধন হওয়ার কথা নেই তো। এমন শুনেই সাংসদ হতবাক হয়ে যান। তিনি প্রিন্সিপালের কাছে জানতে চান, আমি আজ এই কলেজে আসবো ও উদ্বোধন হবে সেই তথ্য আপনি জানেন না? প্রিন্সিপাল উত্তর দেন, না। এরপর সাংসদ বলেন, আমার সাংসদ তহবিল থেকে এই কলেজের ক্যান্টিন গড়ার জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং তা নির্মাণ করাও হয়ে গিয়েছে সেটা জানেন তো। কলেজের প্রিন্সিপাল নবনীতা দত্ত তাঁর উত্তরে সাংসদকে জানান, তাঁর জানা নেই। কারণ তিনি নতুন এসেছেন। এরপরই সাংসদের প্রিন্সিপাল বলেন, ঠিক আছে অন্য একদিন ঠিক করে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হবে ভবনটির। কিন্তু সাংসদ তাতে রাজি না হয়ে তিনি নিজেই ফিতা কাঁচি নিয়ে এসে তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থে নির্মিত ভবনের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন। তবে ক্যান্টিন ভবনের বদলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ ভবনটি লাইব্রেরী ভবনের কাজে লাগিয়েছে। এদিন সাংসদ সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করে বলেন, গত বছর ২০২২সালে এই কলেজ থেকে একটা আবেদন যায় আমার কাছে যে, এই কলেজে ক্যান্টিন ভবনের সমস্যা আছে তাই একটা ভবন তৈরি করে দিতে হবে। সেই মত আমার সাংসদ তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করা হয় ও তার কাজ ছয় মাসের মধ্যেই শেষ হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লোকাল বিধায়ক কিংবা সাংসদকে আর ডাকেন না। তিনদিন আগে আমাকে সূচনা দেওয়া হল যে আপনি আসুন ঐ দিন বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন হবে। আসার পর শুনলাম সেটা লাইব্রেরি হয়েছে। খুব ভাল জিনিস। পঠনপাঠনের আরো সুবিধা হবে। কিন্তু আসার পর দেখলাম উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা তো দূরের কথা গেট বন্ধ। প্রিন্সিপালের দরজা বন্ধ। সব স্টাফরা নিজের নিজের রুমে তালা বন্ধ করে আছে। আমি এদের মধ্যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান না করার আশঙ্কা দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলে বলা হয় আজ কোনও ভাবেই উদ্বোধন হবে না। পরে আমরা তারিখ জানিয়ে দেব। আমি বললাম এই রকম হয় না। উপর থেকে কি নির্দেশ রয়েছে যে, বিধায়ক সাংসদ তহবিল থেকে যে টাকা দেওয়া যাবে সেই টাকায় গৃহ নির্মাণ হবে অন্যান্য কাজ হবে, কিন্তু তাদের উদ্বোধনে ডাকা যাবে না। সামান্য সৌজন্যটুকু প্রিন্সিপাল দেখান নি। বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক। আজ পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসগুলিকে রাজনীতির আখড়া তৈরি করে দিয়েছে। এটা উপর থেকে নির্দেশ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস করাচ্ছে। এই রকম ভারতবর্ষের কোথাও হয় না, যে লোকাল সাংসদ-বিধায়কদের উদ্বোধনে বা এলাকার অনুষ্ঠানে ডাকা হয় না। কাদের ডাকা হয়, যারা ভোটে জিততে পারে না যারা কোনও জনপ্রতিনিধি নয়। তারা ডাক পায়। তাদের কলেজের মাথার উপর রাখা হয়। তাই আজ আমি নিজেই ফিতা কাঁচি এনে আমার সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়া অর্থের ভবনের উদ্বোধন করেছি। অন্যদিকে কলেজের প্রিন্সিপাল নবনীতা দত্ত বলেন, আমি নতুন এসেছি। আমার জানা ছিল না বিষয়টা। সাংসদ আসবেন উদ্বোধন করতে তাও তিনি জানতেন না বলে দাবি।

স্বর্নশিল্পে আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পুরুলিয়া ও রানাঘাটে ঘটে যাওয়া প্রকাশ্য দিবালোকে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা উস্কে দিয়েছে বছর দেড়েক আগে বাঁকুড়ায় ঘটে যাওয়া প্রকাশ্য দিবালোকে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা। বাঁকুড়ার মতই প্রায় একই কায়দায় পুরুলিয়া ও রানাঘাটে সোনার দোকানে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সোনার গহনা নিয়ে পালায় ডাকাতের দল। পুরুলিয়া ও রানাঘাটের ডাকাতির পরই সারা বাঁকুড়া জুড়ে স্বর্নশিল্পীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুজোর মুখে তারা নিজ নিজ দোকানের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দোকানে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সিসিটিভি লাগানো সত্ত্বেও দুস্কৃতীরা আগেভাগেই ক্যামেরা ভেঙে দিয়ে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাঁকুড়া সদর থানায় এদিন এক আলোচনা সভা বসে। সদর থানার আইসি প্রতিটি দোকানে সিসিটিভি লাগানোর পাশাপাশি সোনার দোকান অধ্যুষিত এলাকায় সিসিটিভি লাগানোর পরামর্শ দেন। বাঁকুড়া স্বর্নশিল্পী সমিতির সম্পাদক দামোদর দে জানান, সোনার দোকানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে শহরের বেশকিছু দোকানে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। যে সব দোকানে ক্যামেরা নেই সেইসব দোকানে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। নতুন করে আরও কিছু ক্যামেরা লাগানো খুবই ব্যয়বহুল। জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে শহরে শতাধিক ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। স্বর্নশিল্পীরা চাইছেন পুজোর মুখে পুলিশ টহলদারি বাড়ানো হোক।

নিরাপত্তা বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ সেপ্টেম্বর ঃ সদ্য বর্ধমানের গাংপুর এলাকায় সোনার দোকানের ডাকাতি ও গুলি চালানো প্রসঙ্গে জেলাজুড়ে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। প্রতিটি থানার ক্ষেত্রেও তাই। জামালপুর থানার পক্ষ থেকে আজ এলাকার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, রাইস মিল ও পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার জন্য ডাকেন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ইন্সপেক্টর রাকেশ সিং। উপস্থিত ছিলেন সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী। জামালপুরে চলছে ঝুলন মেলা, তার উপর সামনেই শারদ উৎসব। তাই কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না পুলিশ প্রশাসন। নিরপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আজ তুলে ধরা হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে। পুলিশের সব রকম সহযোগিতার কথাও বলেন তারা। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে ব্লকের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সাথেও ঠিক একই ভাবে বৈঠক করেছিলো জামালপুর থানা।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভরা ভাদ্রের প্যাঁচপ্যাঁচে গরম! তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো নতুন সমস্যা হাজির লোডশেডিং। নাজেহাল অবস্থা বাঁকুড়াবাসীর। দিনে আর রাতে দীর্ঘসময় লোডশেডিং এর জেরে চরম সমস্যায় এই জেলার আবালবৃদ্ধবনিতা। সঙ্গে বিভিন্ন জরুরী পরিষেবাও বিঘ্নিত হচ্ছে বলে খবর।আর এই লোডশেডিং নিয়ে রাজ্য সরকারকেই কাঠগোড়ায় তুলেছে বিজেপি। দলের যুব সংগঠনের রাঢ়বঙ্গ কনভেনর সৌগত পাত্রের দাবি, রাজ্য সরকার 'দেউলিয়া' হয়ে পড়েছে, আর তাই কয়লা কিনে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে দিতে না পারার কারণেই সমস্যা বেড়েছে। রাজ্যে সেভাবে কোন বড় শিল্প নেই, তারপরেও কেন দীর্ঘসময় এই লোডশেডিং তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি। বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দা শিক্ষক দীনবন্ধু ভূষণ বলেন, স্কুলে এসে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের চাপে আত্মঘাতী হল ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২ সেপ্টেম্বর ঃ স্কুলের পোষাক পরেই আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণির পড়ুয়া। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে র‍্যাফল টিকিট (লটারি) বিক্রি করার জন্য প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছিল। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই বছর ১৬-র ওই কিশোর আত্মঘাতী হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে। ওই পড়ুয়া সেখানকার একটি স্কুলে পড়ত। মূল অভিযোগ প্রধান শিক্ষক গগেন্দ্র গুরুংয়ের বিরুদ্ধে। ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। ছাত্রের মৃত্যুর পর ক্ষোভে প্রথমে স্কুলে ও পরে দার্জিলিং থানায় বিক্ষোভ দেখায় মৃত ছাত্রের পরিবার ও স্থানীয়রা। ঘটনার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ছাত্রের পরিবার। তবে গোটা ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন থেকে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্র দার্জিলিং সদর এলাকার রাজবাড়ির এলাকার একটি সরকারি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। সে দার্জিলিংয়ের প্রগতি গ্রামের পিবি গুরুং রোডের বাসিন্দা। গরিব শ্রমিক পরিবারের সন্তান। সূত্রের খবর, অগস্ট মাসের মাঝামাঝি স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পড়ুয়াদের চার পাতা করে র‍্যাফল টিকিট বিক্রি করতে দেওয়া হয়। ওই পড়ুয়া চার পাতার মধ্যে দু'পাতা সেই র‍্যাফেল টিকিট বিক্রি করতে সক্ষম হয়। দু'পাতা র‍্যাফল টিকিট বিক্রি করার পর ৮০০ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় পড়ুয়া। অভিযোগ, সংগৃহীত টাকা ও বাকি থাকা টিকিটের পাতা স্কুলে জমা দিতে যায় সে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ টাকা নিলেও কোনোভাবেই বাকি টিকিট ফেরত নেয় না। উলটে তাকে বাকি দু'পাতা র‍্যাফল টিকিট বিক্রি করতে প্রতিনিয়ত চাপ দিতে শুরু করে। টিকিট বিক্রি করতে না পারায় প্রতিদিন স্কুলে পড়ুয়াকে গোটা ক্লাসের সামনে কটূক্তি, অপমান ও নির্যাতন করা হতো। শুধু তাই নয়। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। শুক্রবারও টিকিট বিক্রি করতে না পারায় ওই পড়ুয়াকে অপমান করে স্কুল থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্কুলের এক অভিভাবক বলেন, কেন বাচ্চাদের টিকিট বিক্রি করতে দেওয়া হবে? জোর করে টিকিট বিক্রি করানো হচ্ছে। এসব কোনোভাবেই মানা যায় না। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নমবলম বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। প্রশাসনের তরফে যা যা পদক্ষেপ করার সব নেওয়া হবে।

শিক্ষারত্ন পেলেন বীরভূমের শিক্ষিকা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ সেপ্টেম্বর ঃ নারী সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় তেইশ শিক্ষারত্ন পেলেন কড়িধ্যা বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় (উ.মা.)-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা সাহা দাস। তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে খুশি স্কুলের সহকর্মী থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা। জানা গেছে, পায়ে পায়ে স্কুল পঞ্চাশ পের হলেও, বেশ কিছু গঠনমূলক সমস্যা ছিল। সেগুলোর জন্য বার বার চেষ্টা করে তার সুফল তিনি পেয়েছেন। বাংলার শিক্ষিকা হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন। শিক্ষাগত বিশ্ববিদ্যালয়ে টপার ছিলেন। এমনকি প্রথমবার এসএসসি পরীক্ষাতেও একজন টপার ছিলেন। প্রথমবার আবেদন করে কি করে তিনি শিক্ষারত্ন পেলেন, তাঁর উত্তরে তিনি জানান, বর্তমানে শিক্ষার দুটো ভাগ। একটি সামেটিভ এবং দ্বিতীয়টি ফরমেটিভ। আমি সংস্কৃতির মাধ্যমে অর্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতরের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। যার ফলে তারা পড়াশোনাটা যান্ত্রিক ভাবে না করে আত্মীকরণ করতে শিখেছে। পাশাপাশি, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে একজন সমাজকর্মী হিসেবে শালবনির জঙ্গল থেকে একটি মেয়েকে কুড়িয়ে এনে তাঁকে মানুষ করেছি। অবশ্য সেই কাজে বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য ও প্রেরণা আমি পেয়েছি। তিনি বলেন, খুব ভালো লাগছে। আমি বাচিক শিল্পী হিসেবে সাংস্কৃতিক জগতের সাথে যুক্ত। আমি চাই, আমার স্কুলের আরও উন্নয়ন হোক, সন্তানতূল্য ছাত্র-ছাত্রীদের আরও উন্নতি হোক।

যুবককে কারাদণ্ড

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ৭ বছরের শিশুর যৌন নির্যাতনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত যুবককে কারাদণ্ড দিলেন বিচারক। ৮ বছর আগে তৎকালীন বালুরঘাট থানা এলাকার প্রতিবেশী যুবককে এই অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বর্তমানে ওই এলাকা পতিরাম থানার অন্তর্গত হয়েছে। সেই মামলা দীর্ঘদিন ধরে বালুরঘাটে অতিরিক্ত নগর ও দায়রা আদালতের স্পেশাল পকসো কোর্টে চলছিল। সব সাক্ষ্য প্রমাণের পর অভিযুক্তকে গত ৩১ অগাস্ট দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। শনিবার সেই মামলায় অভিযুক্তকে ৭ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন আদালত। অনাদায়ে আরও দু'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক শরণ্যা সেন প্রসাদ। এছাড়াও নির্যাতিত শিশুকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী। ৮ বছর আগে শিশুটিকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যৌন নির্যাতন করে ওই যুবক। বিষয়টি জানাজানি হতেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুরু হয় পকসো আইনে মামলা।

জেলা সফরে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২ সেপ্টেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক সাংগঠনিক বিজেপির পক্ষ থেকে কোলাঘাটের দেউলিয়ায় বিশেষ বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা বিধায়িকা তাপসী মন্ডল সহ বিজেপির নেতৃত্বরা। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশেষ আলোচনা হয় এই বৈঠকে। বৈঠক শেষে বিজেপির পঞ্চায়েতের জয়ী প্রার্থী সুজাতা বেরার বাড়িতে দুপুরের আহার সারলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। আর সেই আহার নিজে হাতে পরিবেশন করতে দেখা গেল বিধায়িকা তাপসী মন্ডলকে। তারপর তিনি তমলুকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে তিনি বর্গভীমা মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে মহাপ্রভু মন্দির দর্শন করে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন।

টাকা ফেরত চেয়ে বিক্ষোভ প্রতারিতদের

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শুভেন্দু অধিকারীর মুখে প্রথম শোনা গিয়েছিল তাঁদের নাম। চাকরি বিক্রিতে অভিযুক্ত সেই কালীপদ পতি ও নিত্যানন্দ দত্তের বাড়ির সামনে শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন চাকরিপ্রার্থী ও তাঁদের পরিজনরা। অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও চাকরি জোটেনি। উলটে কালীপদ পতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে ভয় দেখাচ্ছে থানা। এমনকী এদিন খবর সংগ্রহে থানায় গিয়ে পুলিশের হামলার মুখে পড়েন সাংবাদিকরা। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুরের পারোই গ্রামে কালীপদ পতি ও নিত্যানন্দ দত্তের বাড়ির সামনে জড়ো হন কয়েক'শ চাকরিপ্রার্থী। টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। যদিও কালীপদবাবুর বৃদ্ধা স্ত্রী ছাড়া তখন বাড়িতে কেউ ছিলেন না। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, ২০১৪ সাল থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে অন্তত ২০০০ বেকার যুবক-যুবতীর থেকে কয়েক'শ কোটি টাকা তুলেছেন কালীপদ পতি। এমনকী চাকরিপ্রার্থীদের প্রলোভন দেখাতে সাদা খাতা দেখিয়েছেন তিনি। কিন্তু গত প্রায় দেড় বছর ধরে তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। যার ফলে ঘটি-বাটি বিক্রি করে চাকরির আশায় টাকা দেওয়া যুবক-যুবতীরা বেকায়দায় পড়েছেন। এক বিক্ষোভকারী জানান, আমার ২ মেয়েকে রেলে চাকরি করে দেবে বলেছিল কালী পতি। সেজন্য সে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করে। আমি মেয়েদের বিয়ের জন্য জমানো টাকা থেকে তাঁকে প্রথমে ৪ লক্ষ টাকা দিই। ২০১৮ সালে টাকা দিলেও আজ পর্যন্ত একটা মেয়েও চাকরি পায়নি। এদিন মোহনপুর থানায় কালীপদ পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে যান চাকরিপ্রার্থীরা। অভিযোগ, সেখানে তাঁদের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ। এমনকী পালটা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ। সেই খবর সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশকর্মীরা হামলা চালান বলে অভিযোগ। সাংবাদিকদের ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, এই দুর্নীতিতে যুক্ত হারু দত্ত, আরতি দত্ত, প্রণব নন্দী, শঙ্কু দে, বিজু বারিক, অরবিন্দ বেলজিও। উল্লেখ্য, গত বছর জুলাইয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পর কালীপদ পতিসহ এই অভিযুক্তদের নাম শোনা গিয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। তার পর থেকেই পলাতক এদের প্রত্যেকে।

রায়গঞ্জে ভিস্তাডোম কোচের কাঁচ ভাঙায় গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পাথর ছুড়ে ভেঙে দেওয়া হল হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেসের বিলাসবহুল ভিস্তাডোম কোচের কাঁচ। শুক্রবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ এবং ঘিটকিয়া স্টেশনের মাঝে ভিস্তাডোম কোচটিকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ ট্রেনটি কালিয়াগঞ্জ রেলস্টেশনে পৌঁছলে বিষয়টি সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ। যদিও কালিয়াগঞ্জ স্টেশন এবং রায়গঞ্জ স্টেশনের কর্তব্যরত রেল আধিকারিকরা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তবে রেল পুলিশের তৎপরতায় ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনে ভিস্তাডোম কোচ চালু হয়েছে মাস খানেক হল। এর মধ্যেই পাথর মেরে ভেঙে দেওয়া হল সেই বিলাসবহুল কোচের কাঁচ। রেল সূত্রে খবর, হাওড়া থেকে রাধিকাপুরগামী ট্রেনটি ঘিটকিয়া স্টেশন পেরিয়ে রায়গঞ্জ যাওয়ার সময় রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ভিস্তাডোম কোচ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। বেশ কয়েকটি পাথর কাঁচে এসে লাগে। যার ফলে ভিস্তাডোম কোচের একটি জানালা ভেঙে যায়। ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সিপিআরও সব্যসাচী দে জানান, পাথর ছোঁড়ার ঘটনায় ইতিমধ্যে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা সুভাষগঞ্জ এলাকার দাসপাড়ার সনু কর্মকার এবং হৃদয় দাস। অভিযুক্তরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। সাধারণ মানুষের জরুরি পরিষেবা বিঘ্নিত করতে যাঁরা সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করেছে, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে যাতে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য ডিআরএমকে জানানো হবে।

BEFORE THE COURT OF DISTRICT DELEGATE JALPAIGURI
Misc. Judicial Case No. 1/2023

Sri Mansid Munda
S/o. Late Sukhram Munda Of Mission Line, Binnaguri Tea Garden, P.O. Binnaguri, P.S. Banarhat, Dist. Jalpaiguri, Pin - 735203

...... **Petitioner**

Whereas above named petitioner has filed an application under Sec. 372 of Indian Succession Act, 1925 for obtaining Succession Certificate in respect of the estate of Birong Munda, W/o. Late Somra Munda resident of Mission Line, Haldibari Tea Garden, P.S. Banarhat, Dist. Jalpaiguri in respect of the below schedule property.
Any body have if any objection May appear before this court within 30 days from the date of publication.

Schedule of Property
Money lying in the Provident Fund Office at Dinbazar, Jalpaiguri vide P.F. A/c. No. 5413 amounting to Rs. 4,00,000/- (Rupees four lakh) only plus interest in the name of the deceased Birong Munda.

By Order
Saibal Chakraborty
Sheristader
civil Judge Senior Division
Jalpaiguri

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দের দাবীতে কলকাতা অভিযানের ডাক

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আশ্চর্যজনকভাবে নীরবতার প্রতিবাদে অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে আগামী বর্ষার পূর্বে শিলাবতী নদী এলাকায় খনন কার্য শুরুর দাবীতে ১২ অক্টোবর কলকাতা অভিযানের ডাক দিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি। এই উপলক্ষে শনিবার ঘাটালে কমিটির আহ্বানে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি, অফিস সম্পাদক কানাই লাল পাখিরা প্রমুখ। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৩ টি ব্লকের স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রায় ১৬৫০ বর্গ কিমি এলাকার আনুমানিক কুড়ি লক্ষাধিক মানুষকে বাৎসরিক বন্যার হাত থেকে রেহাই দিতে তৈরি হয়েছিল 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'। গত ১৯৮২ সালে তৎকালীন রাজ্য সেচমন্ত্রী শিলাবতীর পাড়ে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করলেও মাস্টার প্ল্যানের কোন কাজ দীর্ঘদিন না হওয়ায় ২০০১ সালে ঘাটাল মহকুমাবাসী আন্দোলন গড়ে তুলেন। ফলস্বরূপ নতুন করে মাস্টার প্ল্যান পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। ১৭৪০ কোটি টাকার ওই সংশোধিত প্রকল্পের প্রথম ধাপে কাজ হওয়ার কথা ১২১৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার। আশ্চর্যের বিষয়, ২০১৫ সালে গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রক স্কীমটিতে অনুমোদন দিলেও আজও কেন্দ্রীয় সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করেনি। গত ২০২২ সালে ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটির ছাড়পত্র পাওয়াকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের শাসক দলের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ঘাটালে এসে শোরগোল ফেলে দিয়ে বললেন, টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে। কাজ শুরু হলো বলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এখনও অর্থ মঞ্জুর তো দূরের কথা, কেন্দ্রীয় ইন্টার মিনিস্টিরিয়াল কমিটির ছাড়পত্রই পাওয়া যায়নি। কমিটির অপর যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ মাইতি বলেন, দুই মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দারা আশা করেছিলেন চলতি বছরে কেন্দ্র ইন্টার মিনিস্টিরিয়াল কমিটির ছাড়পত্র দিয়ে অর্থ বরাদ্দ করবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নীরবতা পালন করায় দুই জেলাবাসী হতাশ হয়েছেন। উভয় সরকারের এই মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ না করার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দ করে আগামী বর্ষার পূর্বে শিলাবতী এলাকায় কাজ শুরুর দাবীতে আমরা বাধ্য হয়েই আগামী ১২ অক্টোবর কলকাতা অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ওই কর্মসূচির মাধ্যমে দুই জেলার বন্যা ও জলযন্ত্রনাক্লিস্ট মানুষজন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি রাজ্যপাল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সেচমন্ত্রীকে গন ডেপুটেশন দেবেন। উক্ত কর্মসূচিতে সর্বস্তরের ভুক্তভোগী জনসাধারনকে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

খেলাধূলার প্রসারে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ অ্যাথলেটিকের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে এবং অ্যাথলেটিক খেলার প্রসারে তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গ অ্যাথলেটস ফাউন্ডেশন। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে ওই ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল লোগো প্রকাশ করা হলো। একই সাথে স্টেট মিটে উত্তরবঙ্গ থেকে যে সমস্ত খেলোয়াড়রা ভালো ফল করে ফিরে এসেছে সেরকম নয়জন খেলোয়াড় এবং তাদের দু'জন শিক্ষাগুরুকে সংবর্ধিত করা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের সভাপতি অখিল বিশ্বাস জানান, অ্যাথলেটিক খেলার প্রতি যাতে সকলের আকর্ষণ বাড়ানো যায় তার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই সংগঠনের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।

সংস্কারের দাবীতে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বেহাল রাস্তা, রাস্তা সারা এর অর্ডার থাকলেও হেলদোল নেই প্রশাসনের। ধুলোয় ভর্তি হয়ে যায় গোটা এলাকা। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। নদীয়ার গোবিন্দপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। তাদের অভিযোগ একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন এবং লিখিত জমা দিয়েছেন। যাতে দ্রুত রাস্তা সারাই শুরু করা হয়। কিন্তু প্রশাসনের তরফ কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অবশেষে রাস্তা অবরোধ করল তারা। পুলিশ এসে আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় যাত্রী বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা থেকে এনজিপিগামী ডেমু (ডিইএমইউ) ট্রেনের আচমকা ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় যাত্রী বিক্ষোভে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো পুরাতন মালদা থানার কোর্ট স্টেশন চত্বরে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেনটি না ছাড়ায় শনিবার সকাল ন'টা নাগাদ কোর্ট স্টেশনের শতাধিক যাত্রীরা স্টেশন মাস্টারের ঘরের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। যদিও অধিকাংশ যাত্রীদের মধ্যেই ছিলেন স্কুল শিক্ষক, কলেজ পড়ুয়া এবং সরকারি চাকরিজীবী। প্রতিদিনই মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে দূরদূরান্তে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে পৌঁছান শতাধিক যাত্রীরা। কিন্তু ডেমু ট্রেনের মাঝেমধ্যেই ইঞ্জিন বিকল্প বিকলের অজুহাত দেখিয়েই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ট্রেন ছাড়া হয় বলে অভিযোগ। এদিন একইভাবে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় যাত্রী বিক্ষোভে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশন চত্বরে। ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ ও পদস্থ কর্তাদের এসে যাত্রী বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যদিও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে এদিন এই লোকাল ট্রেনটি ছাড়ে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক যাত্রীরা কোর্ট স্টেশন থেকে চলে যায় বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য, পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনটি কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত। প্রতিদিনই এই স্টেশন থেকে মালদা-এনজিপি পর্যন্ত ডেমু ট্রেনটি কোর্ট স্টেশন থেকে ৮টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে এনজিপির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এই ট্রেনটি লোকাল হওয়ার সুবাদে মালদার বিভিন্ন স্টেশনে স্টপেজ রয়েছে। এই ট্রেনটি মাঝে মধ্যেই নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ছাড়ে বলে অভিযোগ। যার কারনেই এদিন ডেইলি প্যাসেঞ্জারের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মালদা জেলা ডেইলি প্যাসেঞ্জার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শ্রীমন্ত মিত্র বলেন, অধিকাংশ কর্মজীবী মানুষদের জন্য এই ডেমু ট্রেনটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাঝে মধ্যেই এই ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হওয়ার অজুহাতের কথা বলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক দেরিতে ছাড়া হয়। এদিনও একই ঘটনা ঘটেছে।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
KHEJURI-I DEV. BLOCK
kamarda Bazar :: Purba Medinipur
NIT No.-WB/EO/KH-I/II/2023-24
Tender ID 2023_ZPHD_562429_1-3
E-Tender is invited by the Block Development Officer Khejuri-I Dev. Block of 3 nos. Different Scheme etc. Details may be had in website- **https://wbtenders.gov.in** & **https://purbamedinipur.gov.in**
Sd/-Block Development Officer
Khejuri-I Dev, Block

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি-০৭-২৩ তারিখ ৩১.০৮.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৭-২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে টিআরডি ডিভিসনে মার্ক-III, চার চাকার টাওয়ার ওয়াগন নং. ইআর ৮৬৬-র মেরামতির কাজ (০২ মাস)। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ২৭,০১,৮৮৬.০০ (সাতাশ লাখ এক হাজার আটশো ছিয়াশি টাকা) মাত্র। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ₹ ৫৪,০০০.০০। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩ টে। **টেন্ডার খোলা হবে ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
এইচডব্লুএইচ-২৩৪/২০২৩-২৪
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-০৬-২১-২২-টিআরডি-আরটি৩। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি-ইএল-০৬-২১-২২-টিআরডি-আরটি৩, কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ ২ (দুই) বছর সময়ের জন্য টাওয়ার ওয়াগনের ৩টি ৮-চাকা ডিইটিসি কামিন্স নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা সহ 'বি', 'সি' ও 'ডি' চেক। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০১,৩৩,১৫৭.৮৭ টাকা, **বায়নার ধন ঃ** ২,০০,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৫-০৯-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এন-২০২৩-কে১১, তারিখ: ৩০-০৮-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নম্বর:** এন-২০২৩-কে১১; **কাজের নাম:** কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং -এর জন্য এনএমএস-এর বাস্তবায়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৮৪,৯১,৮১৪.২০; **বায়না মূল্য:** ₹ ১,৬৯,৮০০/-; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২১-০৯-২০২৩** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২১-০৯-২০২৩** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মারদা কর্মাশিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN : L65929WB1990PLC048280
রেজি. অফিস ঃ ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম ফ্লোর, রুম নং. ৭
থানা- হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, প.ব. ৭০০০৬৯
E-mail : info@mchl.co.in, **Website :** www.mchl.co.in, যোগাযোগ ঃ ০১১-৪৩০৪১৪০০
নোটিস
এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে **৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা** মারদা কর্মাশিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস সদস্যদের আর্থিক বছর ২০২২-২৩ অনুষ্ঠিত হবে **মঙ্গলবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম ফ্লোর, রুম নং. ৭, থানা হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা, প.ব. ৭০০০৬৯** ঠিকানায় আলোচিত বানিজ্যিক সূচি স্থির করা রয়েছে ২৬ আগস্ট, ২০২৩ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিসে। অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩(আইন) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার জারি করেছে সেবি এবং এমসিএ সার্কুলার নং. ২০/২০২০ এবং ১০/২০২২ তারিখ ৫মে, ২০২০ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ যৌথভাবে এবং অন্যান্য সার্কুলার জারি করেছে এমসিএ। উল্লেখিত সার্কুলার ভিত্তিতে, এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর সমাপ্তে ৩১মার্চ, ২০২৩ পাঠানো হয়েছে ইমেলে শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টার করা ইমেল ঠিকানায় কোম্পানি বা রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা অন্যান্য ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে এবং যা সম্পূর্ন হয়েছে ২ **সেপ্টেম্বর,** ২০২৩ তারিখে।
যে সকল সদস্যরা রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নং. দয়াকরে যোগাযোগ করবেন এবং বৈধতা / আপডেট করান নিজেদের তথ্যাবলী ডিপিতে যদি শেয়ার ধরা থাকে ডিম্যাট ফর্মে এবং যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে তাদের অনুরোধ তা আপডেট করাতে রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির কাছে।
সেকশান ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) সংশোধনী ধারা, ২০১৫, কোম্পানি আনন্দিত শেয়ারহোল্ডারদের সুবিধা প্রদান করতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইলেকট্রনিক উপায়ে সমস্ত আলোচ্য সূচিতে যা স্থির করা রয়েছে নোটিসে। বিস্তারিত অনুসারী বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং ধারা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ
ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ **২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকা।**
খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ **২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা।**
গ) কাট-অফ তারিখ ঃ **১৯ সেপ্টেম্বর,** ২০২৩।
ঘ) বিনিয়োগকারী যারা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে **১৯** সেপ্টেম্বর, ২০২৩, তাদের অনুরোধ নিজেদের যোগাযোগ নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ)-কে nicetechpl@nicetechpl.com বা evoting@nsdl.com বা কল করুন টোল ফ্রি নাম্বারে ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯৭০০০ উল্লেখ করে নিজেদের ফোলিও নং. ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে।
ঙ) যার নাম রেকর্ড রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে যা ডিপোজিটারি দ্বারা রক্ষিত হয় কাট-অফ তারিখে শুধুমাত্র, তারাই বিবেচিত হবেন রিমোট ই-ভোটিং এবং এবং সাধারণ সভার জন্য।
চ) কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে **২০.০৯.২০২৩ থেকে ২৬.০৯.২০২৩** (উভয় দিন সহ)।
ছ) এজিএমে ব্যালট পেপারে ভোটদান করার সুবিধা পাওয়া যাবে এবং যে সদস্যরা এজিএমে যোগদান করবেন যারা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি তারা ব্যালট পেপারে ভোট দান করতে পারবেন এজিএমে। কেউ এজিএমে অংশ নিতে পারবেন নিজের ভোট ভোট প্রদান করার পর রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে তিনি পুণরায় এজিএমে ভোট দিতে পারবেন না।
জ) যে সদস্য ভোট প্রদান করেছেন আলোচ্য বিষয়ে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এজিএম পূর্বে তিনি স্বশরীরে এজিএমে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুণরায় আলোচ্য বিষয়ে ফের ভোট দিতে পারবেন না। সদস্যরা কোন বিষয়ে একবার ভোট প্রদান করলে, সেই সদস্য তা বদল করার জন্য অনুমোদন পাবেন না।
ঝ) শ্রী যশবন্ত গুপ্তা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, দিল্লি, (এম নং. এ ১৫১৫৪, সিওপি নং. ১৫১১৯) পরিচালনা করবেন রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচারে।
ঞ) ৩৪তম এজিএম নোটিস পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.mchl.co.in এবং www.evoting.nsdl.com এবং
ট) ই-ভোটিং নির্দেশাবলী, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম নোটিসে প্রদত্ত নির্দেশাবলী পালন করতে। যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকে ইলেকট্রনিক ভোটিং বিষয়ে, সদস্যদের দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে এফএকিউএস এবং রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল শেয়ারহোল্ডারদের যা পাওয়া যাবে ডাউনলোড সেকশানে www.evoting.nsdl.com বা যোগাযোগ করতে পারেন এনএসডিএল এবং আরটিএ সাথে উল্লেখিত ইমেল ঠিকানায়।
ভোটের ফলাফল আলোচ্য বিষয়ে যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে ঘোষিত হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। ঘোষিত ফলাফল সঙ্গে পরীক্ষকর প্রতিবেদন প্রদান করা হবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-https://www.mchl.co.in/ এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে দ্রুততার সাথে চেয়ারম্যান বা অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা এবং ফলাফল প্রদান করা হবে স্টক এক্সচেঞ্জে এবং তা প্রদর্শিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এবং কর্পোরেট অফিসে।

মারদা কর্মাশিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে
দৌলত রাম আগরওয়াল
ডিরেক্টর
DIN : 00586956
তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৩
স্থান ঃ দিল্লি

রসনা

মুরগির মাংস ভাল লাগছে না? তৈরি করে ফেলুন সরষে চিকেন, রইল রেসিপি

রবিবার হলেই বাঙালির মনটা কেমন মাংস, মাংস করতে থাকে। মটন খাওয়াই যায়। কিন্তু প্রতি রবিবার তো আর খাওয়া উচিত নয়। কিছুটা রেস্ত আর কিছুটা পেটের খেয়ালও রাখা উচিত। তাহলে? তাহলে মুরগীর মাংস তো আছে! পঁয়িাজ-রসুন দিয়ে কষিয়ে রান্না খেতে ইচ্ছে করছে না? সরষে চিকেন বানিয়ে ফেলুন,
এর জন্য কী কী লাগবে?
পরিমাণ মতো মুরগীর মাংস,টক দই,সরষের তেল,কাঁচা লঙ্কার পেস্ট,গোটা কাঁচা লঙ্কা (যতটা ঝাল খেতে চাইবেন),রসুন পেস্ট,সরষে বাটা (শিলনোড়ায় বেটে নিতে পারেন অথবা মিক্সিতে পেস্ট করে নিতে পারেন)
নুন,হলুদ গুড়ো,জিরে গুড়ো,চিনি (বাধ্যতামূলক নয়)।
কীভাবে তৈরি করবেন?
একটি পাত্রে মাংসের পিসগুলো ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। তাতে রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট মাখান। একটু সরষের তেল দিয়ে আবার মেখে নিন। তাতে নুন আর একটু হলুদ গুঁড়োও দিয়ে দেবেন। এবার গোটা বিষয়টাকে ভাল করে ঢাকা দিয়ে অন্তত এক ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর আরেকটা বাটি নিয়ে তাতে দই ভাল করে ফেটিয়ে নিন।
এবার কড়াইতে পরিমাণ মতো সরষের তেল দিয়ে গরম হতে দিন। তাতে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা মাংসগুলো দিয়ে দিন। একটু জল ছাড়বে। জল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কষাতে থাকুন। একটু শুকনো হয়ে গেলে দই দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন। হালকা আঁচে রান্নাটা করতে থাকুন। তারপর নুন, জিরে গুঁড়ো, চিনি, গোটা লঙ্কা দিয়ে মিনিট পাঁচেক রান্না করুন। শুকিয়ে গেলে একটু জল দিন। গরম জল দিলে রান্না ভাল হয়। রান্নার প্রায় শেষ পর্যায়ে সরষে বাটা দিয়ে দিন। তার কিছুক্ষণ পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার উপর দিয়ে সামান্য কাঁচা সরষের তেল দিয়ে ঢেকে দিন। ব্যস তৈরি সরষে চিকেন। খাওয়ার সময় ঢাকনাটা খুলবেন।দেখবেন খুব ভালো লগবে।

জেনে নিন ডিম ভাপা

লাঞ্চ হোক বা ডিনার, ডিম সবসময়েই পাতে থাকবেই। তবে একইভাবে ডিমের পদ খেতে খেতে একঘেয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে এবার জেনে নিন নতুন রেসিপি। বর্ষার দুপুরে ঝাল ঝাল এই পদ একেবারে জমে যাবে।
জেনে নিন ডিম ভাপা' তৈরি করার জন্য কী কী লাগবে?
সেদ্ধ ডিম- ৬টা,সরষে বাটা- ৪ টেবিল চামচ,পঁয়িাজ বাটা- ২ টেবিল চামচ,নারকেল কোরা- আধ কাপ,লঙ্কা গুঁড়ো- আধ টেবিলচামচ,হলুদ- ১ চাচামচ,সরষের তেল- ৩ টেবিলচামচ,ফেটানো টক দই- ২ টোবিলচামচ
চেরা কাঁচা লঙ্কা- ৪টে,নুন, চিনি- স্বাদমতো,ধনেপাতা কুচি- ২ চা চামচ
এবার জেনে নিন কী করে তৈরি করবেন?
প্রশমেই সেদ্ধ ডিমগুলো একটু চিরে নিন। সরষের তেল গরম করে তাতে পঁয়িাজ বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, চিনি, হলুদ দিয়ে কষান। মশলা কষে এলে তাতে কাঁচা লঙ্কা, ফেটানো টক দই এবং অল্প জল দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। এবার তাতে নারকেল কোরা দিয়ে কষান। গ্রেভি ফুটতে থাকলে তাতে সেদ্ধ ডিম দিয়ে ঢাকা দিন। ফুটতে থাকলে ঢাকনা খুলে ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন। মাঝারি আঁচে ২ মিনিট রেখে নামানোর আগে কয়েক ফোটা সরষের তেল ছড়িয়ে দিন। এতে সরষের ঝাঁজ বজায় থাকবে খাওয়া অবধি। ব্যস তৈরি আপনার ডিম ভাপা। বর্ষা মানেই ইলিশের মরসুম। আর হেঁশেল থেকে আসা ইলিশের গন্ধে ম-ম করা বাড়ি। ভাজা থেকে ভাপা, পাতুরি, ঝোল ইলিশের হরেক পদ একেক দিন ঠাঁই পায় পাতে। এপার-ওপার তরজা ভুলে পদ্মার ইলিশে কবজি ডোবান খাদ্যরসিকরা। মরশুমে দামও কম। কিন্তু প্রতিবার একই রেসিপি খেয়ে একঘেয়েমি ধরে গেলে এবার রন্ধন-রসিকদের জন্য রইল নতুন পদ- আম-কাসুন্দি ইলিশের। আগামী দিনে এই রেসেপি দেওয়া হবে।

বাঁধাকপির ভর্তা দিয়েই সাফ হবে এক থালা ভাত! রইল রেসিপি

শীত এলেই নানা রকম সবজির দেখা মেলে বাজারে। তার মধ্যে অন্যতম বাঁধাকপি। আজকাল অবশ্য প্রায় সারা বছরই রান্না ঘরে রাজত্ব করে এই সবজি। কম-বেশি সকলেই বাঁধাকপি খেতে পছন্দ করেন। নিরামিশ বা আমিষ, যে কোনও ভাবেই রান্না করা যায় এই সবজিটি। তবে বাঁধাকপির ভর্তা খেয়েছেন কখনও? না খেয়ে থাকলে আজই বানিয়ে ফেলতে পারেন। ভাত, রুটি বা পরোটার সঙ্গে দিব্যি লাগবে খেতে। দেখে নিন কী ভাবে বানাবেন বাঁধাকপি ভর্তা।
বাঁধাকপির ভর্তার উপকরণ একটা বাঁধাকপি, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা কুচি, কয়েক কোয়া রসুন কুচানো, একটা পেঁয়াজ কুচি, ২-৩টে শুকনো লঙ্কা, এক মুঠো ধনেপাতা কুচি, স্বাদ মতো নুন, পরিমাণমতো সর্ষে তেল। বাঁধাকপির ভর্তা তৈরির পদ্ধতি বাঁধাকপি কুচিয়ে নিয়ে ভাল করে জলে ধুয়ে নিন। প্রেশার কুকারে আধ সেদ্ধ মতো করে নিন বাঁধাকপি। তার পর ভাল ভাবে জল ঝরিয়ে রাখবেন। গ্যাসে কড়াই চাপিয়ে সর্ষে তেল গরম করতে দিন। এতে প্রথমে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। তার পর পেঁয়াজ কুচি ও রসুন কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। পঁয়োজের রঙ লালচে হয়ে এলে সেই কড়াইতেই ভাপিয়ে রাখা বাঁধাকপি ঢেলে দিন। স্বাদ মতো নুন দেবেন। খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে সমস্ত উপকরণ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন। সব উপকরণ মিশে গেলে আঁচ নিভিয়ে কড়াই নামিয়ে ফেলুন। বাঁধাকপি ঠান্ডা হলে তাতে একটু সর্ষে তেল, কাঁচা লঙ্কা কুচি এবং ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিন। চাইলে উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে দিতে পারেন। গরম গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন বাঁধাকপির ভর্তা।

পাঁঠার মাংসের কোর্মা

পাঁঠার মাংস পছন্দ দেখে চান, বানিয়ে ফেলুন জিভে জল আনা মটন কোর্মা
পাঁঠার মাংস বাঙালির চিরকালেরই প্রিয় পদ। ভাত বা পরোটার সঙ্গে এক বাটি মটন হলে আর কি চাই!

তবে মটন কষা, আলু দিয়ে ঝোল তো প্রায়ই খাওয়া হয়। এবার পাঁঠার মাংস দিয়ে বানিয়ে ফেলুন জিভে জল আনা কোর্মা। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু, বানানোর ঝক্কিও তেমন কম। দেখে নিন উপকরণের তালিকা ও রান্নার প্রণালী। মটন কোর্মার উপকরণ এক কেজি পাঁঠার মাংস, গোটা গরম মশলা, ২টো ব। এলাচ, ১০-১২টি কাজু, গোটা গোলমরিচ, পরিমাণমতো তেল ও ঘি, ভাজা পেঁয়াজ, আদা-রসুন-কাঁচা লঙ্কা বাটা, ফেটানো টক দই, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কেশর, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, কেওড়া জল সামান্য, পুদিনা পাতা কুচি। মঙ্গল-বুধের সংযোগ তুলা রাশিতে, দারুণ লাভ হবে ৩ রাশির! মটন কোর্মা তৈরির পদ্ধতি গোটা গরম মশলা, বড় এলাচ, কাজুবাদাম, গোটা গোলমরিচ শুকনো কড়াইতে নেড়েচেড়ে খানিকক্ষণ ভেজে নিন। মশলাগুলি ঠান্ডা হলে ব্লেন্ডারে সব ভাজা মশলা আর পঁয়োজ ভাজা অল্প জল দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। মাংস ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। প্রেশার কুকারে পরিমাণমতো তেল ও ঘি গরম করে তাতে মাংস ভেজে নিন কিছুক্ষণ। এতে বাটা মশলা ও আদা-রসুন-কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে ভাল করে কষাতে থাকুন। এর পর একে একে টক দই, লঙ্ক, হলু, জিরে, ধনে গুঁড়ো ও নুন দিয়ে আরও কয়েক মিনিট কষিয়ে নিন। মাংস থেকে তেল বেরিয়ে এলে দুই কাপ গরম জল দিয়ে কুকারের ঢাকনা আটকে দিন। কয়েকটা সিটি দিয়ে মাংস সেদ্ধ করে নিন। এর পর কুকারের ঢাকনা খুলে কেশর ভেজানো জল ও কেওড়া জল দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। পুদিনা পাতা কুচি ওপর থেকে ছ।য়ে নামিয়ে নিন। ভাত, রুটি বা পরোটার সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন মটন কোর্মা।

উদ্বোধনী মরসুমে রাঁচির রাহুল ভগত অ্যামাজন মিনি টিভির হিপ হপ ইন্ডিয়া জিতেছে

২ সেপ্টেম্বর ঃ আমাজন মিনি টিভির সবচেয়ে বড় ডান্স রিয়েলিটি শো - হিপ হপ ইন্ডিয়ার জমকালো গ্র্যান্ড ফিনালে সম্পন্ন হয়েছে। যার ফলাফল আপনাদের সামনে আনা হচ্ছে। এই নৃত্য শোতে একটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেওয়ার পরে, রাহুল ভগত উদ্বোধনী মরসুমে জিতেছেন। এই রিয়েলিটি শো ছিল একটি ডান্স ম্যারাথন, অনুষ্ঠানটির বিচারক ছিলেন নাচের মাস্টার রেমো ডি'সুজা এবং প্রখ্যাত বলিউড নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি। এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে রাপের্স বাদশা এবং রাফতার, তাদের স্বগ অবতার দিয়ে মঞ্চ কে আলোকিত করে হিপ হপ ইন্ডিয়া সারা ভারত থেকে আসা অবিশ্বাস্য ও কাঁচা ভূগর্ভস্থ প্রতিভার সবচেয়ে বড় এবং কঠিন যুদ্ধ সাক্ষী হল। ৭ সপ্তাহের কঠিন প্রতিযোগিতা এবং বৈদ্যুতিক পারফরম্যান্সের পর, ভারতের প্রথম হিপ হপ ভিত্তিক নাচের রিয়েলিটি শোটি চ্যাম্পিয়ন হিসাবে রাহুল ভগতের সাথে শেষ হয়েছে। গ্র্যান্ড ফিনালেতে ট্রফি জিততে, রাহুল ২১-বছর-বয়সী অন্য দুই ফাইনালিস্ট নৃত্যরত দল ইউজিএচ, এবং উদ্যমী জুটি দিব্যম এবং দর্শন কে পরাজিত করেন। রাঁচির বাসিন্দা রাহুল তার বিজয়ী পারফরম্যান্সের জন্য একেবারে নতুন নিসান ম্যাগনাইট গেজা বিশেষ সংস্করণ এবং হিপ-হপ ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ বেল্ট পুরস্কার হিসেবে নিয়ে যাচ্ছেন। রাহুল, পপিং এবং ওয়েভিং এর উস্তাদ, তার নাচের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল চতুর্থ শ্রেণী থেকেই। প্রায় এক দশক ধরে নাচের অনুষ্ঠানে দর্শকদের মুগ্ধ করে আসছেন তিনি। এখন তার পরবর্তী লক্ষ্য পুরো ঝাড়খণ্ডে হিপ-হপ নাচের প্রচার করা। গ্র্যান্ড ফিনালেতে, বলিউডের নৃত্যশিল্পী এবং এই অনুষ্ঠানের বিচারক নোরা ফাতেহি ও তার চুল উত্থাপনকারী নৃত্য পরিবেশন করেন। দিলবরের দিল সাদকে এবং ডিভাইন-এর মির্চি গান দিয়ে নোরা সবার মন জয় করেছেন। এছাড়াও, নৃত্যশিল্পী এবং বিচারক রেমো ডি'সুজা ও ৩ বছর পর একটি লাইভ পারফরম্যান্স দিয়েছেন। তার সাথে তাল মিলিয়ে সেলিব্রিটি বিচারক বাদশা এবং রাফতার যারা তাদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিয়ে মঞ্চে আগুন লাগিয়েছিলেন। বিচারক রেমো ডি'সুজা বলেন, রাহুল ভারতের অন্যতম প্রতিভাবান এবং আশ্চর্যজনক হিপহপ নর্তক। তার হাতে এই হিপহপ চ্যাম্পিয়নশিপ বেল্ট দেখে আমি খুব খুশি। তার প্রতিভা, নাচের প্রতি অটুট আবেগ জাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস, যা তাকে গলি থেকে গৌরবে নিয়ে গেছে। শুধু রাহুলই নয়, হিপ হপ ইন্ডিয়ার সমস্ত প্রতিযোগীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এখানে তাদের সব দিয়েছেন। আমি সমস্ত দর্শকদের কে তাদের অটল সমর্থনের জন্য এবং শোটির প্রথম সংস্করণটি এত বড় সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

হাফলঙের স্বপন দেবনাথ খুন

হাফলং (অসম), ২ সেপ্টেম্বর ঃ ডিমা হাসাও জেলার লোয়ার হাফলঙের বাসিন্দা বছর ৪২-এর স্বপন দেবনাথকে খুন করেছিল তাঁর নিজের ছেলে অভিষেক দেবনাথ। নিজের বা।তিেই দা দিয়ে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করেছিল স্বপন দেবনাথকে তারই ছেলে অভিষেক। পুলিশের কাছে নিজের বাবাকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে বছর ১৯-এর অভিষেক দেবনাথ। উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট লোয়ার হাফলঙের কাছে জঙ্গলে একটি গর্তে বস্তাবঃিদ অবস্থায় স্বপন দেবনাথের পঁচাগলা লাশ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তার পর ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ স্বপন দেবনাথকে খুন করার অভিযোগে তার ছেলে অভিষেক ও স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছিল। পুলিশের জেরায় অভিষেক স্বীকার করে বলেছে, গত ২৬ আগস্ট রাতে নিজের বা।তিেই সে তার বাবা স্বপন দেবনাথকে দা দিয়ে গলা কেটে খুন করে। খুন করার পর বাবার নিথর দেহ সে নিজেই বস্তায় বেঁধে লোয়ার হাফলঙে একটি জঙ্গলের গর্তে ফেলে আসে।

Name Change
I,DEBAJYOTI MAITY (old name) S/O RANTU MITY Presently residing at PURBA BAMUNIA , DARISPUREAST MEDINIPUR , PIN 721442 WEST BENGAL, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) DEBJYOTI MAITY , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. DEBJYOTI MAITY and DEBAJYOTI MAITY both are same and one identical person.

Name Change
I,ASGAR ALI KHAN (old name) S/O SHAHIM KHAN Presently residing HUSSAIN NAGAR, DHARAMPUR PO. -BURNPUR, PS- HIRAPUR, DIST- PASCHIM BARDHAMAN PIN- 713325 WEST BENGAL, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as)ASGAR ALI , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. ASGAR ALI and ASGAR ALI KHAN both are same and one identical person.

Name Change
I PAYAL MODI, D/O DILIP MODI, W/O AMIT CHOUDHARY, R/O AH 196, SALTLAKE CITY, TANK NO - 7, SECTOR -2, BIDHANNAGAR (M), BIDHANNAGAR, C.K. MARKET, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAYAL CHOUDHARY, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/09/2023. PAYAL MODI AND PAYAL CHOUDHARY SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ANIRUDH Pd GIRI (old name) S/O VIJAY BAHADUR GOSAI Presently residing at MASENA MIRJAPUR AMBEDKAR NAGAR , UTTAR PRADESH PIN-224181,India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANURUDH PRASAD, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. ANURUDH PRASAD and ANIRUDH Pd GIRI both are same and one identical person.

Name Change
I, FATEH ABBAS/MD FATHE ABBAS (old name) S/O MOHAMMAD SALAHUDDIN Presently residing at 10/1/1 KASHINATH MULLICK LANE,PO CHITTARANJAN AVENUE ,KOLKATA-700073 WEST BENGAL India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD FATEH ABBAS , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. MD FATEH ABBAS and FATEH ABBAS/MD FATHE ABBAS both are same and one identical person.

Name Change
I,MAZID ALI SK(old name) S/O ABDUL HAKIM SK Presently residing at GANDHABADULI PS-BISHNUPUR, DIST- 24 Pgs. PIN-743503 WEST BENGAL, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD.MAZID ALI SAIKH , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. MD.MAZID ALI SAIKH and MAZID ALI SK both are same and one identical person.

Name Change
I, HAZI FIROZA BEGUM(old name) W/O HAZI SK RAMJAN ALI Presently residing at W-60 HAZI RATAN LANE P.O-BARTALA P.S-RAJABAGAN PIN- 700018 WEST BENGAL, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) HAZI FIROJA BEGAM , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. HAZI FIROJA BEGAM and HAZI FIROZA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change
I,MD SIRAJUL MONDAL (old name) S/O YAAR Presently residing at Vill-FALTI PO- BELIAGHATA BRIDGE PS- SHASAN, NORTH 24 PARGANAS,PIN- 743423 WEST BENGAL, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SIRAJUL ISLAM , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. SIRAJUL ISLAM and MD SIRAJUL MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I,SAJAN SUREKA (old name) S/O LATE GOBIND RAM SUREKA Presently residing at AVANI OXFORD, PHASE-II ,9A,BL-4 136, JESSORE ROAD , NORTH 24 PARAGANAS PIN- 700055 WEST BENGAL, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAJAN KUMAR SUREKA , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. SAJAN KUMAR SUREKA and SAJAN SUREKA both are same and one identical person.

Name Change
I, NITI DUTTA (old name) D/O Subhash Thakur Presently residing at SAHARA APPT, DD-99, 1ST FLR, MUFATLAL GALI,BAGUIATI, NARAYANTALA, BIDHANNAGAR, pin-700159 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NITI THAKUR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 17/08/2023. NITI DUTTA and NITI THAKUR both are same and one identical person.

Name Change
I, PINKI BAGANI (old name) D/O CHAIN RUP BAID Presently residing at Purbanchal housing estate cluster 10, u/4 saltlake city, north 24 parganas, pin-700097 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PINKY BAGANI , vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. PINKY BAGANI and PINKI BAGANI both are same and one identical person.

Name Change
I, PINKY SAMADDER (old name) D/O BALAI HALDER Presently residing at 18/1 , KALIKAPUR CANNEL ROAD, MUKUNDAPUR PS-GARFA, PIN- 700099 WEST BENGAL India, have changed my name to (shall henceforth be known as) PINKY HALDER, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. PINKY HALDER and PINKY SAMADDER both are same and one identical person.

Name Change
I, SAMIR KUMAR SEN SHARMA (old name) S/O KUMUD BANDHU SEN SHARMA Presently residing at 110 H.C BANERJEE LANE,PO-KONNAGAR,PS UTTARPARA, HOOGHLY-712235 WEST BENGAL India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMIR SEN SHARMA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 02/09/2023. SAMIR SEN SHARMA and SAMIR KUMAR SEN SHARMA both are same and one identical person.

আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগে রোলিং ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রিত হবে- ট্রেন বাতিল- ১. ০৮৬৮০। ০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনাপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ০৫.০৯.২০২৩, ০৮.০৯.২০২৩ এবং ১০.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ২. ০৮৬৪৭০৮৬৪৮ আদ্রা-বরাভূম-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ০৫.০৯.২০২৩, ০৭.০৯.২০২৩ এবং ১০.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উপত্তি ১. ০৮১৭৪০৮৬৫২ টাটানগর-আসানসোল-বরাভূম মেমু স্পেশাল, ০৪.০৯.২০২৩, ০৬.০৯.২০২৩ এবং ০৮.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে।২. ১৮০৩৫। ১৮০৩৬ খড়গপুর-হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস, ০৫.০৯.২০২৩, ০৭.০৯.২০২৩ এবং ১০.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে।৩. ০৩৫৯৪। ০৩৫৯৩ আসানসোল-পুরুলিয়া-আসানসোল মেমু স্পেশাল, ০৫.০৯.২০২৩, ০৭.০৯.২০২৩ এবং ১০.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে।ট্রেনের গতিপথ ১. ১৮৬০১ টাটানগর-হাতিয়া এক্সপ্রেস, ০৪.০৯.২০২৩, ০৬.০৯.২০২৩, ০৮.০৯.২০২৩ এবং ১০.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা চান্দিল-গুন্ডা বিহার-মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ১. ১৮০৩৬ হাতিয়া-খড়গপুর এক্সপ্রেস, ০৪.০৯.২০২৩, ০৬.০৯.২০২৩, ০৮.০৯.২০২৩ এবং ০৯.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা হাতিয়া থেকে ১২.২০ টায় ছেড়ে যাওয়ার জন্য পুনরায় নির্ধারিত হবে। ০৯.২০ ঘন্টার পরিবর্তে।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের ডিজি হিসাবে দায়িত্ব নিলেন ধীরেন্দ্র ওঝা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৯০ ব্যাচের ভারতীয় তথ্য পরিষেবা অফিসার ধীরেন্দ্র ওঝা আজ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি মনীশ দেশাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি পিআইবিতে প্রধান মহাপরিচালক হিসাবে বদলি হয়েছেন। এই অ্যাসাইনমেন্টের আগে, শ্রী ওঝা NMW এবং EMMC-এর অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রেস রেজিস্ট্রার, RNI, হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি NMW এবং EMMC-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তার কর্মজীবনে, শ্রী ওঝা ভারতের নির্বাচন কমিশনে ডিরেক্টর এবং ডিজি এবং দুবাইতে বিশেষ সংবাদদাতা সহ বিভিন্ন কার্যভার পরিচালনা করেছেন। তিনি দূরদর্শন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওতেও বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) প্রধান ডিজি হিসেবে দ্বায়িত্ব নিলেন মনীশ দেশাই

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টম্বর ঃ মনীশ দেশাই, ১৯৮৯ ব্যাচের তথ্য পরিষেবা অফিসার আজ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রধান মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি রাজেশ মালহোত্রার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি ১৯৮৯ ব্যাচেরও, যিনি ৩১শে আগস্ট চাকরিতে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। এই অ্যাসাইনমেন্টের আগে, দেশাই সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের প্রিন্সিপাল ডিজি হিসাবে কাজ করছিলেন, সরকারি বিজ্ঞাপন এবং আউটরিচ কার্যক্রম দেখাশোনা করছিলেন।তিন দশকের কর্মজীবনে, মনীশ দেশাই ডিজি, ফিল্ম ডিভিশন, অ্যাডল ডিজি (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), আইআইএমসি, সিইও, সিবিএফসি সহ বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট পরিচালনা করেছেন। ফিল্ম ডিভিশনে থাকাকালীন, তিনি মুম্বাইতে ভারতীয় সিনেমার জাতীয় জাদুঘর স্থাপনের সাথে যুক্ত ছিলেন।এছাড়াও তিনি পিআইবি মুম্বাইয়ে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (আইএফএফআই), গোয়া সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টের মিডিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি, গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট,২০২৩-র লোগো এবং ওয়েবসাইট চালু করলেন

দেহরাদূন, ২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি, গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট,২০২৩-র লোগো এবং ওয়েবসাইট চালু করলেন। মুখ্যমন্ত্রী শনিবার উত্তরাখণ্ডের রাজপুর রোডের একটি হোটেলে ডিসেম্বর মাসে রাজ্যে প্রস্তাবিত গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিট,২০২৩-র লোগো এবং ওয়েবসাইট চালু করলেন। ওয়েবসাইট চালু করে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, বিনিয়োগকারী সম্মেলন রাজ্যের জন্য একটি ভাল সুযোগ। তিনি আরও বলেন, সরকার রাজ্যে বিনিযেোগে উৎসাহিত করতে দৃঢ়ভাবে কাজ করে চলেছে। এই বিনিয়োগকারী সম্মেলন সমগ্র রাজ্য এবং সমস্ত বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা বড় সুযোগ। রাজ্যবাসীকে এর সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে হবে। দেহরাদূনে এবং ২১ আগস্ট দিল্লিতে বিনিয়োগের জন্য শিল্প গ্রুপগুলির সঙ্গে আরও ভাল পরিবেশে আলোচনা হয় বলেও ধামি জানান। উত্তরাখণ্ডে বিনিযেোগে নিয়ে শিল্পে আগ্রহ রয়েছে। শিল্প গ্রুপের সবাই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের জন্য মানুষ সম্পূর্ণভাবে তৈরি আছেন। শিল্প গ্রুপ শিল্প সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। ১৫ থেকে ২০ হাজার এই ধরনের শিল্প রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। উত্তরাখণ্ড, রাজ্যের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রাখবে বলে ধামি দাবি করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সবার আগে উঠে আসছে উত্তরাখণ্ডের নাম। রাজ্যে ৬ হাজার একর জমির ব্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের বিনিয়োগকারী সম্মেলনের অভিজ্ঞতা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের এবারের টার্গেট দ্বিগুণ। আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযাযী, উত্তরাখণ্ডকে একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান রাজ্যে পরিণত করতে কাজ করতে হবে। ধামি সরকার ডিসেম্বরে প্রস্তাবিত গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ইনভেস্টর সামিটের জন্য দেহরাদূন থেকে দিল্লি পর্যন্ত এক দফা বৈঠক চলছে।
এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন, বিধায়ক দুর্গেশ্বর লাল, মুখ্যসচিব এস এস সান্ধু, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাধা রাতুরি, সচিব শৈলেশ বাগোলি, বিনয় শঙ্কর পান্ডে, বংশীধর তিওয়ারি প্রমুখ।

ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে চেন্নাই ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেছেন। আইসিএফ-এ শ্রী রেড্ডিকে শ্রী বি.জি. মালিয়া, জেনারেল ম্যানেজার, আইসিএফ, অর্ভ্যথনা জানান। আইসিএফ-এর সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেন এবং তাকে আইসিএফ-এর উপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়। শ্রী রেড্ডি কলকাতা মেট্রোর সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্পর্কে জিএম, আইসিএফকে অবহিত করেন। তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জিএম, মেট্রো শ্রী মাল্য, আইসিএফ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ICF-তে তাঁর ভ্রমণের সময়, শ্রী রেড্ডি ICF-এর ফার্নিশিং বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং উপাদনাধীন কোচগুলি পরিদর্শন করেন।

পরিকাঠামোর উন্নয়নমূল কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কয়েকটি ট্রেন বাতিল

মালিগাঁও, ০২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত একলাখি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু করার জন্য নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ট্রেনের চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী হয় বাতিল ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ট্রেনের বাতিলকরণ-১. ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৪৬৪১৫৪৬৩ নং (শিলিগুড়ি জং.-বালুরঘাট-শিলিগুড়ি জং) ইঃটারসিটি এক্সপ্রেস, ১৫৭০৯১৫৭১০নং (মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন) এক্সপ্রেস, ০৫৪২১০৫৪২২নং (মালদা টাউন-বালুরঘাট-মালদা টাউন) স্পেশাল, ০৫৭১৭০৫৭১৮নং (মালদা কোর্ট-কাটিহার-মালদা কোর্ট) স্পেশাল ও ১৩১৫৩১৩১৫৪নং (শিয়ালদহ-মালদা টাউন-শিয়ালদহ) এক্সপ্রেস ট্রেনের স্লিপ কোচগুলি বাতিল থাকবে। ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ- ১. ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১৩১৭৫নং. (শিয়ালদহ-শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটির রওনা দেওয়ার সময় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ০৬.৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৮.৩৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, নর্দান রেলওয়ের অধীনে লখনউ ডিভিশনের বারাণসী ইয়ার্ডে রিমডেলিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেকশন দিয়ে অতিক্রম করা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেনের চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী হয় বাতিল অথবা পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেনের বাতিলকরণ- ১. ১১, ১৮, ২৫ সেপ্টেম্বর ও ০২, ০৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৬নং (গুয়াহাটি-ওখা) দ্বারকা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।২. ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ০৬, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩৫নং (ওখা-গুয়াহাটি) দ্বারকা এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।৩. ২০, ২৭, সেপ্টেম্বর ও ০৪, ১১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬৮নং (কামাখ্যা-গান্ধীধাম) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।৪. ২৩, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ০৭, ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৬৭নং (গান্ধীধাম-কামাখ্যা)এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ট্রেনের পথ পরিবর্তন-১. ০৩ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৩২০৫০৫নং (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাপরা, গোরখপুর জং., বরাবাংকি জং. ও লখনউ হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

ইচ্ছে মতো স্কুলে যাতায়াত শিক্ষকের, স্কুল থেকে উধাও চেয়ার-টেবিল সহ লাইট-পাখা, ধুঁকছে স্কুল বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো যে একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে ফের তার একটি নিদর্শন পাওয়া গেল প্রান্তিক বাঁকুড়ার এক গ্রামে। প্রাচীরবিহীন জরাজীর্ণ স্কুল, শ্রেণিকক্ষ থাকলেও দরজা-জানালার অর্ধেক অংশ খেয়েছে উই পোকায়। স্কুলে শিক্ষক একজন তাও খামখেয়ালিপনায় যাতায়াত। স্কুলের মাঠের ভিতর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মদের বোতল থেকে নেশাজাত দ্রব্য। সন্ধ্যা নামলেই স্কুলের মাঠে বসে নেশার আসর চলে অসামাজিক কার্যকলাপ। সারা দিন ফাঁকা স্কুলে চলে কিশোর ও যুবকদের তাসের আসর। এমনটাই অভিমত এলাকাবাসীর। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের অন্তর্গত আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বিন্দাজাম গ্রামের সিহিকা সাঁওতাল জুনিয়র হাইস্কুল। ২০১৪-১৫ সালে তৈরি হয় স্কুল ভবন। স্কুল ভবন নির্মানের সাথে সাথেই ছাত্র ছাত্রীতে ভরে উঠতে থাকে স্কুল চত্বর। কচিকাচাদের কোলাহল বাড়তে থাকে। প্রথমে দু'জন অতিথি শিক্ষক নিয়োগ করে। তাঁরা অবসর নিলে আরও একজন অতিথি শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনিও অবসর নিলে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে ডেপুটেশনে জুনিয়ার হাইস্কুলে পাঠানো হয়। একমাত্র সেই শিক্ষক এখন ইচ্ছেমতো স্কুলে যাতায়াত করেন। বর্তমানে সেই স্কুল, শিক্ষকের অভাবে হাতেগোনা পড়ুয়া। ফাঁকা পড়ে রয়েছে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষগুলি। আগাছায় পরিপূর্ণ বিদ্যালয় চত্বর। উধাও হয়েছে বসার বেঞ্চ স্কুলের পড়াশোনার এই হালে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমতে কমতে এখন মাত্র পঁচিশে ঠেকেছে। অবহেলায় চুরি গিয়েছে স্কুলের চেয়ার- টেবিল- বেঞ্চ এমনকি পড়ুয়াদের পানীয় জলের পাম্পও সহ লাইট- ফ্যানও । স্কুলের পঠন- পাঠনের এই বেহাল অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। শিক্ষকের অভাবেই নাকি প্রায় শতাধিক আর্থিকভাবে দুর্বল সাঁওতাল বাড়ির পড়ুয়া নিজের গ্রাম ছেড়ে প্রায় চার- পাঁচ কিলোমিটার দূরে ছেলেমেয়েরা খরচ করে অতি কষ্ট করে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে বাইরের বিদ্যালয়ে।

এলাকাবাসীর মতে ২০১৪ - ১৫ সালে তৈরি হওয়ার পর থেকে রমরমিয়ে চলত এই বিদ্যালয়। দ্রুত গতিতে বাড়ছিল স্কুলে ভর্তির পরিমান। গ্রামের পঞ্চাশ থেকে ষাট জন পড়ুয়া ভর্তিও হয় স্কুলে। কিন্তু স্থায়ী শিক্ষক কোনওদিনই নিয়োগ না হওয়ায় স্কুল চলতে থাকে অতিথি শিক্ষকদের ভরসায়। একে একে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিদ্যালয়ের পরিষেবা। বিদ্যালয় কক্ষের কাঠের দরজা জানলা উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে । কক্ষগুলি খোলাই থাকে সবসময়। স্থানীয়রা বলছেন স্কুল থেকে একে একে উধাও হয়ে গেছে সবকিছু। ভারপ্রাপ্ত-শিক্ষক যিনি রয়েছেন তিনি নামমাত্র বিদ্যালয়ে আসেন। বিন্দাজাম গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ কুন্ডু জানান - মাসে দশে বিদ্যালয়ে আছেন শিক্ষক। দশটায় এসে এগারোটায় টায় চলে যান। একসময় সবই ছিল আজ প্রত্যেকটা জিনিস চুরি হয়ে গেছে। সিহিকা সাঁওতালি জুনিয়র হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক যদিও স্থানীয়দের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। স্থানীয় স্কুল ইন্সপেক্টর সুদীপ জানা বলেন শিক্ষককে আমরা সতর্ক করেছি। তিনি আগে থেকে না জানিয়ে যাতে স্কুল কামাই না করেন। তাহলে স্কুল বন্ধ থাকবে না। বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। শিক্ষকের ঘাটতি মেটানোর ব্যাপার কথা হচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকে বিদ্যালয়ের ঠিক কি কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার একটি অফিসিয়াল প্রপোজাল জানানোর জন্য বলা হয়েছে। গোটা ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা ব্যাবস্থাকে দায়ী করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনা তো রাজ্যে ঘটছেই। স্কুলগুলির বেহাল অবস্থা। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। আদিবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এতটুকুও ভাবিত নয় রাজ্য সরকার। জঙ্গলমহলে ড্রপ আউটের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে এদিকে সমস্ত জট কাটিয়ে কবে নতূন শিক্ষক ভাবে নিয়োগ হবে শিক্ষক? কবে নতূন ভাবে শুরু হবে পঠনপাঠন? কবে সেই পুরোনো ছন্দে দেখা যাবে এই সাজানো শিক্ষাঙ্গনকে? সারাগ্রামের ১২০০ পরিবারের পড়ুয়ারা এখন সেদিকেই তাকিয়ে।

ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী ব্যক্তি, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো এক ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার নন্দনপুরের ফতেপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত্যু ব্যক্তির নাম হরি কুমার সরকার (৫০) বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার নন্দনপুরের ফতেপুর গ্রামে। শনিবার সকালে পারিবারিক বিবাদের জেরে অভিমানে পাশের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি পরে বিষয়টি পরিবারের লোকজনদের নজরে আসতেই তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শনিবার দুপুরে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় এলাকার ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি নেমে এসেছে ওই পরিবারে।

ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এলেন অভিষেক ব্যানার্জী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।

এদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথে ধূপগুড়ির উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেয় তিনি। তাকে স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। শিলিগুড়ি- ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে এলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। এদিন কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথে ধূপগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। তাকে স্বাগত জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা।

মায়াপুরে মন্দিরে দুষ্কৃতি তান্ডবের প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিজেপির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার সকালে মায়াপুর থেকে

ধুবুলিয়া ও ৩৪ নং জাতীয় সড়ক সংযোগকারী মূল রাস্তায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি, উপস্থিত বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম পাল সহ অনেকে। তাদের দাবী গতকাল রাতে স্থানীয় শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় বেদান্ত মঠে হামলা চালায় দুস্কৃতী, ও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে তুলসী দেবীর মূর্তীর একাংশ, আর এরই প্রতিবাদে ও দুস্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে এই পথ অবরোধ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিজেপির নেতৃত্বরা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম পাল বলেন বাংলাদেশে যেমন আমরা দেখেছি দুর্গা পুজোর আগে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মঠ মন্দির সহ পুজো মন্ডপে দুস্কৃতীরা হামলা চালায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই নদীয়া এখানেও গতকাল রাতে এই মন্দিরে দুস্কৃতি হামলা হয়, আর যার ফলে প্রায়, পঁচিশ বছরেরও পুরোনো এই তুলসী দেবীর মূর্তীর একাংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই, পাশাপাশি এদিনের পথ অবরোধের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে চাই এই ঘটনার সাথে জরিত সকলের অবিলম্বে যেন শাস্তি হয়, আর এই ধরনের ঘটনাকে আমরা কোন ভাবেই প্রশয় দেব না।

পরকীয়ার 'শাস্তি', বধূর চুল কেটে নিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়েছেন বধূ, এমনই দাবি তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের। শিক্ষা শেখাতে তাঁকে মারধর করে কেটে নেওয়া হল চুল। মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাক্ষী উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানার কাপাচণ্ডী গ্রাম। জখম মহিলাকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আক্রান্ত মহিলার অভিযোগ, প্রমাণ ছাড়াই পরিকল্পিতভাবে আমাকে মারধর করে চুল কেটে সামাজিক সম্মান নষ্ট করা হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা এসব করেছে। জোর করে ঘরে ঢুকে নগদ ৫০ হাজার টাকা-সহ দু'ভরি সোনার ও ৩০ ভরি রুপোর গয়না লুট করা হয়। ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্রও লুট করা হয়েছে। মারধর করে চুল কেটে নেওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। ঘটনার কথা জানিয়ে করণদিঘি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার স্বামী। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তিনি। অসুস্থ ওই মহিলাকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

লুপা পোকার উপদ্রবে নষ্ট হচ্ছে চা পাতা, মাথায় হাত বাগান মালিকদের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ও চোপড়ার চা বাগানগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'ভয়ঙ্কর' লুপা পোকা। এই পোকার আক্রমণে রোগা হয়ে যাচ্ছে চা গাছ। এর ফলে কাঁচা চা পাতার উৎপাদন অনেকটাই কমে যাওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কায় ভুগছেন চা বাগান মালিকরা। লুপা অনেকটাই শুঁয়োপোকার মত দেখতে। এই পোকার এর উপদ্রবে মাথায় হাত পড়েছে জেলার চোপড়ার ছোট ও বড় বহু চা বাগান মালিকের। চোপড়ার দাসপাড়া, দামোদর পাড়া- সহ বিভিন্ন এলাকায় দিন দিন বাড়ছে লুপা পোকার উপদ্রব। এই পোকার আক্রমণে দিশেহারা চা বাগানের মালিক থেকে চাষিরা। স্প্রে-সহ নানা বিধ চেষ্টা করেও এই পোকার উপদ্রব কমাতে অপারগ তাঁরা। এই পোকা নষ্ট করে দিচ্ছে চা গাছের পাতা। গাছ হয়ে যাচ্ছে রোগা। যা চা চাষের পক্ষে মোটেও ভালো নয়। এই পোকার হাত থেকে বাঁচতে এখন বিশেষজ্ঞদের সহায়তা চাইছেন চা চাষিরা।

করোনাকালে পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ, শিক্ষারত্ন সম্মান দিল মাদ্রাসা শিক্ষককে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ সেপ্টেম্বর ঃ করোনাকালে পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ, শিক্ষারত্ন সম্মান দিল ইলামবাজারের মেটেকোনা হাই মাদ্রাসা

(উ.মা.) প্রধান শিক্ষক মহম্মদ নজরুল ইসলামকে। সিউড়ির এক ব্লকের আলুন্দা গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ নজরুল ইসলাম ১৯৯৩ সালে সিউড়ির হামিদিয়া হাইমাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তারপর ২০০৯ সাল থেকে ইলামবাজারের মেটেকোনা হাই মাদ্রাসার (উ.মা.) প্রধান শিক্ষক শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। তিনি বলেন, করোনাকালে আড়াই বছর ছাত্র- ছাত্রীদের কোন যোগাযোগ ছিল না। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মিড ডে মিল বিতরণের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অটুট রেখেছিলেন। সেই সময় আমি তাদের এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া এবং তা দেখে মূল্যায়ণ করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছিলাম। পরবর্তীকালে বাচ্চাদের স্কুলমুখী করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলাম। সে কারণেই হয়তো আমাকে শিক্ষারত্ন হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। তবে এরজন্য মহান আল্লাহ তালার কাছে কৃতজ্ঞ ঠিকই, তবে এই পুরস্কার আমি আমার মাকে উৎসর্গ করতে চাই। আমার বাবা ছিলেন একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। মা নুরনেহার বিবি একজন গৃহবধূ। তিনি বর্তমানে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। উঠতে পারেন না। তিনি আমাকে এই মহান পেশায় নিয়ে এসেছেন।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর ঃ তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের বারকোদালি -২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউরখাতা এলাকায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলের উপর হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে অপু বর্মন কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তৃণমূলের দুস্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে গতকাল রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানায় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় আহত ওই পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলেকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলে। জানা যায় শুক্রবার রাত বারোটা নাগাদ তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের বারকোদালি -২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউরখাতা এলাকা থেকে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি চৈতি বর্মন বড়ুয়া।

বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মুদি দোকান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বুনো হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মুদি দোকান। এই নিয়ে গত এক সপ্তাহের মধ্যে দুবার হাতি হানা দিল মাদারিহাটের মেঘনা সাহা নগরের রেবি ওরাঁও এর মুদি দোকানে। জানা যায় গতকাল গভীর রাতে জলদাপাড়া জঙ্গল একটি বুনো হাতি বেরিয়ে মেঘনা সাহা নগরে প্রবেশ করে এবং বুনো দাঁতাল হাতিটি এলাকার রেবি ওরাঁও এর মুদি দোকানে হানা দেয়। মুদি দোকানের সাটার ভেঙ্গে দোকান প্রবেশ করে এবং দোকানের ভিতরে থাকা আলমারি, ফ্রিজ ক্ষতি করে। এরপর দোকানে থাকা চাল সাবার করে দেয় হাতিটি।

সেরা বিদ্যালয়ের তালিকায় বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বছরের সেরা বিদ্যালয় পুরস্কারের তালিকায় স্থান করে নিল পূর্ব বর্ধমান জেলার একমাত্র স্কুল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুল। জেলার কয়েকশো স্কুলের মধ্যে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুল কে অন্যতম সেরা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের সেরা স্কুলের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ১৩ টি স্কুল। ১৩ টি মধ্যে ১১ টি শিক্ষাক্ষেত্রে এবং ২ টি খেলাধূলার পারদর্শীতার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এই নিয়ে রাজ্যের সেরা তালিকায় দ্বিতীয়বার স্থান পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ ছাত্র ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুনাভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সংবাদটি পেয়ে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই আপ্লুত। তাদের স্কুলকে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর অন্যতম সেরা হিসাবে বেছে নিয়েছে এটা অবশ্যই গর্বের বিষয়। মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল শতাব্দি প্রাচীন স্কুল। এখান থেকে বহু কৃতি সন্তান দেশ বিদেশে সর্বস্তরে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। গত শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশে স্থান করে নিয়েছে একাধিক ছাত্র। একাডেমিক ক্ষেত্রে রেজাল্ট, শিক্ষক ছাত্র অনুপাত, পড়াশোনা, খেলাধূলা সবদিক বিচার করেই এই সেরার তালিকা বাছাই করা হয় বলে জানিয়েছেন অরুনাভবাবু। বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক স্বপন বিশ্বাস জানিয়েছেন, যেহেতু তিনি নিজেও এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে এখানেই তিনি শিক্ষকতা করছেন তাই এই স্কুলের সাফল্যে তিনি বড়ই আনন্দ ও গর্ববোধ করছেন। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজের সবটুকু দিয়েই ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করেন, তাদের মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেন। স্কুলের এই সাফল্য ছাত্র শিক্ষক প্রত্যেকেরই সাফল্য বলে তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাচীন স্কুল গুলির মধ্যে অন্যতম হল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুল। গত শিক্ষা বর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশের মধ্যে ছয়জন ছাত্রই ছিল এই স্কুলের। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সেরা তালিকায় নাম ছিল এই স্কুলের ছাত্রদের।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এলাকার বাসিন্দারা বিদ্যুতে পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এলাকার বাসিন্দারা বৃষ্টির জলে ভিজে বিদ্যুত পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন। ঘনঘন লোডশেডিং তার উপরে তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন গোটা গ্রাম। শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। দিনভর বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি গাড়ি এবং কর্মীদের আটকে রাখে গ্রামবাসীরা বলে অভিযোগ। পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের নিত্যানন্দপুর এলাকার ঘটনা। জানা যায়, পুরাতন মালদা ব্লকের নিত্যানন্দপুর, নাগেশ্বরপুর এবং সাহাপুর এলাকায় তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই। ফলে প্রচন্ড গরমে সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসী। তার সঙ্গে প্রচন্ড এই গরমে গোটা গ্রাম জুড়ে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জেরাবার চাঁচলবাসীও। শুধু চাঁচল নয় পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও একই সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে আগাম সতর্কীকরণ না করেই টানা দুই ঘন্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাট করে রাখে চাঁচল ফিডার সহ বিভিন্ন এলাকার ফিডারে। ক্ষুব্ধ হয়ে শুক্রবার রাত ১১ টা নাগাদ বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো

এলাকাবাসী। দপ্তরের কর্মীদের না পাওয়ায় আরোও জোরালো হয় বিক্ষোভ। টানা এক ঘন্টা ধরে চলতে বিক্ষোভ অভিযোগ, টানা এক সপ্তাহ ধরে রাত হলেই চাঁচল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় লোডশেডিং দেখা দেয়। যার জেরে সমস্যা পরে সাধারণ মানুষ। কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় গরম বেড়েছে। তার উপর গোদের ওপর বিষফোড়া লোডশেডিং। ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হতে হচ্ছে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলকেই। শুক্রবার লোডশেডিং হতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যুৎ দফতর ঘেরাও করে এলাকার মানুষ। পরে দুই ঘন্টা বাদে তা স্বাভাবিক হয়। তবে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনো আধিকারিক বা কর্মী মুখ খুলতে চায়নি।

ঝাড়গ্রামে হাতির আক্রমণে আবারও ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজনেরা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে হাতির আক্রমণে আবারও এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজনেরা। যদিও বনদফতরের বক্তব্য বার বার সচেতনতা মূলক প্রচার এবং এলাকায় হাতির দল থাকা নিয়ে তথ্য দেওয়া হলেও মানুষ জঙ্গলে যাচ্ছেন। আর এর ফলে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার সকালে লোধাশুলি রেঞ্জের টুটুহা গ্রামের চাষের জমি সংলগ্ন জঙ্গলে হাতির আক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে নিহত ব্যক্তির নাম যতিন্দ্র নাথ মাহাতো (৫৫)। বাড়ি টুটুহা গ্রামে। এদিন কোন কারণে জঙ্গলে গিয়ে হাতির দলের সামনে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে বনদফতর মনে করছে। এদিকে শুক্রবার সকালেও লোধাশুলি রেঞ্জের ঘৃতখাম গ্রামে একটি ফুটবল মাঠে হাতির হানায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। যদিও ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। উল্লেখ্য দিন সাতেক আগে কেউদিশোল গ্রামে হাতির হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে লোধাশুলি রেঞ্জ এলাকার বিভিন্ন জঙ্গলে ২০ থেকে ২৫ টি হাতির একটি দলের গতিবিধি রয়েছে। দলের হাতি গুলি বিভিন্ন ছোট ব। দলে ভাগ হয়ে গ্রামে ঢুকে প।ছে। খাবারের খোঁজে ধান জমি, সবজি জমিতে হামলা চালাচ্ছে। বনদফতর জানাচ্ছে হাতির দল কোথায় কখন রয়েছে সেই তথ্য ওই সব এলাকায় পাঠানো হয়। মাইকিং করা হয়। মানুষকে জঙ্গলে যেতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয়রা সেই সতর্ক বার্তা উপেক্ষা করে জঙ্গলে যাচ্ছেন। চলতি বছরে শুধুমাত্র ঝাড়গ্রাম ডিভিশনে হাতির হানায় মৃত্য হয়েছে ১১ জনের। ২০২২ সালের মার্চ থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩১ জনের হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে। আর পুরো ঝাড়গ্রাম জেলায় ধরলে ৩৯ জনের হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে। প্রতি বছর জেলায় যেমন হাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে তেমন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের মৃত্যু মিছিল। জেলার বিভিন্ন রেঞ্জের জঙ্গল গুলিতে দেড়শো থেকে দুশো হাতি থাকছেই। হাতি গুলিকে এক রেঞ্জ থেকে ড্রাইভ করলে অন্য রেঞ্জে এসে পড়ছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে হাতির দলকে সরানো যাচ্ছে না। পর পর দু দিনে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় নিয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও পঙ্কজ সূর্যবংশী বলেন এলাকায় হাতির গতিবিধির কথা জানানো হলেও মানুষ জঙ্গলে যাচ্ছেন। বনদফতরের নিষেধাঞ্জা শুনছেন না । ফলে বিপদ বাড়ছে। এদিনও এক ব্যক্তি হাতির হানায় মারা গিয়েছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে শুক্রবার হাতির হানায় নিহত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ধূপগুড়িতে প্রচারে ঝড় তুললেন সেলিম ও সুজন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। বিভিন্ন দলের পাশাপাশি শনিবার সকাল সকাল কলতান ও সায়নদীপকে সাথে নিয়ে ধূপগুড়িতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে ঝড় তুললেন সেলিম ও সুজন। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে প্রচারের সময় প্রায় অন্তিম লগ্নে এসে পৌঁছে গেছে। শেষ প্রচারের আগের দিন ধুপগুড়ির ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম, সাথে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সুজন চক্রবর্তী। এছাড়াও এদের সাথে ছিলেন কলতান ও সায়নদীপ।

স্কুলের ইউনিফর্ম পরেই আত্মঘাতী নবম শ্রেণির পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২ সেপ্টেম্বর ঃ স্কুলের ইউনিফর্ম পরেই আত্মঘাতী নবম শ্রেণির পড়ুয়া। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে লটারি টিকিট বিক্রি করার জন্য প্রতিনিয়ত উপর চাপ দিচ্ছিল। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই বছর ১৬-র ওই কিশোর আত্মঘাতী হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে। ওই পড়ুয়া সেখানকার একটি স্কুলে পড়ত। এই ঘটনায় মূল অভিযোগ প্রধান শিক্ষক গগেন্দ্র গুরুংয়ের বিরুদ্ধে। ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনার পর ক্ষোভে প্রথমে স্কুলে ও পরে দার্জিলিং থানায় বিক্ষোভ দেখায় মৃত ছাত্রের পরিবার ও স্থানীয়রা। ঘটনার পরই স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ছাত্রের পরিবার। তবে গোটা ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন থেকে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যাদবপুরে কলেজ পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনার পর দার্জিলিংয়ে স্কুল ছাত্রের আত্মহত্যার ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন শিক্ষামহল।

লক্ষ টাকার সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে বন দফতরের দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে শনিবার এই ঘটনায় এখনও কেও গ্রেফতার হয়নি। দলগাঁও রেঞ্জের রেঞ্জার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বড় হাওদা এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বাড়ি থেকে প্রায় ১০৫ সিএফটি সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়।

মুর্শিদাবাদে তিন বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে ফিডার ক্যানেলে ঝাঁপ মহিলার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার চাঁদপুর পল্টন ব্রিজে তিন বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে ফিডার ক্যানেলে ঝাঁপ দিল এক মহিলা। শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে । এখনও পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া শিশু ও মহিলার নাম পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে ডুবুরি টিমকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে ক্যানেলের আশপাশ দিয়েই বাচ্চার হাত ধরে ঘুরে বেরাচ্ছিলেন তিনি। তাঁকে ইতঃস্তত ঘুরতে দেখেছিলেন স্থানীয় দোকানিরাও। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য, মহিলার আচরণে সেরকমভাবে কোনও অস্বাভাবিকত্ব দেখতে পাননি তাঁরা। আচমকাই তাঁরা দেখতে পান, বাচ্চাকে কোলে নিয়েই ক্যানেলে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা দৌড়ে গেলেও তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় সামসেরগঞ্জ থানায়। পুলিশ গিয়ে ক্যানেলে ডুবুরি নামান। তবে শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, মা ও ছেলেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তল্লাশি চলছে। দু'জনের দেহ উদ্ধার হলেই তাদের পরিচয় জানা যাবে। আর পরিচয় জানা গেলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে পুলিশ। আপাতত পুলিশ আশপাশের থানায় খবর দিয়ে রেখেছে।

মৃত নাবালিকার পরিবারের সাথে দেখা করলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দিদির মহিমার কারণেই বাংলার

নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যা হতে দেখছি আমরা। নারীদের ওপর অত্যাচারের মামলায় গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে রয়েছে। মাটিগাড়ায় নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর এমনটাই বললেন কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন অধীর রঞ্জন চৌধুরী শিলিগুড়িতে পৌঁছে কংগ্রেস নেতা শঙ্কর মালাকারের সঙ্গে মৃতার বাড়িতে পৌঁছান। পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'সাগর থেকে পাহাড় একই জিনিস দেখা যাচ্ছে। সব জায়গায় নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। দিদির মহিমার কারণেই বাংলার নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যা হতে দেখছি আমরা'।

জম্মু-কাশ্মীর এখন সন্ত্রাসমুক্ত হওয়ার দিকে এগোচ্ছে ঃ ডিজিপি

সোপোর, জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) দিলবাগ সিং শনিবার বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর কেংদ্রশাসিত অঞ্চল সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পুলিশ এখন সাহসিকতার সঙ্গে নেশাগ্রস্তদের মোকাবিলা করছে। পুলিশ লাইন সোপরের ডিজিপি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর একটি সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল তৈরিতে প্রস্তুত। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা অনেকাংশে কমে গিয়েছে। যেকজন সন্ত্রাসবাদী আছে, তাদের নির্মূল করতে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, জানান ডিজিপি। তিনি আরও বলেন, নেশামূলক দ্রব্যের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় জম্মু - কাশ্মীরে মাদক পাচার রুখতে সবরকমের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডিজিপি দিলবাগ সিং আরও বলেন, সোপোর একসময় সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল, আর আজ এখানে সর্বত্র ব্যবসার উন্নতি ঘটছে। রাস্তায় শান্তি বজায় রয়েছে এবং মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। দিলবাগ সিংয়ের সঙ্গে ছিলেন উত্তর কাশ্মীর রেঞ্জের ডিআইজি বিবেক গুপ্তাও। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদী হামলার নির্মূল করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হল মাদক দ্রব্যের প্রচার রুখে দেওয়া। তিনি বলেন, আমরা জম্মু ও কাশ্মীরকে মাদকমুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে ডিজিপি বলেন, সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাগানের বদলার ডার্বি ফাইনালে সতর্ক মশাল বাহিনী

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ডুরান্ডের লিগ পর্যায়ে সাড়ে চার বছর ডার্বিতে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই হারের মুখ দেখতে হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। রবিবার আবার বড় ম্যাচে মুখোমুখি দুই প্রধান। সবুজ মেরুন শিবিরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে একটাই শব্দ। বদলা। ১২ আগস্টের হারের স্মৃতি এখনও দগদগে জুয়ান ফেরান্দোর দলের কাছে। রবিবার বদলার সঙ্গে বোনাস হিসাবে ট্রফিটাও সমর্থকদের উপহার দিতে চান জেসন কামিংস-হুগো বুমোসরা। শুধু ডুরান্ড কাপ নয়, মোহনবাগানকে এর মধ্যেই খেলতে হয়েছে এএফসি কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচ। সেই ম্যাচগুলোও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এএফসি কাপের মূলপর্বে পৌঁছে গিয়েছে মোহনবাগান। সবুজ-মেরুনের লক্ষ্য এখন ডুরান্ড কাপের ফাইনালে। মেগা ফাইনালের স্প্যানিশ কোচের অস্বস্তির কারণ ফুটবলারদের ক্লান্তি। পর পর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে সবুজ মেরুনকে। তাই ক্লান্তি এখন বড় প্রতিপক্ষ সবুজ মেরুনের কাছেও। প্রথম একদশ নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন ফেরান্দো। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলন বলেন, আমার দলের ফুটবলাররা ভীষণভাবে ক্লান্ত। আমি এখনও নিশ্চিত নই, টিম কী ভাবে সাজাব। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। আমি খুশি। মুম্বই, গোয়াকে হারিয়েছি। আমাদের উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে ফোকাস একটাই, ট্রফিটা জিততে চাই। প্রথম ডার্বিতে হার মেনেছিল ফেরান্দোর দল, রবিবার সেই হারের মধুর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। যদিও ফেরান্দো মুখে একবারও বদলা শব্দটি মুখে আনলেন না। ফেরান্দোর কথায়, এই টুর্নামেন্টে আমরা ভালো খেলছি। মুম্বই সিটি এফসিকে হারিয়েছি। আমরা ম্যাচ জিততে চাই। ফাইলা জিতলেই ট্রফি জিতব। দল ৫০ তৈরি। এত ঘনঘন ম্যাচ যে, কোনও ট্রেনিং করার সুযোগ পাইনি। ম্যাচ খেলেছি, রিকভারি করেছি। ইচ্ছে রয়েছে ম্যাচের শেষে আবার ট্রেনিং করব। তবে কোনও ম্যাচ নয়। গোল খাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে স্প্যানিশ কোচ বলেন, অনেক সময়ে বেশি ম্যাচ খেললে খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর যে গোলগুলো হয়েছে, সেগুলো ব্যক্তিগত ভুলের জন্য। ডুরান্ড কাপ ফাইনালের শেষে ছেলেদের নিয়ে পড়তে হবে। তখন তো একাধিক ম্যাচ খেলতে হবে না। দলটাকে গুছিয়ে ফেলতে পারব। প্রতিপক্ষ ইমামি ইস্টবেঙ্গল নিয়েও বাড়তি সতর্ক ফেরান্দো। তাঁর কথায়, ইস্টবেঙ্গল খুব ভালো খেলেছে। শেষ ম্যাচে আমাদের হারিয়েছে। ফলে ওদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। দলের নবাগত ফুটবলার ভিক্টর বলেন, এখানকার ডার্বির কথা অনেক শুনেছি। কাল মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। আমি এখনও পুরো ফিট হয়ে উঠতে পারেনি, সময় পাইনি দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার। এখনও সতীর্থদের ঠিক মতো চিনে উঠতেই পারেনি। তারই মধ্যে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং দলকে জেতানোর। তবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে আনোয়ার আলি দুরন্ত। অন্যদিকে সাড়ে চার বছর পর ডার্বি জিতিয়েছেন, দলকে ডুরান্ডের ফাইনালে তুলেছেন, এবার ট্রফি জয়েরও স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। লাল হলুদ জনতার কাছে কার্লোস কুয়াদ্রাত এখন স্বপ্নের সওদাগর। ১৯ বছর কেটে গিয়েছে ডুরান্ড কাপ লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে আসেনি। কার্লোস কুয়াদ্রাতের হাত ধরেই কী স্বপ্নপূরণ হবে? বিগত তিন বছরের ব্যর্থতার ধারা কাটিয়ে স্বপ্ন দেখছে ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ডের প্রথম ডার্বিতে জয় এসেছে, কিন্তু প্রথম বড় ম্যাচে খেলা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে বর্তমান দলের যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, তা ভালোই জানেন কার্লোস, তা নিজের দলকে মুড়ে রাখছেন সতর্কতার চাদরে। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসেও লাল-হলুদ কোচের মুখে প্রতিপক্ষকে নিয়ে সতর্কতার সুর। কুয়াদ্রাত বলেন, ওরা এএফসি কাপ খেলছে। নেপাল, বাংলাদেশ এমনকি ভারতের চ্যাম্পিয়ন দলকে হারিয়েছে। মুম্বই এফসিকেও হারিয়েছে। আমাদের প্রতিপক্ষ দলও নিশ্চিত ভাবে ফাইনালের জন্য তৈরি হচ্ছে। ডার্বি ফাইনাল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। মোহনবাগান পর পর দু'টো ম্যাচ হারতে চাইবে না। আমাদের প্রথম মিনিট থেকে সতর্ক থাকতে হবে। মরসুমের প্রথম ডার্বি জেতায় মানসিক দিক থেকে কি কিছুটা এগিয়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল? এমন মনে করেন না কুয়াদ্রাত। ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, ফুটবলে মানসিকতা একটা বড় ফ্যাক্টর। ২০১৬ সালের পর পর দুটি ডার্বিতে আর জয় পায়নি ইস্টবেঙ্গল, এটা অত্যন্ত কঠিন। আমরা কঠিন সময় পেরিয়ে অনেক বছর পর ফাইনালে উঠেছি। ট্রফি পেতেই হবে। তবে পরপর দুটো ডার্বি কোনওভাবেই হারতে চাইবে না মোহনবাগান। তাই আমাদের অতি সতর্ক থাকতে হবে। শৌভিক চক্রবর্তী খেলতে পারেবন না রবিবারের ডার্বিতে। তাঁর পরিবর্তে কে খেলবেন? তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন। কীভাবে কামিংস সাদিকুদের। সেই প্রসঙ্গে নিজের তাসটা সুকৌশলে আস্তিনের ভিতরই রেখে দিলেন কুয়াদ্রাত। শেষবার ২০০৪ সালের ডুরান্ড কাপ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দ্বৈরথ দেখা গিয়েছিল। সেবার ২-১ গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় লাল-হলুদ বাহিনী। বিগত কয়েক বছরে খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে মুখোমুখি হয়নি দুই প্রধান। তাই এই বড় ম্যাচের তাৎপর্য অনেক বেশি। এদিকে ডুরান্ড শুরু থেকেই রেফারিং নিয়ে বিতর্ক চরমে। মেগা ফাইনালের আগেও যা অব্যাহত থাকল। গ্রুপ পর্ব হোক বা নক আউট ঐতিহ্যের ডুরান্ড কাপে রেফারিং নিয়ে সবর হয়েছেন কম বেশি সব দলের কোচই। এমনকি শুক্রবার থেকে এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন কর্তারাও। শনিবার প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনেও উঠল রেফারির প্রসঙ্গ। ফাইনালের আগে জুয়ান ফেরান্দো হোক বা কার্লোস কুয়াদ্রাত দুই কোচের মুখেই রেফারিং নিয়ে ভিন্ন সুর। শুক্রবারই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করা হয়েছিল একটি দলকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। নাম না করলেও লাল-হলুদ শিবিরের নিশানায় যে ছিল চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব। আর ম্যাচের আগের দিন লাল-হলুদ কোচ একধাপ এগিয়ে সরাসরি বড় ম্যাচে বিদেশি রেফারি খেলানোর পক্ষেই সওয়াল করলেন। ফাইনালের আগে প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কার্লোস কুয়াদ্রাত পষ্টতই জানিয়ে দেন, রেফারিং আমাদের হাতে নেই। ডার্বি ম্যাচে বিদেশি রেফারিদেরই ম্যাচ পরিচালনা করা উচিত। কারণ স্থানীয় রেফারিরা জানেন বড় ম্যাচের পরিবেশ কেমন হয়, তাদের উপর একটা আলাদা চাপ থাকে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে কুয়াদ্রাত আরও বলেন, আপনারা দেখবেন সব দলের কোচই রেফারিং নিয়ে মন্তব্য করেছেন, ভিন রাজ্যের রেফারি হলেও তিনি এই ম্যাচের টেম্পারমেন্টটা জানবেন। ফলে তাঁর উপরও চাপ হতে পারে। কিন্তু বিদেশি রেফারিদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হবে না। কার্লোসের এই বক্তব্যের সঙ্গে একেবারেই সহমত নন তাঁরই স্বদেশীয় জুয়ান ফেরান্দো। রেফারিং নিয়ে তাঁর বক্তব্য, আমরা ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির কথা বলছি। সেটা শুধু মাত্র মাঠে উন্নতি করলেই হবে না। পরিকাঠামো, অ্যাকাডেমি, রেফারিং সব বিভাগেই উন্নতি করতে হবে। তবেই ভারতীয় ফুটবলের প্রসার ঘটবে। শুক্রবার ক্লাব তাঁবুতে লাল হলুদের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার এফসি গোয়া বনাম মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যাচের ছবি তুলে ধরে অভিযোগ করেন, প্রতিটি ম্যাচেই একটি দলকে রেফারিদের পক্ষ থেকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সেমিফাইনালে সুবিধা পেয়েছে। কোয়ার্টারে মুম্বই সিটি ম্যাচে পেয়েছে। গত বছর বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে ফাইনালে একই ঘটনা ঘটেছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচের পর গোয়ার কোচও একই অভিযোগ করেছেন। এর পাল্টা বাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, নব্বইয়ের দশকে বড় ম্যাচের আগে দুই ক্লাব এই ট্যাকটিস নিত যাতে রেফারিদের উপর চাপ তৈরি করা যায়। আমার মনে হয় উনি ৯০-র দশকেই পড়ে আছেন। ২০২৩এ আসতে পারেননি।

প্রস্তুতি ম্যাচ ড্র

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ এবারের আইলিগে নতুন দল হিসাবে যুক্ত হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ক্লাব ইন্টার কাশী। আসন্ন আই লিগে খেলতে দেখা যাবে এই ক্লাবকে। এই মুহূর্তে কলকাতায় তারা প্রাক মরশুম প্রস্তুতি সারছে। নতুন দল ইন্টার কাশী ঠিক কেমন তা হয়তো অনেকেই জানে না। জানার কথাও নয়। কারণ এই প্রথমবার তারা আই লিগে খেলতে নামছে। অচেনা এই দলটি কেমন হতে তা না জানলেও, কলকাতার এক প্রধানকে আটকে দিয়েছে তারা। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলকে তারা আটকে দিয়েছে। প্রাক মরশুম প্রস্তুতি ম্যাচে নিউটাউনের ন্যাশনাল এক্সিলেন্স অফ ফুটবল ক্যাম্পাসে মুখোমুখি হয় ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দল এবং ইন্টার কাশী। আর সেই ম্যাচ যখন শেষ হয়, তখন ম্যাচের ফলাফল দাঁড়ায় ১-১। ফলে এটা বোঝা গিয়েছে ভারতীয় ফুটবলে চমক দিতে প্রস্তুত উত্তরপ্রদেশের এই ক্লাবটি। প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে ড্র মোটেই সহজ কাজ নয়। ফলে লাল-হলুদকে রুখে দিয়ে কিছুটা হলেও আভাস দিয়ে রাখল তারা। এদিন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন পেকা। এবং ইন্টার কাশীর হয়ে গোল করেন ইশান দে। ম্যাচ শেষে ফলাফল দাঁড়ায় ১-১। এই মুহূর্তে ইন্টার কাশী প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য কলকাতায় উপস্থিত রয়েছে। জানা গিয়েছে আরও বেশ কিছু দল কলকাতায় তাদের প্রাক মরশুম শিবির চালাবে। যার মধ্যে রয়েছে হায়দরাবাদ এফসিও। তারাও কলকাতায় বেশ কয়েকটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে। নতুন মরশুম শুরু হওয়ায় আগে নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিতে যেমন ব্যস্ত আই লিগের ক্লাবগুলি। ঠিক তেমনই, নিজেদের প্রস্তুতি সেরে ফেলতে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছে তারা। পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের নয়া ক্লাব ইন্টার কাশীতে সই করছেন জ্যাকিচাঁদ সিং। সব কিছু ঠাকঠাক হয়ে গিয়েছে। তবে এটা পরিস্কার যে, এবারের আইলিগে বেশ দাপট দেখাতে চলেছে ইন্টার কাশী। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী অক্টোবর মাস থেকে শুরু হতে পারে এবারের আই লিগ। যা চলবে আগামী বছর এপ্রিল মাস পর্যন্ত।

ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের কোনও ম্যাচ পেল না বাংলা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ কোথায় খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল? শনিবারই তা চূড়ান্ত করে ফেলল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ এবং ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপের জন্য যৌথভাবে যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে ভারতকে। ভারত রয়েছে 'এ' গ্রুপে। ভারতের গ্রুপে রয়েছে কাতার ও কুয়েত। এছাড়াও থাকবে আফগানিস্তান অথবা মঙ্গোলিয়ার মধ্যে যে কোনও একটি দল। এই দুই দলের মধ্যে প্লেঅফ ম্যাচে যারা জিতবে, তারা। ভারত সরাসরি খেলবে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে। যেহেতু ভারত এখন এশিয়ার ১৮ নম্বর দল, তাই তাদের সরাসরি দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে খেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচগুলির ভেন্যু শনিবারই ঘোষণা করে দিল এআইএফএফ। দুটি ভেন্যুতে হবে চারটি ম্যাচ। ম্যাচ গুলি আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওডিশা এবং আসামকে। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে এবং গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলি। পূর্ব ভারত চারটি ম্যাচ পেলেও ব্রাত্যই থাকল কলকাতা। দেশের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কোনও ম্যাচ দেওয়া হয়নি। আগামী ১৬ নভেম্বর কুয়েত এবং ২১ নভেম্বর কাতারের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। এই দুটি ম্যাচ হবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। এরপর আগামী বছর মার্চ মাসে আবার দুটি ম্যাচ খেলবে সুনীল ছেত্রীরা। সেই ম্যাচ দুটি হবে গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে। শনিবার ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতিতে সচিব শাজি প্রভাকরণ বলেন, আমরা আসাম এবং ওডিশা ফুটবল সংস্থাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সফলভাবে বিড করার জন্য। বিশ্বমানের চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এই দুটি ভেন্যুতে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও সব ধরণের সহযোগিতা আশা করছি। ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচগুলির আগে ভারতকে খেলতে হবে এশিয়ান গেমসেও। সুনীল ছেত্রীদের সঙ্গে গ্রুপ এ-তে রয়েছে আয়োজক দেশ চিন। বাকি দুই দেশ বাংলাদেশ ও মায়ানমার। এই গ্রুপের সূচি অনুসারে, ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত বনাম চিন (ভারতীয় সময় বিকাল ৫টা),২১ সেপ্টেম্বর ভারত বনাম বাংলাদেশ (ভারতীয় সময় দুপুর দেড়টা), ২৪ সেপ্টেম্বর ভারত বনাম মায়ানমার (ভারতীয় সময় বিকাল ৫টা)। পুরুষদের শেষ ষোলোর ম্যাচ হওয়ার কথা ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর। ১ অক্টোবর হবে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল। ৪ অক্টোবর হবে দু'টি সেমিফাইনাল। ফাইনাল হওয়ার কথা ৭ অক্টোবর। সে দিনই হবে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ। এছাড়াও কিংস কাপ, মারডেকার মতো একাধিক টুর্নামেন্ট রয়েছে ভারতীয় দলের।

ইউএস ওপেনের শেষ ষোলোয় নোভাক

নিউ ইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর ঃ নিজের চূড়ান্ত খারাপ দিনেও যে জিততে পারেন, আবারও সেই প্রমাণ দিলেন নোভাক জকোভিচ। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে স্বদেশীয় লাসলো জেরের বিরুদ্ধে প্রথম দুই সেটে হেরে গিয়েও প্রত্যাবর্তন করেন সার্বিয়ান তারকা। ৪-৬, ৪-৬, ৬-১, ৬-১, ৬-৩ ব্যবধানে জিতে নিজের পতন রুখে দেন। সেটা না হলে ২০০৬ সালের পর ফ্লাশিং মেডো থেকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছিটকে যেতেন বিশ্বের দু'নম্বর তারকা। সেটা অবশ্য হয়নি। বরং প্রথম দুটি সেটের হারের পরেও জয়ের রেকর্ড আরও ভালো করলেন। দীর্ঘ কেরিয়ারে প্রথম দুটি সেটে হারের পর এই নিয়ে অষ্টমবার ম্যাচ জিতলেন জকোভিচ। সেইসঙ্গে পাঁচ সেটে ম্যাচে জয়ের পরিসংখ্যান দাঁড়াল ৩৮-১১। জকোভিচ বলেন, বাকি খেলোয়াড়দের একটি বার্তা গেল যে আমি এখনও পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলতে পারি। গভীর রাতে গিয়েও খেলতে পারি। দুই সেট হেরে পিছিয়ে পড়ার পরও ম্যাচ জিতলে ভবিষ্যতের প্রতিপক্ষের কাছে একটা বার্তা যায়। সেইসঙ্গে সার্বিয়ান তারকা বলেন, তবে সত্যি কথা বলতে আমি এরকম জায়গায় থাকতে চাইনি। আমি স্ট্রেট সেটে জয় পছন্দ করি। তাই আশা করছি যে আগামী ম্যাচে আমি ছন্দে ফিরে আসব। আগামী ম্যাচে ২৫ বছরের ক্রোয়েশিয়ান কোয়ালিফায়ারের বিরুদ্ধে জকোভিচ ছন্দে ফিরবেন কিনা, সেটা সময় বলবে। কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডে স্বদেশীয় খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রথম দুই সেটে জকোভিচের পেশাদার টেনিস কেরিয়ারের অন্যতম খারাপ দিন কাটে। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে জকোভিচের নড়াচড়া দেখে একেবারেই জকোভিচ সুলভ মনে হচ্ছিল না। বলের নিয়ন্ত্রণও ঠিক রাখতে পারছিলেন না। লম্বা র‍্যালিতেও দাপট দেখাতে পারছিলেন না। প্রথম দুটি সেটে ৪৪ টি পাঁচ বা তার বেশি স্ট্রোকের র‍্যালিতে ২৮ পয়েন্ট হারান জকোভিচ। সবকিছু যেন তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছিল। আর এরকম অবস্থায় জকোভিচ সাধারণত যেটা করে থাকেন, আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামেও ঠিক সেটাই করেন। তৃতীয় সেট শুরু হওয়ার আগে লকার রুমে গিয়ে পোশাক বদলে আসেন। আর তারপর অধিকাংশ সময় যেমন হয়, এবারও ঠিক সেটাই হয়। একেবারে অন্য জকোভিচ যেন কোর্টে নামেন। তৃতীয় সেট থেকে ঘুরে দাঁড়ান জকোভিচ। তারপর আর স্বদেশীয়কে কোনও সুযোগ দেননি বিশ্বের দুই নম্বর তারকা। দারুণ প্রত্যাবার্তন করে গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখেন।

বাগানে ঈশান

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মোহনবাগানে বিশ্বকাপ জয়ী। বিশ্বকাপ জয়ী বাঙালি খেলোয়াড়কে দলে নিশ্চিত করেছে সবুজ মেরুন শিবির। শনিবার সকালে জানা গিয়েছে এই খবর। ফুটবলের পাশাপাশি ঘরোয়া টুর্নামেন্টে ক্রিকেটেও আধিপত্য বজায় রেখে খেলে মোহনবাগান ক্লাব। সেই লক্ষ্যে নতুন মরসুমের জন্য ঈশান পোড়েলকে ক্রিকেট দলে চূড়ান্ত করেছে সবুজ মেরুন শিবির। ঈশান পোড়েল অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার। হুগলীর এই ক্রিকেটার ২০১৬-১৭ মরসুমে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিদর্ভের বিপক্ষে বাংলার হয়ে লিস্ট এ ক্রিকেটে অভিষেক করেছিলেন। এরপর ২০১৭-১৮ মরসুমে হরিয়ানার বিপক্ষে রঞ্জি ট্রফিতে রাজ্য দলের হয়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তার। ঈশান কোচবিহার ট্রফির ফাইনালে দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলার জয়ে অন্যতম কারিগর ছিলেন। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুব ওয়ানডেতে ডাক পেয়েছিলেন এই বঙ্গ সন্তান। ২০১৮-১৯ মরসুমে আয়োজিত দলীপ ট্রফির জন্য ইন্ডিয়া রেডের স্কোয়াডে তার নাম জায়গা পেয়েছিল। ২০১৯ সালের আগস্টে, ২০১৯-২০ দলীপ ট্রফির জন্য তাকে ইন্ডিয়া গ্রিন দলের স্কোয়াডে তার নাম দেওয়া হয়েছিল। এর দুই মাস পরে ২০১৯-২০ দেওধর ট্রফির জন্য তাকে ভারত সি স্কোয়াডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। এর পরের বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত এ দলের নিউজিল্যান্ড সফরে খেলার জন্য ঈশান পোড়েলকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

দলে রোনাল্ডো

লিসবন, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন ইউরো ২০২৪ বাছাইপর্বে স্লোভাকিয়া ও লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে পর্তুগাল দলে ডাক পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বাছাইপর্বে এ পর্যন্ত চার ম্যাচ শেষে শতভাগ জয়সহ ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'জে' গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করছে পর্তুগাল। শুক্রবার ব্রাস্তিলাভায় স্লোভাকিয়ার মুখোমুখি হওয়ার তিনদিন পর লুক্সেমবার্গকে আতিথেয়তা দেবে রোনাল্ডোর পর্তুগাল। বাছাইপর্বের চার ম্যাচে এ পর্যন্ত পাঁচ গোল করেছেন রোনাল্ডো। এ প্রসঙ্গে পর্তুগিজ কোচ রবার্তো মার্টিনেজ বলেছে, জাতীয় দলে ২০০ ম্যাচ খেলা একজন খেলোয়াড়কে দলে পাবার বিষয়টি বিশেষ কিছু। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দলে পেয়ে আমি সত্যিই দারুন খুশি। ৩৮ বছর বয়সী রোনাল্ডো জুনে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ম্যাচে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ২০০ ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। বর্তমানে তিনি সৌদি পেশাদার লিগের ক্লাব আল নাসরে খেলেছেন। সৌদি লিগের আরও দুই মিডফিল্ডার ওটাভিও ও রুবেন নেভেসকেও দলে ডেকেছেন মার্টিনেজ। এছাড়া প্রথমবারের মত দলে ডাক পেয়েছেন উল্ফসের ফুল-ব্যাক টোটি। এদিকে বাছাইপর্বে রোনাল্ডোকে দলে পাওয়ার খবরে পতুর্গিজ শিবিরের বাকি ফুটবলাররা। তাদের ধারণা রোনাল্ডো দলে থাকলে প্রতিপক্ষের ওপর বাড়তি চাপ বজায় থাকে সবসময়।

ময়দানজুড়ে ডার্বির টিকিটের হাহাকার

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রুপ পর্বের ডার্বির পর, ফাইনাল, টিকিট নিয়ে জটিলতা অব্যাহত ডুরান্ড কাপে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল শুক্র, শনি এবং রবিবার ওই তিনদিন দুই প্রধানের তাঁবু থেকে সকাল ১১ থেকে সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিক্রি হবে ডুরান্ডের টিকিট। ৩ তারিখ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত বিক্রি হবে টিকিট। আগে এলে আগে পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে টিকিট বিক্রি করা হবে। শুক্রবারের পর শনিবার সকাল থেকেই ময়দানে দুই প্রধানের তাঁবুর সামনে টিকিটের লম্বা লাইন। লাল-হলুদ হোক বা সবুজ-মেরুন। টিকিটের লাইন দিয়েছেন দুই প্রধানের সমর্থকরা। কিন্তুক দুই প্রধানের কাউন্টারে নেই টিকিট। সকাল থেকে অপেক্ষা করার পর টিকিট না পেয়ে স্বভাবতই সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর মধ্যেই বিক্ষোভ শুরু করেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। তাঁদের একটাই দাবি টিকিট চাই। অন্যদিকে মোহনবাগান ক্লাবেও একই চিত্র। টিকিট না পেয়ে ক্ষিপ্ত সমমর্থকরা গোষ্ঠ পাল সরণি অবরুদ্ধও করেন। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তাঁবুর সামনেও চলে বিক্ষোভ। সমর্থকদের অভিযোগ, শুক্রবার ৬ থেকে ৭ হাজার টিকিট বিক্রির পরই কাউন্ডার বন্ধ করে দেওয়া হয়। শনিবার কোনও টিকিটই দেওয়া হয়নি। ভোরবেলা থেকে লাইনে দিয়েও কোনও টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। আদৌও টিকিট পাওয়া যাবে কিনা সেটাও কিছু বলা হচ্ছে না। ডুরান্ডে অনলাইনে কোনও টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। পুরোটাই অফলাইনে। ঠিক কত টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছে, তা ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ বলতে রাজি নন। তাঁদের দাবি, এটা দুই ক্লাব জানে। তবে গত বার যা টিকিট দেওয়া হয়েছিল, এ বার তার থেকে সামান্য বেশি টিকিট দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল জেতার পরে উন্মাদনা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। দীর্ঘ ১৯ বছর বাদে ডুরান্ড ফাইনালে কলকাতা ডার্বি। এত দিন এই ম্যাচে মোহনবাগানের আধিপত্য ছিল। ফলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে আগ্রহ কমে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন কোচের অধীনে ইস্টবেঙ্গল যথেষ্টই ভাল খেলছে। ডুরান্ডের গ্রুপ লিগের ম্যাচেও জয় পেয়েছে লাল-হলুদ শিবির। টিকিট নিয়েও ভিন্ন সুর দুই ক্লাবের কর্তাদের গলায়। মোহনবাগান ক্লাবের সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, গত ডার্বিতে যে টিকিট দেওয়া হয়েছিল এবারও সেই একই টিকিট দুই ক্লাবকে দেওয়া হচ্ছে, একটি বেশি না কমও না। ডার্বিতে টিকিটের চাহিদা থাকবে এটা স্বাভাবিক। ৬০ হাজার আসন থাকলে ২ লক্ষ লোকের চাহিদা থাকবে। একইসঙ্গে বাগান সচিব উল্লেখ করেন, আমরাও পর্যাপ্ত টিকিট পাইনি। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী ও সেনাবাহিনীকে সম্মান জানিয়ে তা মেনে নিচ্ছি। আমরা টিকিটও নেব ও মাঠেও যাব। অন্যদিকে লাল হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, আমাদের কর্পোরেট থেকে শুরু করে সদস্য-সমর্থকদের কাছে দায়বদ্ধতা থাকে। যা টিকিট পেয়েছি তাতে সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়। তাই আমরা কর্মকর্তারা ম্যাচে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আগুনে পিচে শামিকে দলের বাইরে রাখায় জল্পনা

কলম্বো, ২ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শুরুটা ভালো হলো না ভারতের। খেলা নির্ধারিত সময় শুরু হলেও ৪.২ ওভারে বৃষ্টি নেমেছিল। কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকার পর যখন শুরু হয়, তারপরই জোড়া ধাক্কা দেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। অফ স্টাম্পে টানা তিনটি বল করার পর চতুর্থ বলটি তিনি উইকেটে ঢোকান। সেটিই রোহিতের রক্ষণ ভেদ করে উইকেট ভেঙে দেয়। এরপর তিনে নামা বিরাট কোহলিও সাজঘরে ফিরলেন আফ্রিদির বলে বোল্ড হয়ে। পঞ্চম ওভারের শেষ বলে রোহিত শর্মা আউট হলে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ১ উইকেটে ১৫। ৬.৩ ওভারে দলের ২৭ রানের মাথায় ফিরলেন কিং কোহলি। ২টি চারের সাহায্যে রোহিতের সংগ্রহ ২২ বলে ১১। কোহলি করেন ৭ বলে ৪। একমাত্র বাউন্ডারিটি তিনি মারেন নাসিম শাহের বলে। আফ্রিদির বল কোহলির ব্যাটে ও প্যাডে লাগার পর উইকেটে গিয়ে লাগে। বিরাট ফেরার পর চারে ব্যাট করতে নামেন শ্রেয়স আইয়ার। গত জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কা সিরিজের পর শ্রেয়স আইয়ার আজই প্রথম ওডিআই খেলছেন। যদিও কামব্যাক ম্যাচে হতাশই করলেন। হ্যারিস রউফের বলে ক্যাচ প্র্যাকটিস করিয়ে ধরা পড়লেন ফখর জামানের হাতে। সাজঘরে ফিরলেন ৯ বলে ১৪ রান করে। জসপ্রীত বুমরাহ আয়ারল্যান্ডে টি-২০ সিরিজে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। গত বছর জুলাইয়ের পর আজ প্রথমবার ওডিআই খেলছেন বুমরাহ। ভারতের একাদশে আজ রাখা হয়নি মহম্মদ শামিকে। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে শামি অ্যাডিলেডে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চার উইকেট নিয়েছিলেন। রোহিত শর্মা টসের সময় জানান, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে জোরে বোলিং সামলাবেন শার্দুল ঠাকুর ও হার্দিক পাণ্ডিয়া। শামি গত মার্চে চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ওডিআই খেলেছেন। তবে গত জুনের পর আর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে দেখা যায়নি বাংলার পেসারকে। গত টি-২০ বিশ্বকাপের পর থেকে টি-২০ আন্তর্জাতিকও খেলেননি। বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে শামি অনেকদিন মাঠের বাইরে। সেই সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ যখনই সুযোগ পেয়েছেন নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছেন। ফলে ক্রিকেটীয় কারণেই বুমরাহর সঙ্গে সিরাজকে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে অলরাউন্ডার হিসেবে শার্দুল ঠাকুরের উপর আস্থা রয়েছে অধিনায়ক রোহিত শর্মার। ফলে ব্যাটিং দক্ষতার জন্যই শার্দুল দলে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। যদিও মহম্মদ শামিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না ক্রিকেটপ্রেমীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সিদ্ধান্তর সমালোচনা করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615